বিবিধ-সূক্ত

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

বিবিধ-সূক্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস্-পি (বিহার)

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ, ১৩৭৯

প্রুফরীডার :
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাইণ্ডার :
সৎসঙ্গ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ
সৎসঙ্গ প্রেস, পোঃ সৎসঙ্গ,
দেওঘর, এস্-পি (বিহার)

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত অপ্রকাশিত ৬৯টি বাংলা গদ্য-বাণী, ২৬টি আশীর্ব্বাণী এবং ৪৭৯টি ছড়া নিয়ে বিবিধ-সূক্ত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'লো। গদ্যবাণী ও আশীর্ব্বাণীর ক্রমিক সংখ্যা হ'লো ১০২৯৭ থেকে ১০৩৯২ পর্য্যন্ত। এগুলি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর এই চার বৎসরাধিককাল সময়ের মধ্যে প্রদত্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর যে গদ্যবাণী দেন একমাত্র তারই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০২৯৩। ছড়াগুলির ক্রমিক সংখ্যা হ'লো ৬৪১১ থেকে ৬৮৮৯ পর্য্যন্ত। এগুলি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল থেকে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রোক্ত। ৬৪১০ নম্বর পর্য্যন্ত ছড়া অনুশ্রুতি ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অবশ্য, অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডে যে প্রায় দুই সহস্র ছড়া প্রকাশিত হয় তা' এই সংখ্যার বহির্ভূত। পুস্তকের বিষয়বস্তুর মর্ম্ম-গ্রহণার্থে এই তথ্যগুলি নিষ্প্রয়োজন কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলির বিশেষ উপযোগিতা আছে ব'লে মনে হয়।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিপুল দিব্য সাহিত্যের মধ্য-দিয়ে একটিমাত্র শাশ্বত, উদার, উদাত্ত সুর বিচিত্র রাগিণীতে ধ্বনিত, প্রতি-ধ্বনিত হ'য়ে চলেছে। তা' হ'লো ইষ্টৈকলক্ষ্য সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ, বৈশিষ্ট্যসম্মত, সেবাসম্বুদ্ধ, নিত্য বিস্তারশীল, সংহতিদীপ্ত, সর্ব্ব-অভ্যুদয়ী বিশাল উর্জ্জী জীবনে উত্তরণ লাভের অমোঘ আহ্বান।

আমরা তাঁর দিব্য আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্ব-পরিবেশ-সহ যেন এক বিদ্যুদ্দীপ্ত, অমৃত-উচ্ছ্বসিত মহিমান্বিত মহাজীবনের অধিগমনে সার্থক হ'তে পারি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

১১শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৭৮

৩রা মার্চ, ১৯৭২

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

গভবাণী

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবনবাদ	৩
সাধনা	১১
কর্ম্ম	১৬
শিক্ষা	২১
সেবা	২৩
চরিত্র	২৬
স্বাস্থ্য ও সদাচার	৩০
রাজনীতি	৩২

সূচীপত্র

ছড়া

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংজ্ঞা	৪৩
রাজনীতি	৪৫
অনুরাগ	৪৭
বিধি	৫২
কর্ম্ম	৫৯
ব্যবহার	৬২
নিষ্ঠা	৬৯
চরিত্র	৭৬
সেবা	৮৮
নীতি	৯২
জীবনবাদ	১০০
স্বাস্থ্য ও সদাচার	১১৫
বিবাহ	১১৬
প্রবৃত্তি	১১৮
প্রজ্ঞা	১২৫
আদর্শ	১৩১
সাধনা	১৩৩

সূচীপত্র

আশীর্ব্বাণী

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূজ্যপাদ বড়দার ৫৪তম জন্মতিথি-উপলক্ষে	১৪৯
৺বিজয়া-উপলক্ষে	১৫৩
নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে	১৬০
বিবাহ-উপলক্ষে	১৬৫
৺বিজয়া-উপলক্ষে	১৬৬
পূজ্যপাদ বড়দার ৫৫তম জন্মতিথি-উপলক্ষে	১৭১
ধৃতিদীপা পত্রিকার জন্য	১৭৫
নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে	১৭৬
ব্যবসা-উপলক্ষে	১৮০
বিবাহ-উপলক্ষে	১৮১
একটি কারখানার উদ্বোধন-উপলক্ষে	১৮২
পূর্ব্ব পাকিস্তানে শুভ ৭৯তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে	১৮৩
পাটনায় জন্মোৎসব-উপলক্ষে	১৮৪
দমদমে জনসভা-উপলক্ষে	১৮৫
৺বিজয়া-উপলক্ষে	১৮৭
পূজ্যপাদ বড়দার ৫৬তম জন্মতিথি-উপলক্ষে	১৯১
চন্দননগর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সম্মেলন-উপলক্ষে	১৯৫
পূর্ব্ব চকচকায় বাৎসরিক উৎসব-উপলক্ষে	১৯৬
নাকালীতে সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন-উপলক্ষে	১৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে	১৯৮
৺বিজয়া-উপলক্ষে	২০১
পূজনীয় কাজলদার M. S. পরীক্ষায় সাফল্য-উপলক্ষে	২০৩
পূজ্যপাদ বড়দার ৫৭তম জন্মতিথি-উপলক্ষে	২০৫
নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে	২০৮
৺বিজয়া-উপলক্ষে	২১১
পূজ্যপাদ বড়দার ৫৮তম জন্মতিথি-উপলক্ষে	২১৩

তোমার

অন্তঃহৃদয়দীপ্ত সহজ সাধন

শিষ্ট হ'য়ে উঠুক।

জীবনবাদ

বোধদীপ্ত সাত্ত্বিক উন্নতি
যা' জীবনকে ধ'রে রাখে—
উদ্দীপনী তৎপরতায়
কৃতি-উচ্ছল অনুচলনে
প্রীতি-উৎসারণায়—
ধর্ম্ম তো সেখানেই ;
ধর্ম্ম কিন্তু বস্তু নয়কো—
বাস্তব জীবনীয় উচ্ছলতা ;
তাই, ধর্ম্ম—
ধৃ-ধাতু + মন্। ১।

অকিঞ্চিৎকর মানুষ হলেও—
তিনি যদি মন্ত্রগুরু হন,—
তিনি জীবনে অত্যাজ্য। ২।

জীবন-উৎস যিনি—
সৌষ্ঠবশীর্ষ তিনি,
তিনিই ভগবান,
তিনিই ভজমান ;
যদি বেঁচে থাকতে চাও,
শিষ্ট হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে—
সৌষ্ঠবসমন্বিত অনুচলনে,
জীবনকে যদি শিষ্ট ক'রতে চাও—
ভগবানে অকাট্য নিষ্ঠা রাখ,
করও তেমনি। ৩।

ভগবানে ফাঁকিবাজি নাই,
ঈশ্বরে ফাঁকিবাজি নাই,
আছে কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যের
শিষ্ট সমাধান ;
এর ব্যাহতি-উন্মাদনা
জীবন-চলনাকে ব্যর্থ ক'রে তোলে,
তাই, তা' হচ্ছে শয়তানী তৎপরতা ;
কিন্তু কৃতিদীপ্তিতে উর্চ্ছলতা আসে
মহৎ-উদ্যমে। ৪।

প্রীতিমুখর
সন্দেশদীপ্ত হৃদয়ে
আলাপ, অনুচর্য্যা ও আত্মীয়তা ক'রো তুমি
সবার সঙ্গে—
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তৎপরতা নিয়ে,
শিষ্টদ্যোতন সতর্ক তাৎপর্য্যে। ৫।

বন্ধুত্ব কর তা'দের সাথে—
যা'রা সর্ব্বতোভাবে তোমাকে ভালবাসে
এবং তুমিও তা'দের ভালবাস,
তখন তাই-ই হয় একত্ববোধ। ৬।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ যদি থাকে—
আর, সে-অনুরাগ যদি
নিজেকে তদ্বিষয়ে
মত্ত ক'রে তোলে—

সার্থক তৎপরতায়
যদি তা'র বিহিত সন্দীপনী দীপ্তি
অন্তরে উচ্ছল হ'য়ে চলে,—
তবে ঐ মত্তসন্দীপনী ক্রমতাৎপর্য্যে
তা' অন্তরে উদ্ভাবিত হ'য়ে
দীপ্ত হ'তে থাকে,
আর, তা'র জেল্লা ক্রমে
বাইরেও ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
প্রীতি-উচ্ছল তৎপরতায়। ৭।

সত্তাশৌর্য্য-সন্দীপনা যদি থাকে—
প্রীর্তিদীপ্ত বোধতাৎপর্য্যে
তা' উচ্ছল হ'য়ে উঠে
সমস্ত তাৎপর্য্যকে বিভাবিত ক'রে
তা'কে দীপ্ত ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
চাই—
প্রীতি-উচ্ছল তৎপরতা,
প্রীতিদীপ্ত উদ্দীপনা,
শিষ্টসুন্দর স্বস্তিদীপ্তি। ৮।

আসল কথা—
যদি শ্রেয়-সন্দীপনাই চাও,
তবে তোমার পূর্ব্বতনদের
বোধ-বিবেচনা-সমীক্ষাকে
না ভুলে
তা'কে ওতেই বিনায়িত ক'রে

আরোর দিকে এগিয়ে চ'লতে থাক—
শিষ্টসুন্দর কৃতি-উচ্ছল তৎপরতায়,
নয়তো, তোমার
এমনতর পদস্খলন হ'তে পারে—
যা'তে ব্যক্তিগত সংহতি
পারিবারিক সংহতি
জাতীয় সংহতি
সব যা'-কিছু
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়বে,
ফলে, আসবে
দুর্ব্বলতার মরুদীপ্ত উৎসর্জ্জনা
বা ব্যতিক্রমী তৎপরতা। ৯।

টাকা-পয়সার ভুখা হ'তে যেও না,
তা'তে জীবনদীপ্তি
উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে না,
মানুষের ভুখা হও,
মানুষকে
বিশেষ দীপ্তিতে
দীপান্বিত ক'রে তোল,
প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে
তুমি তা'দের দরদী হও,
তারাও তোমার দরদী হ'য়ে উঠুক,
লোকরঞ্জন-তাৎপর্য্য
তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলুক,
উচ্ছল ক'রে তুলুক,

পবিত্র ক'রে তুলুক—
সমস্ত ব্যাপারে ;
দেখবে—
লক্ষ্মী
চলায়মান তাৎপর্য্যে
তোমাকে হরদম অনুসরণ ক'রছে,
ঐশ্বর্য্যের বিভূতি
উচ্ছল হ'য়ে উঠছে—
আন্তরিক অনুবেদনী তাৎপর্য্য নিয়ে
প্রীতিস্রোতা হ'য়ে। ১০ ।

মেয়েই হোক
পুরুষই হোক—
যা'রা বিকৃতি-অভিদীপ্ত,
প্রীতি-উচ্ছল সম্বেদনায়
শিষ্ট উদ্যমে
তা'দিগকে সুকৃতিলুব্ধ ক'রে তোল,
এই লুব্ধ জীবিকা যেন
তা'দের পরিবেশকেও
সুকৃতিশীল ক'রে তোলে ;
দুঃশীল, দূরদৃষ্ট যা'রা
তা'রাও যেন
কুৎসিত যা'-কিছুকে এড়িয়ে
মানসদীপ্তির সুঠাম উদ্দীপনায়
ক্রমতাৎপর্য্যে
সুষ্ঠু সম্বেদনী তৎপরতায়
সৎলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,

কৃতিদীপী তাৎপর্য্যে যেন
অমনি ক'রেই
তৎস্নাত ক'রে
শুভশিষ্ট ক'রে তোলে। ১১।

তমসাবিদারী
দীপ্ত উচ্ছল তৎপরতা
যেমন জীবনকে
দ্যোতমুগ্ধ ক'রে তোলে,
মানুষকে শিষ্টসুন্দর ক'রে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে তোলে,—
তেমনি তোমাদিগকেও
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের
দরদী হ'য়ে
সবাইকে
সুন্দর প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
সুদীপ্ত তাৎপর্য্যে,
সকলের অন্তঃকরণকে
যেন উচ্ছল ক'রে তোলে—
শিষ্ট সুন্দর কৃতি-তৎপরতায়,
আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে থাকুক—
প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
আশ্রয় হ'য়ে ওঠ—

শিষ্ট তাৎপর্য্যে,
সবাইকে সুন্দর ক'রে তোল,
সকলের দরদী
সকলে হ'য়ে ওঠ। ১২।

জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোল,
এই হৃদয়কে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সব যা'-কিছুকে
উচ্ছল ও উদ্দীপ্ত ক'রে
সবাইকে সুদীপ্ত ক'রে তোল,
আর, এই শুভশ্রী অনুচলন
যেন আমাদের প্রত্যেক অন্তরকে
সম্বেগদীপ্ত ক'রে তোলে,
আমরা চাই—
প্রত্যেক অন্তঃকরণ
প্রত্যেক হৃদ্-দীপালীকে
সুদীপ্ত ক'রে
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
ত'াই চল,
ত'াই কর,
ত'াই নাও,
আর, এমনি ক'রেই
তা'কে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,—
যা'তে সবাইকে
উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পার,
শুভদীপী ক'রে তুলতে পার,

আর, সব যা'-কিছু
সব সম্বেগকে
সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে সুদীপ্ত ক'রে
সব অন্তরকে
শিষ্ট ক'রে তুলুক ;
তাই, দুনিয়ায়
ইষ্টীচলন যা'-কিছু আছে
সবগুলিকে
শিষ্ট ক'রে নাও,
সুন্দর ক'রে নাও,
তা'ই কর, ধর,
আর, সব যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে চল। ১৩।

সাধনা

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ
যেখানে যত প্রাঞ্জল—
চলার পথে গতিবেগও
তেমনিই উচ্ছল,
কৃতিও তেমনি
ধৃতি-উদ্দীপনায় তৎপর। ১।

প্রীতি-অনুকম্পা, সমীহ, পরিচর্য্যা
ও নিবেশনিবিড় উদ্যম—
এরই সঙ্গতি-তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
ভক্তি বা ভালবাসার উচ্ছলনদীপ্তি। ২।

অধ্যাত্ম চলনের সাথে
যদি প্রীতি-সঙ্গতি
বিস্তৃত না হ'য়ে ওঠে—
তাহ'লে তা'
ব্যতিক্রমদুষ্টই হয়। ৩।

আধ্যাত্মিক সাধনা মানে—
তোমার অন্তর্নিহিত প্রাণনদীপ্তিকে
উচ্ছল ক'রে তোলা,
যে-উচ্ছলতা তোমাকে
সংস্থিতির দিকে
সুষ্ঠু ক'রে তোলে;

আর, ঐ সাধনার সার্থকতাই
ওখানে। ৪।

তোমার অন্তরে
যা' ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি,
চরিত্রও তা'কে
ফুটন্ত ক'রে তুলতে পারে না—
শিষ্টসুন্দর আপূরণায়,
তাই বোধ ও বীক্ষণায়
তা'কে শিষ্ট ক'রে তোল,
স্মৃতিকে দীপ্ত করার
ঐ তো পন্থা। ৫।

একটা নক্ষত্রও যদি
বিকৃতিদীপ্ত হ'য়ে
বিপথ-বিদিগ্ধ হ'য়ে ওঠে,
কিংবা ভেঙ্গেচুরে গিয়ে
নানাস্থানে নানারকমে
তা'র সন্নিবেশ হয়,
তা'হলে তা'ও হয়তো
ভরদুনিয়াটাকে
বিক্ষুব্ধ স্ফোটন-সন্দীপনায়
বিকৃতিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে ;
তাই, তোমার সত্তাকে
আগে সংহত ক'রে চল,
শিষ্ট-নেশার উদ্দীপনী তৎপরতায়

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে চল—
যা' ছাড়া আর তোমার
স্থিতিসত্তাই নেইকো ;
ইষ্টনিষ্ঠাই
সেই উপদীপ্ত সাত্বত ভূমি—
যা'র উপর দাঁড়িয়ে থাকে
সত্তার অবস্থিতি
সব যা'-কিছুর সঙ্গতি নিয়ে। ৬।

যা' সাধু-দীপ্ত নয়,
অন্তরের সৎ-আবেগগুলি
যা'তে পূরণ হয় না,
যে-প্রকৃতি
তোমার অন্তর-তাৎপর্য্যে সচ্ছল হ'য়ে চলে,
যা'র জন্য
প্রার্থনায় তুমি
অশেষ রকমে বি-দগ্ধ হ'য়ে চ'লেছ—
'ভগবান !
তোমার অনুগ্রহ
আমাকে সার্থক ক'রে তুলবে ব'লে,—
সেখানে ব্যর্থতার ফাঁকিবাজী
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলেছে,
কারণ, সে-চাহিদা
ব্যাহতিকে আলিঙ্গন ক'রেছে,
তাই, তা'
আপদকেই পাবে বা পেয়েছে,

তোমার সুকৃতিকে পারনি,
কারণ, ব্যর্থতার বিকট ব্যতিক্রমে
ফলদীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি তা';
তাই বলি—
ধর,
কর যা' প্রার্থনা তোমার,
তোমার অন্তরে
শুভ সার্থকতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক তা'—
সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৭।

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ
অনুরাগের সহিত
যে যখন
আচার্য্যগুরুর শরণাপন্ন হয়,
অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
তাঁ'র নিদেশগুলি
সমীচীন তৎপরতায় পরিপালন করে,
বিরক্ত বা গুরুত্যাগী না হয়,
তা'র ঐ নিষ্ঠা-উচ্ছল অনুবেদনাই
শিখিয়ে দেয়—
কোথায় কেমন ক'রে কী ক'রবে,
তৃপ্তি, দীপ্তি ও ব্যাপ্তি
তা'র ব্যক্তিত্বের বিনায়ক হ'য়ে
তা'র জীবনে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে;
আর, যা'রা বাজারী শিষ্য,
গুরুত্যাগী যা'রা,

এ-কথা ঠিক বুঝো—
স্বতঃ-মহেশদীপ্তিকে
উৎসর্জ্জনায় অধিগত ক'রে
তা'রা সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
কারণ, তা'দের ভিতরে থাকে—
স্বার্থ-উন্মাদনা,
সকাম আরাধনার
উচ্ছাস-উদ্বেলিত অনুচলন,
তা'রা হয় বাজারী সাধু;
তা'দের বাহুদীপ্ত উদ্দীপনা
লোকগুলিকে
নিরয় পথের যাত্রী ক'রে তোলে—
ছন্ন ও সঙ্কুল তৎপরতায়,
না জেনেও তা'রা
অনেক দোষ বের ক'রে
ঐ গুরুর অপলাপে
উদাত্ত হ'য়ে থাকে,
বাজারী না হ'য়ে
তা'দের উপায় কোথায়?
গুরুত্যাগী
অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী হ'লেও
নিরয়কেই নিষ্পন্ন করে,
তাই, ইষ্টত্যাগী যে—
তা'র অভিদীপ্তি
অভিশাপস্বরূপ,
ঈশ্বরও সেখানে
স্বস্তির অধঃস্রোতা হ'য়ে বিদ্যমান। ৮।

কর্ম্ম

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ নিয়ে
বিশ্বস্তির কোলে
উচ্ছল কৃতি-তৎপরতার সহিত
চ'লতে থাক,
সার্থকতা
স্মিত অনুচর্য্যায়
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
তুমি মহান হও। ১।

যে-কোন বিষয়েই হোক না—
তোমার সৎপ্রস্তুতিগুলিকে
কখনই অবজ্ঞা ক'রতে যেও না,
দেবদুর্লভ দীপক উদ্দীপনায়
স্বস্তি
শান্তিভরা আশীর্ব্বাদে
তোমাকে আগলে ধরুক,
মহত্ত্ব তোমার ঐখানেই। ২।

অর্থলোলুপ হ'তে যেও না,
বরং সৌষ্ঠব-সঞ্জীবনী তৎপরতায়
কার্য্য সমাধান ক'রে ফেল—
শুভসুন্দর সমীক্ষা নিয়ে,
কৃতিদেবতা
অর্থে উচ্ছল ক'রে দেবে তোমায়—
কৃতিদীপনী তাৎপর্য্যে। ৩।

যেখানে তোমার স্থকরণীয়
শিষ্ট—
বোধিদীপ্তিও সেখানে
জীবন-তাৎপর্য্যশীল, উচ্ছল,
নইলে, বিবেচনার সাথে
দৃষ্টিকে
বোধি-তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
করার ভিতর-দিয়ে
তুমি কি কখনও
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে ? ৪ ।

যা' তোমার ক'রতে হবে,
যে-চাহিদা
মানসপথে তোমার
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
প্রয়োজনদীপ্ত আকর্ষণে,
স্মরণ যেন থাকে—
শুভদীপ্ত ঐ চলন হ'তে
বিকৃত পন্থায় চ'লে
নিজেকেও বিকৃত ক'রে তুলো না,
সার্থকতা
তোমাকে আলিঙ্গন করুক—
উচ্ছল উদ্দীপনায়। ৫ ।

কুৎসিত ব্যবহার
যতই দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে—

বোধহীন তাৎপর্য্য নিয়ে
নিজ ব্যক্তিগত সার্থকতায়
উপযুক্ত প্রয়োজনের পরিচর্য্যা
বিকৃত উদ্দীপনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
ততই হীন ক'রে তুলবে,
ব্যাহৃতির বিকৃতি
তৎপর হ'য়ে
তোমাকে তেমনি
কু-উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তাই বলি—
সুকৃতির সম্বেদনা
আত্মপরিচর্য্যায়ই হোক—
আর পরচর্য্যাতেই হোক—
তোমাকে শিষ্ট
ও শুভমণ্ডিত ক'রে তুলুক,
সার্থক হবে। ৬।

দালান-ইমারতই কর,
আর, গরীবই হও
ফসলের প্রসাদ যেমন ক'রে ক'রতে পার
তা'র ত্রুটি ক'রো না,
শুধু ক্ষেতই জেনো—
তোমাকে পরিপুষ্ট রাখতে পারে,
যদি নিজের পায়ে
নিজে দাঁড়াতে চাও—

ঐ নজরকে কখনও তাচ্ছিল্য ক'রতে যেও না,
বেগার পদ্ধতিকে
কিছুতেই
কখনই
ত্যাগ ক'রতে যেও না,
পরস্পর পরস্পরকে
এমনতর সাহায্য কর—
যা'তে তোমার শক্তি
অপরকে পুষ্ট ক'রে তোলে
ও অন্যের শক্তিকেও
তুমি পুষ্ট ক'রে তোল—
অমঙ্গলকে এড়িয়ে বা তাচ্ছিল্য ক'রে—
তা' তোমারই হোক
বা অন্যেরই হোক;
যা'রা বেগার দিয়ে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলে থাকে—
তোমার সঙ্গতি হ'তে—
তা'দের আপদে-বিপদেই হোক
আর যে-কোন ব্যাপারেই হোক—
সাধ্যমত তা'দের সাহায্য ক'রতে
ত্রুটি ক'রো না,
তোমার ক্ষমতামত
ঐ সাহায্য না করাই জেনো—
পাপের পরিচর্য্যা;
আত্মম্ভরিতায়
নিজের বা অন্যের বিকৃতির পথ
প্রশস্ত ক'রতে যেও না;

তা'তে নিজের তো ভাল হবেই,
তা'দেরও ভাল হবে,
ঐ বেগার-তৎপরতায়
তা'দের তেমনতরই ক'রে তোল। ৭।

শিক্ষা

বাস্তব যা'
তা'র সংহতিকে
বিনায়িত ক'রে জানাই বিজ্ঞান। ১।

বোধদীপ্ত ঊর্জ্জনা-অনুক্রমণ যেখানে,—
জ্ঞানও সেখানে
তাৎপর্য্য নিয়ে সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে
মানুষের কাছে—
দূরদৃষ্টির
সুপরিক্রমী তাৎপর্য্য নিয়ে। ২।

লেখ, পড়, কর,
লেখাপড়া শেখ,
লেখাপড়া শিখতে
যা' যেমন পার—
তা' কর,
কিন্তু বাস্তবতাকে যেন ভুলো না ;
ঐ দর্শনের ভিতর-দিয়ে যা' পাও
তা'র বোধ ও দর্শনই হ'চ্ছে—
বাস্তব জ্ঞানগৌরব,
পাণ্ডিত্যের প্রশস্তি
ঐখানেই জেনো। ৩।

বোধ ও দূরদৃষ্টি তোমার
দূরবীক্ষণী হোক,
সুধীদীপ্ত তৎপরতায়
তুমি সেগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
লোককল্যাণে নিয়োগ কর ;
আর, এর একমাত্র গোড়াই হ'চ্ছে—
অনন্য অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা,
যে নিষ্ঠা-নিয়মনে
নিকট ও দূর-বীক্ষণী তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমার বোধ গজিয়ে ওঠে—
সার্থকতার সমৃদ্ধিতে ;
বোধবিদ্যা তো তা'ই-ই। ৪।

সেবা

প্রয়োজন যদি থাকে—
পরিচর্য্যায় পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
সার্থকতা আপনিই আসবে। ১।

দান যদি
হিসেব ক'রে না দেওয়া যায়,
তা'হলে তা'
বিপদকেই ডেকে আনে। ২।

তোমার নেওয়া যদি
দেওয়ায় উৎসারিত না হয়—
শক্তি ও সামর্থ্যমত,
বুঝে রেখো—
তোমার পাওয়া
সমীচীন তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে না;
তুমি বাঁচ,
আর সবাইকে বাঁচাও,
তোমার সত্তাসংহতি
উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে থাকুক। ৩।

প্রীতিদীপ্ত দেওয়ার অন্তঃকরণে
পাওয়ার তৃপ্তি লুকিয়ে থাকে,
তুমি দাও—
তা' সাধ্যানুপাতিক,

আর, যেমন পার
সবার স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
দিয়ে-থুয়ে
বিহিত অনুকম্পায়
প্রত্যাশায় প্রবুদ্ধ না হ'য়ে,
দেখবে—
ভক্তি-অর্ঘ্য
বহনদীপালী নিয়ে
তোমার নিকটে
উচ্ছল হ'য়ে চলেছে ;
যত পার—
সুখী কর অন্যকে,
তুমিও সুখী হও নিজে-নিজে। ৪।

ক্ষমা কর—
শিষ্ট তাৎপর্য্য নিয়ে,
তাই ব'লে,
কা'রো ক্ষতি ক'রতে যেও না—
যদি তা'তে
মাঙ্গলিক তাৎপর্য্য না থাকে। ৫।

বিপর্য্যস্ত হ'য়ো না,
তোমার চলা
সাবলীল হ'য়ে
যেন নিজেকে
দাঁড়াবার উপযুক্ত ক'রে তোলে,

অন্যাকেও যেন তা'
দাঁড়াবার সাহায্য ক'রে চলে—
যথাবিহিত চর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে। ৬।

গোপনে
যে তোমাকে যা' ব'লতে চায়—
তা'কে নিরোধ ক'রো না,
বরং প্রীতিসন্দীপ্ত ব্যবহার
ও সমীক্ষণে
যদি সেবাদীপ্ত তাৎপর্য্য নিয়ে
সুবিনায়নে
তা'কে সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রতে পার—
তবেই পুণ্য তোমার সেখানে। ৭।

চরিত্র

বোধ ও বুদ্ধি যেমনতর,
চলন-বলনও হয় তেমনি। ১।

নকল ক'রে যা' চালাচ্ছ,
সে-চলন
ব্যর্থতার উপঢৌকনে
তোমার কৃষ্টিকে তিক্ত ক'রে
যেমনতর সার্থকতার উদ্‌ঘাটন ক'রবে—
প্রাপ্যও হবে তা'ই কিন্তু। ২।

যেখানে নিষ্ঠানিপুণ
প্রাজ্ঞ পরিচেতনা নাই—
অর্থ সেখানে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
ব্যর্থতার ডামাডোলে
তেমন ক'রেই
বিকৃতি-তৎপরতায়
তা'র অবসান ঘ'টে ওঠে। ৩।

যে-আত্মম্ভরিতা
জীবন-সৌষ্ঠবকে নষ্ট করে,
তা' বিকৃতিরই ব্যত্যয়ী অভিশাপ। ৪।

অনুতপ্ত যদি না হও—
সুক্রিয়, সৎ যদি না হও—
নিষ্ঠানিপুণ
ইষ্টার্থপরায়ণ যদি না হও—
উন্নতি
অবাধ হ'য়ে ফুটে উঠবে না তোমাতে,
হৃদয়
মানুষের হৃদ্য হ'য়ে উঠবে না,
সৌষ্ঠবসমন্বিত শিষ্টাচার
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে না,
বিকৃতির ব্যর্থতাই
তোমার হবে
সাঙ্গত উপহার,
স্বস্তিই
শাস্তি হ'য়ে অপেক্ষা ক'রবে তোমাতে। ৫ ।

দুনিয়ায় তুমি
যেখানে যেমনতর কর বা ক'রছ—
ভালই হোক্ আর মন্দই হোক,
তোমার বৃত্তির ও ব্যক্তির উপঢৌকনও
তাই হ'য়ে থাকে। ৬ ।

যা'রা অর্থ ও স্বার্থ চেয়ে
বান্ধব হ'তে চায়—
তা'দের দরদবিহীন্ দৌত্য চলন
দায়িত্বের প্রতি অপঘাত নিয়ে আসে,

আর, তা'
স্বার্থসিদ্ধির উপকরণী তাৎপর্য্য ছাড়া
বেশী কিছু নয়। ৭।

লালসাদীপ্ত প্রীতি যেখানে
আর তা' কামতপ্ত—
তা' যেমন চলনায়ই চ'লতে থাকুক না,
তা'কে শিষ্ট ক'রে তুলতে চাইলেই
তেমনি তাৎপর্য্য নিয়েই মিশতে হবে
তা'র সাথে,
আর, নিজেকে রাখতে হবে
শিষ্ট, ইষ্টদীপ্ত ক'রে ;
নতুবা, তা'র অভাবে
তোমাকে ব্যর্থই হ'তে হবে। ৮।

অন্তরে যা'দের কামপ্রীতি
উচ্ছল হ'য়ে থাকে গুপ্তভাবে,
সুপ্ত বোধনায়
তা'রা কামেরই সেবা ক'রে থাকে—
সম্ভ্রম-সমীক্ষা তা'দের
যতই থাক বা দেখাক। ৯।

যা' তোমার নয়—
তা' যদি চুরি ক'রে পাও,
সে-পাওয়া মিথ্যা কিন্তু ;
মিথ্যা
মানুষকে ব্যর্থ ক'রে তোলে,
বোধকে বিকৃত ক'রেই তোলে। ১০।

চৌর্য্যবুদ্ধি যদি অন্তরে থাকে,
তাহ'লে ঠিক বুঝো—
তোমার স্বার্থ সেখানে
বোধপ্রবণ হ'য়ে আছে,
ভাল-কিছুর ভিতরেও তুমি
ঐ প্রবৃত্তিকে
ঐ তালিমে
সার্থক ক'রে তুলে
শিষ্ট হ'তে চাইবে,
বাহাদুরি মিথ্যা প্রকৃতিকে
ব্যর্থ জীবন-তাৎপর্য্যে
সার্থক করার চালিয়াতি
রকমারি তাৎপর্য্যে
তোমার মস্তিষ্কে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে
সাধারণতঃ ;
এমন হ'লে
বুঝে রেখো কিন্তু,—
তোমার প্রকৃতিকে তুমি
সত্যমুখর শিষ্টত্বে
বোধবিনায়িত ক'রে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে না—
বাস্তবতার
বস্তু-অনুধাবনায়। ১১।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

অভ্যাস কর তাই খেতে
যা' খেলে
খাওয়ার প্রয়োজনের
সাত্বত অপলাপ না ঘটে। ১।

জীবন নষ্ট ক'রো না,
জীবনের উপার্জ্জন যা'—
স্বাস্থ্যসৌষ্ঠব রেখে
তা'ই সংগ্রহ ক'রো,
আর, সেই পারগতাকে
বিনায়িত ক'রে
যেখানে যেমন দরকার
তা'ই কর ;
তা'ই তোমার আহার্য্য হোক—
যা' জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোলে,
তা' বলে, বুদ্ধিতে, পরাক্রমে,
আর সুসংহতিপূর্ণ তাৎপর্য্যে। ২।

মানসরোগনিয়ামক !
গোপনেই হোক বা প্রকাশ্যেই হোক—
অন্তরীক্ষেই হোক বা প্রত্যক্ষেই হোক—
বিশ্রী কামকল্লোল নিয়ে
যা'রা ঘুরে বেড়ায়,
ঐ তৃপ্তি যা'তে তা'দের

মানস-তাৎপর্য্যে
বিধিদীপ্ত সুষ্ঠু সন্দীপনায়
অন্তরে প্রবেশ ক'রে—
তোমাতে তা'র নিষ্ঠা
একাগ্র হ'য়ে ওঠে,
আর, আচার-ব্যবহারগুলিকেও
এমনতর সৌষ্ঠবসুদীপ্ত ক'রে তোলে—
যা'র ফলে; ঐ কাম বা কামনার
উদ্দীপ্ততা তো যায়ই,
আর, অশিষ্ট বোধচর্য্যাও
ধীরে-ধীরে লয়প্রাপ্ত হ'য়ে
সুতৃপ্ত দিব-উচ্ছল অন্তর নিয়ে
তৎ-অনুগ ব্যক্তিত্বকে
সদ্‌বিভূতিসম্পন্ন ক'রে তোলে—
সেটা কাজে বা কথায়,
ক্রমে-ক্রমে
ঐ হীনত্বকে উড়িয়ে দিয়ে
সৎ-সন্দীপনারই প্রতিষ্ঠা ক'রে তোলে,
পুণ্য আশিস্‌
ঐ পথেই উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। ৩।

রাজনীতি

সংহতি যা'দের ব্যতিক্রমতুষ্ট—
বিকৃতিও তা'দের তেমনতরই
অশিষ্ট। ১।

অশিষ্ট সংহতি যা'দের যেমন,—
বিকৃতি-অনুচলনও তা'দের
তেমনতর হ'য়ে থাকে,
দেখা যায়। ২।

আমরা
দেশবিভাগ চাই না,
চাই—
সঙ্গতিশিষ্ট সংহতিশীল
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী উন্নতির
বিশালত্ব। ৩।

দেশবিভাগ ক'রতে যেও না,—
তা'তে
অস্তিত্বের বোধিসত্তা
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠবে,
সত্তাসঙ্গতি হিংসাদীপ্ত হ'য়ে
উচ্ছন্নতাকেই ডেকে আনবে ;
যদি দাঁড়াতে চাও—
এখনও সাবধান ! ৪।

যদি ভাল চাও,—
উন্নতিকে সাহায্য কর অবিলম্বে—
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপালী তৎপরতায়,
তবে তো দেশকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে!
দেশের প্রত্যেকেই হ'য়ে উঠুক
তোমার জীবন-উর্জ্জনা। ৫।

রীতিনিয়ন্ত্রণই হ'চ্ছে
স্বস্তির সম্বেদনা,
অর্থাৎ, দেশকে
সুবিনায়িত ক'রে রাখতে হ'লে—
সার্থক ও সুন্দর ক'রে তুলতে হ'লে—
রীতিগুলিকে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে রাখতে হবে;
রীতিই নীতি—
অর্থাৎ, সৎরীতিই নীতি। ৬।

বিকৃত বিবাহই হ'চ্ছে—
দেশের সর্ব্বনাশের
প্রথম ও প্রধান বীজস্বরূপ,
সেগুলিকে শ্যেনদৃষ্টিতে দেখে
যত শীঘ্র পার
নিরাকরণ কর,
নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে

বিদ্রূপের উপহাস
তোমাকে
অবহেলা করবেই কি করবে,
তা'র প্রচণ্ডতা যত ও যেমনতর—
ফলও ক্রমশঃ উচ্ছল হ'য়ে উঠবে
তেমনিভাবে। ৭।

দেশের অবনতির
প্রথম পদক্ষেপই হ'চ্ছে—
মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা,
পারিবারিক সঙ্গতির প্রতি
বিদ্রূপাত্মক অবহেলা,—
যা' দেশের শুভদৃষ্টিটাও
ভেঙ্গেচুরে চুরমার ক'রে
সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে;
তাই বলি,
মেয়েরা যেন
তা'দের পবিত্রতা হ'তে
এতটুকুও স্খলিত না হয়,
ব্যবস্থা ও বিধানগুলি
এমনতরই বিনায়িত ক'রে
তা'দের ভিতর
সঞ্চারিত ক'রে তোল;
তুমি যদি দেশের স্বস্তিকামীই হও—
এদিক থেকে
তোমার দৃষ্টি ও কৃতিচর্য্যার
একটুও অবহেলা যেন না থাকে,

স্বস্তিই হ'চ্ছে
শান্তির শুভ আশীর্ব্বাদ,
আর, স্বস্তি মানেই হ'চ্ছে
সু-অস্তি—
ভাল থাকা। ৮।

বর্ণানুগ সমাজসঙ্গতি
যতদিন
সুন্দর কৃতিদীপ্ত
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
না দাঁড়াচ্ছে—
প্রীতিদীপ্ত বোধ ও বিদ্যা নিয়ে
পরিচর্য্যার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে,
ততদিন পর্য্যন্ত কি সমাজ
সাধুদীপ্ত হ'য়ে উঠবে?
যদি ভাল চাও তো—
ঐ সমস্ত বিষয়ে
শুভসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে
প্রত্যেককে
পরিবেদনী তাৎপর্য্যে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল। ৯।

শুধু শান্তিতেই যে
দুষ্টমনারা
দুষ্টবুদ্ধি হ'তে নিস্তার পায়
তা' নয়কো নিশ্চয়ই—

যদি তা'র সাথে
প্রীতি-পরিচর্য্যা
ও আন্তরিক অনুবেদনী তৎপরতা
না থাকে,—
যা'র ফলে,
হৃদয়ের তাপদীপ্ত অন্তঃকরণ
সিক্ত হ'য়ে
প্রীতি-অনুকম্পারই উদ্গীরণ করে ;
তাই, ভ্রান্তির আশ্রয় ভাল নয়,
হিসাব ক'রে
বিজ্ঞ পথেই এগোতে থাক,—
ব্যক্তিত্ব প্রীতিদীপ্ত হ'য়ে
স্ফুরিত হ'য়ে চ'লবে। ১০ ।

তোমার নিরাপত্তাকে
সুধীদীপ্ত শীঘ্রতায়
কঠোর ক'রে তোল,
যা'দের প্রস্তুতি নেই—
যথাসম্ভব নির্দ্দোষভাবে
সব দিক দিয়ে
তা'দের সাহায্য কর,—
যা'তে ঐ সাহায্যগুলি
স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমার পরিচর্য্যাশীল হ'য়ে ওঠে,
সব রকমে
সব ভাবে
তোমাতে তা'রা মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক,

দৃঢ় প্রীতি-সঙ্গতি গ'ড়ে উঠুক,
নির্ভয়
উচ্ছলা হ'য়ে
তোমাকে আগলে ধ'রে থাকুক,
তা'দের অস্খলিত উদ্বর্দ্ধনায়
নজর রেখো,
এমনতর চ'লো—
তোমার বিরুদ্ধ হওয়াই যেন
একটা সত্তাসংহতির পাপ
তা'দের কাছে। ১১।

সুনিষ্ঠা ও সদাচার
স্বস্তিরই স্বতঃ-পদক্ষেপ,
অনাচার নিয়ে আসে
নিষ্ঠার ব্যতিক্রম
ও অত্যাচারের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা,
আবার, অত্যাচার নিয়ে আসে
সংক্ষুব্ধ সঙ্কীর্ণতা,
আবার, সংক্ষুব্ধ সঙ্কীর্ণতাই হ'চ্ছে
বিচ্ছেদের রাগদূত,
আর, এই বিচ্ছেদই হ'চ্ছে
বিনষ্টির মূল—
যা' অন্তরে গুমট বেঁধে
ব্যতিক্রম-ব্যভিচারের উচ্ছল উদ্দীপনাকে
উস্‌কে তুলে
জীবনীয় অনুচলনকে
পদাঘাত ক'রে থাকে,

ফলে, দেশ হয়
অশেষ দুঃখের শাতন-অন্ধকার—
অজ্ঞ বা দুষ্ট জ্ঞানের সহযাত্রী। ১২।

প্রীতি-সংরক্ষণী তাৎপর্য্যকে
সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত ক'রে
বাস্তবে
লোকজীবনকে
শুভ-সন্দীপনায়
উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
Politics-এর আসল কৌশল বা কায়দা,
যা'র ফলে,
বিকৃতি
কুৎসিত রূপ ধ'রে
সত্তাকে
অশুভ-সন্দীপী ক'রে তুলতে পারে না,
বিচ্ছিন্নতার বিপাক সেখানে
উচ্ছল হ'য়ে
বিকৃতিদীপ্ত হ'য়ে
সাত্বত সন্দীপনাকে
ব্যাহত ক'রতে পারে না—
চরিত্রের বেতাল তাৎপর্য্যে
লোককে বিক্ষিপ্ত ক'রে। ১৩।

Communist-ই হোক,
আর যে-কোন mission-ই হোক,—

ধৰ্ম্ম—
যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে,
তা'র পরিচর্য্যা না ক'রে—
সক্রিয়ই হোক—
আর, সুক্রিয়ই হোক—
তা'তে স্থিতি
সংবুদ্ধ ক'রে ওঠানো যায় না—
প্রীতি-তর্পিত হৃদয়ে ;
আর, ধৰ্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
যা' বা যে ধ'রে রাখে,
যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে,
যা' সকলের সত্তাকে ধ'রে রাখে,
তা'র ব্যভিচার
বিকৃতিই নিয়ে আসে। ১৪ ।

ব্যক্তিগত ও সমবেত সন্দীপনায়
কৃতিদীপনী
লোকরঞ্জন-তৎপর যিনি—
তিনিই তো প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ,
আর, তিনিই প্রাকৃতিক রাজা,
তিনিই তো সহজ মহাপুরুষ ;
আর, তাঁর সিংহাসন হ'চ্ছে
বোধদীপ্ত হৃদয়—
যা' শিষ্ট ও সৎ অনুবেদনা-রঞ্জিত,
আর, কৃতিই হ'চ্ছে
তাঁর দীপ্ত আশীর্ব্বাদ।

তোমার দীপ্তি ফুটে উঠুক প্রভু
সকল হৃদয় আলো ক'রে।

সংজ্ঞা

নিষ্ঠা বলিস্ কা'রে ?—
অস্খলিত অনুদীপনী
প্রীতি ধরে যা'রে। ১।

ইষ্ট জানিস্ সেই—
হৃদয়ভরা দীপ্তধৃতি
যে-জন স্বভাবেই। ২।

ধ'রে রাখে সত্তাটাকে
সেই তো আসল ধর্ম্ম,
শিষ্ট চলন, শিষ্ট জীবন,—
তা'ই ধর্ম্মের কর্ম্ম। ৩।

সত্তাটাকে ধ'রে রাখে
শিষ্ট সুবোধ তাকে,
সেই রক্ষণী অনুচলন—
ধর্ম্ম বলে তা'কে;
নিষ্ঠানিপুণ ঐ চলনে
স্বস্তিদীপা যেই,
ধর্ম্মধৃতি সেইখানেতেই
শুদ্ধপ্রীতিও সেই। ৪।

আকুল প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে
ইষ্টপ্রদীপ যিনি,
জীবনপথে উছল চলেন—
সিদ্ধ সেবক তিনি। ৫।

সিদ্ধি কা'রে কয় ?—
নিষ্ঠানিপুণ অনুদীপনার
হয় না যেথায় ক্ষয়,
সুষ্ঠুভাবে কৃতি যা'তে
সার্থকতায় রয়। ৬।

বিনায়িত তাৎপর্য্যতে
শ্রেষ্ঠ যেথায় যিনি,
দীপ্ত উছল তৎপরতায়
শিষ্ট প্রধান তিনি। ৭।

তীর্থ কা'রে কয় ?—
ত্রাণবোধনা যে-অন্তরে
উৎসারিত রয়। ৮।

জলদদীপী মরণব্যথা
যে-জন যেমন ব'য়ে চলে,
তেমনতরই ব্যথা যা'দের
প্রাণে-বোধে স্বতঃই জ্বলে,
পরের ব্যথায় বুঝে অমন
চর্য্যাদীপ্ত ক'রে তোলে—
লোকবান্ধব তা'রাই কিন্তু
সদ্-দীপনা যায় না ভুলে। ৯।

রাজনীতি তা'রেই বলি—
বোধকৃতি যা'য়
বহুৎ কৌশল-কুশলতায়
সমাধান পায়। ১০।

রাজনীতি

দেশের সেবায় দ্বেষ খাটে না
প্রীতির পূজায় চাইবি দেশ,
ধৃতি-প্রীতির কৃতি যত—
পুষ্টই হয় দেশ অশেষ। ১।

সবাই তোমার দরদী হো'ক
তুমি দরদী হও সবার,
কাজে-কর্ম্মে তা' ক'রবে যত—
দেশ-ধৃতিও বাড়বে তোমার। ২।

প্রীতি-সঙ্গতি অস্খলিত
যতই দেশে হ'তে র'বে,
কৃতিদীপ্তি ততই জেনো—
অমনতর সবাই র'বে। ৩।

দেশের লোকে চ'লছে যেমন
নজর রেখে সেই তালে
বিনায়নায় এমন করিস্—
শুভস্থৈর্য্য রয় ভালে। ৪।

সম্প্রদায়ের সঙ্গতি যদি
শিষ্টভাবে চ'লল না,
নেহাৎ জানিস্ সেখানে আর
তেমন ফলটি ফ'লল না। ৫।

বোধিদীপ্ত মস্তিষ্ক যা'র
দূরদৃষ্টি খরা
প্রীতিভরা হৃদয় থেকেও
ন্যায্য দীপনভরা,
এমনতর দীপ্ত মানুষ
সাম্রাজ্যেরই গতি,
তা'দের শিষ্ট কলকৌশলই
দীপ্ত লোকপ্রীতি। ৬।

প্রীতি-সহ ধৃতি নিয়ে
রাখিস্ দীপ্ত জনগণে,
ভক্তিভরা জ্ঞানদীপনায়
করিস্ উছল জনে-জনে,
ধী-এর দীপ্তি এমনি এসে
প্রীতির বাঁধন প'রে
রাখবে দেখিস্ সমাজ রে তোর
শিষ্ট নেশায় ধ'রে ;
শিষ্টাচারের সংহতি তুই
এমনি রাখিস্ ধ'রে,
বিশৃঙ্খলার শত আঘাত
দেয় না যেন ছিঁড়ে। ৭।

অনুরাগ

প্রীতি-সংহতি আনে দীপ্তি,
বাড়িয়ে তোলে সুধৃতি। ১।

অটল প্রীতি হৃদয়ে যা'দের,
অস্খলিত কৃতি তা'দের। ২।

ট্যাকার টানে পিরীত হয়,
সে-প্রেম কিন্তু কিছুই নয়। ৩।

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ ইষ্ট-অনুরাগ
ক্রমেই বাড়ায় হৃদয়-বল, ক্রমেই বাড়ায় ভাগ *। ৪।

প্রীতির দুয়ার রাখ খুলে তুই
ধৃতির দীপ্তি ধ'রে,
চলন এমন হ'লেই জানিস্
ধীমান্ হ'বি ধীরে। ৫।

স্বার্থভরা প্রণয় যাহার
আত্মম্ভরি অনুচলন,
প্রীতি কোথায় দেখবি রে তা'র ?
বিকৃতিই তা'র অনুবেদন। ৬।

---

* ভাগ = ভাগ্য।

প্রীতি যখন উঠল ফুটে
যেমনভাবে যেইখানে,
মানসদীপ্তিও মূর্ত্তি নিয়ে
ওঠে ফুটে সেই টানে। ৭।

প্রীতি যাহার প্রহরী রয়
চালচলন হয় তেমনি,
তেমনতরই চলে-বলে
রকমও তা'র সেমনি। ৮।

যে না হ'লে চলে না তোর
তৃপ্তিরত প্রাণন-মনে,
সেথায় কিন্তু আসেই প্রীতি
কর্ম্মদীপ্ত অনুনয়নে। ৯।

প্রিয়দীপ্ত শিষ্টমুখে
সুষ্ঠু কথা ব'লো,
দেখবে তা'তে ক্রমে-ক্রমে
প্রীতিই উছল হ'লো। ১০।

স্বার্থদীপী প্রীতি কিন্তু
ব্যর্থতাকেই ডেকে আনে,
তৃপ্তি তা'দের অন্তরেতে
দুঃখবাণই সদাই হানে। ১১।

ভালবাস যা'কে তুমি
স্বার্থলোলুপ দীপ্তি নিয়ে,
সেথায় কিন্তু রয় না প্রীতি—
যায় সে চ'লে ফিনিক্ দিয়ে। ১২।

প্রকৃষ্ট নয় এমন প্রণয়
তুষে-পুষে যা' রাখিস্,
অন্তরে তোর মারবে আঘাত
(যদি) জীবনদীপ্তি না ধরিস্। ১৩।

ব্যবহার-সেবা-হৃদয় দিয়ে
ক'রবি যেমন অনুকম্পায়,
তেমনতরই তৃপ্তি নিয়ে
দেখিস্ প্রীতি কেমন ধায়। ১৪।

শিষ্ট প্রীতি চল্ না নিয়ে—
মৃত্যুও গাবে জয়োচ্ছল,
মানসস্মৃতি দেখবে সবাই
চোখের জলে স্ফুটলমল। ১৫।

নিষ্ঠাভরা প্রীতি-পরিচয়
ক'রলে উপভোগ-উচ্ছলায়,
বোধের দীপ্তি-উদ্দীপনায়
সুকৃতিও তা'তে ধরায়। ১৬।

পিরীত কর পিরীত নিয়ে
শিষ্ট কর সত্তা,
প্রীতির দোলায় দুলে তুমি
থাক প্রীতিমত্তা। ১৭।

প্রীতির টানে কৃতী হ'য়ে নাও
আসবে ধৃতি আপনি হেঁটে,
অচ্ছেদ্য প্রীতির টানে কিন্তু
উঠবে হৃদয় আপনি ফুটে। ১৮।

সোজা চল শিষ্ট পথে
নিষ্ঠানিপুণ রাগ ধ'রে,
অনুরাগের দীপ্তি দেখো
উছল হবে প্রাণ ভ'রে। ১৯।

আকুল প্রাণের আবেগ নিয়ে
যা'কে যেমন বাসবে ভালো
সততারই উচ্ছলতায়—
তেমনি সে হয় জীবন-আলো। ২০।

যা'কে যেমন ভালবাসিস্
তা'র চলন তোর তেমনি লাগে,
থাকলে তা'তে শিষ্ট প্রীতি
সন্দীপনাও তেমনি জাগে। ২১।

পাওয়ার নেশা যেথায় থাকে
দীপ্তিহারা স্বার্থতালে,
ভালবাসা আসবে কি তোর
অমনতর ডামাডোলে? ২২।

বিধি

দান তখনই ব্যর্থ হয়
গ্রহীতা যখন কৃতঘ্ন হয়। ১।

ইষ্টার্থতে চৌর্য্যপ্রীতি
সর্ব্বনাশের উছল ধৃতি। ২।

নিতে চাও
দেবে না,
তা'র মানেই
পাবে না। ৩।

দাও না যতই—হয় না,
আর কেবল তাহার বায়না;
নিতেই পটু, দেয় না কিছু—
অভাব ছোটে পিছু-পিছু। ৪।

পাবার তৃষ্ণায় লুব্ধ তুমি—
হওয়ার পাওয়ার উল্টো পথ,
এমনতর চ'ললে পরে
সিদ্ধ কি হয় মনোরথ? ৫।

ভাববে যেমন
ক'রবে যেমন
হবে তেমনি তা'য়,
চাওয়ার ফলন
আসেই আসে—
বিধি তো বাম নয়। ৬।

শাসনদীপ্ত কটু বাক্
দেয় চিনিয়ে প্রীতির তাক্। ৭।

দিব্যপ্রীতি-তৎপরতায়
মন্দ যা' তা'ও ভাল হয়,
বাহ্য-সুন্দর কুৎসিত-স্বভাব
তা' কিন্তু ভালই নয়। ৮।

মান যদি তুই না দিস্ কা'রো
সুষ্ঠু হ'বি কিসে?
অপমানের দুন্দুভিতে
হারা হ'বি দিশে। ৯।

চোরকে যত আশ্বাস দিয়ে
বাড়াবি তুই তা'দের কৃতি,
ঠিক জানিস্ তুই প্রতিপদে
ব্যাহতই হবে তোর ধৃতি। ১০।

মানুষগুলি যা'দের প্রাণ
হ'য়েই থাকে তা'দের ত্রাণ। ১১।

মানুষ যা'দের নাইকো হাতে
ঠকেই তা'রা পদে-পদে। ১২।

জা'গায়-জা'গায় যা'র গোলা
ভাতে মরে কি তা'র পোলা? ১৩।

মা-বাপের তুই ধার ধারিস্ না
বৌ থাকে তোর জঙ্গলে,
কোথায় আসবে শিষ্ট আচার—
সুখী হ'বি কোন্ কালে ? । ১৪ ।

লোকজন আর ঈশ্বরকে
টেক্কা মেরে মনের মতন
ক'রলি যেই তুই, ঠিকই জানিস্—
ভাঙ্গলি তুই স্রষ্টারই মন । ১৫ ।

আনুগত্য যাদের হারা
ব্যর্থ তা'দের জীবনধারা । ১৬ ।

নিষ্ঠাবিহীন তৎপরতা
শিষ্টদেরও খায়ই মাথা । ১৭ ।

নিষ্ঠা তোমার আপ্ত যেমন
ব্যাপ্তি-চলন যেমনতর,
সার্থকতা তেমনি আসে—
হয়তো শ্লথ, নয়তো দড় । ১৮ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে যদি
শিষ্ট পথে নাই চলিস্,
সেটাই রে তোর শত্রু বুঝিস্
যে-হৃদয়ে যা'ই করিস্ । ১৯ ।

নিষ্ঠাবিহীন সুখ যদি হয়—
এনেই থাকে বিপর্য্যয়,
তৃপ্তিভরা প্রীতি-দীপ্তি
এনেই থাকে শুভের জয়। ২০ ।

আচার্য্যনিষ্ঠা নাইকো তোমার,
উন্নতির লোভ যতই থাক—
ঘুরবে তুমি বেঘোর পথে
বাড়বে শুধু বেকুব রাগ। ২১ ।

প্রার্থনা তোমার যে-ভাব নিয়ে,
নিষ্ঠা তোমার যেই দিকে,
যে-ব্যাভারে চ'লবে তুমি,—
দক্ষও হবে সেই তাকে। ২২ ।

যা'র যেমন অনুচলন
তার তেমনি ধৃতিবোধন। ২৩ ।

বোধবিদীপ্ত যে যেমন
গতি ও বোধ তা'র তেমন। ২৪ ।

বোধ ও বুদ্ধি যা'র যেমন,
উন্নতিও হয় তা'র তেমন। ২৫ ।

উদ্দেশ্য ও অভিযান যা'র যেমন
প্রস্তুতিও হয় তা'র তেমন। ২৬।

বিকৃত অনুচলন যেখানে যেমন
চলন-ভ্রান্তিও সেখানে তেমন। ২৭।

দক্ষ যা'রা নয়—
পদে-পদে জানিস্ তা'দের
বিব্রতিতেই * ভয়। ২৮।

সক্রিয়তার তৎপরতায়
সাবধানেতে দৃষ্টি রেখে
চ'ললে প্রায়ই সুষ্ঠু ফলে,
এমন চলায় চলিস্ দেখে। ২৯।

জন্ম যেমন
জাতও তেমন। ৩০।

জন্ম তোমার কোথায়?—
মানস-বৃত্তি নাছোড়বান্দা
যেমনতর যেথায়। ৩১।

জন্ম তোমার কেমন?—
মানস-বৃত্তি অটুট হ'য়ে
ক'রছে তোমায় যেমন। ৩২।

---

* বিব্রতি=বিব্রত হওয়া

যে-বংশেরই সন্ততি তুমি—
ভাঁড়িয়ে অন্য পরিচয়ে
যে-মুহূর্ত্তে চ'লবে, জেনো—
অধঃপাতে যাবেই ক্ষ'য়ে। ৩৩।

যেমন রাম তা'র তেমনি সীতা,
যেমন গান তা'র তেমনি গীতা। ৩৪।

পালন-পূরণ-রক্ষণাই তো
পিতার দীপ্ত শক্তি,
পরিমাপন, শিষ্ট-আচার
মায়ের ধৃতির দীপ্তি। ৩৫।

ইষ্টার্থেরই অর্থ নিয়ে
যেমন তালে চ'লবি রে,
যেমন করায় হ'বি কৃতী—
সেই বোধনই পাবি রে। ৩৬।

ইষ্টীপূত গুরুর টানে
যা'র যেমনই ধৃতি হয়,
কৃতিও তা'র তেমনতর
তেমনতরই স্থিতি রয়। ৩৭।

শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়
যা'দের যেমন অনুরাগ,
কৃতিপথে উদ্দীপনায়
তা'দের তেমন দীপ্ত ভাগ। ৩৮।

ভজনদীপ্তি যেখানে যেমন
কৃতিদীপ্ত উচ্ছলায়,
ভাগ্য তাহার তেমনি যে হয়
চলেও তেমনি স্বচ্ছলায়। ৩৯।

ধর্ম্ম যেমন কর্ম্মও তেমন
তেমনতরই দীপ্তি,
সেবাসিদ্ধ তেমনতর
তেমনতরই তৃপ্তি। ৪০।

দামের অপেক্ষায় ক'রলি দেরী—
বাজার হ'ল মন্দা
শিষ্ট চলন ক্লিষ্ট হ'ল
ক'রল না তোয় নন্দা *। ৪১।

---

* নন্দা=আনন্দিত

কর্ম্ম

কৃতি যা'দের দীপ্ত হয়
শিষ্ট পথে তা'রাই যায়। ১।

বিবেকবিহীন কর্ম্মী
দক্ষতার নয় ধর্ম্মী। ২।

না ক'রেই যে কেবল চায়
লক্ষ্মী ছাড়ে পায়-পায়। ৩।

কর্ত্তব্য যা' ক'রতেই হবে—
শিষ্ট মনে চল্ ক'রে,
ইষ্টনেশায় অটুট থেকে
সৎপথেতে গোঁ ধ'রে। ৪।

ইষ্টার্থটি ঠিক রেখে তুই
দীপ্ত কৃতী হ'য়ে চল্,
ভরসা ধ'রে অন্তরে তোর
কৃতার্থতায় হ' সবল। ৫।

পারগতা কিসে কেমন—
তাই দেখে তুই চ'লতে থাক্,
যখন যেমন কাজে লাগে
তেমনি ক'রেই তা'কে রাখ্। ৬।

কত ক'রেছ ভাল কর্ম্ম
মন্দ ক'রেছ কত,
সেই শাসনেই চ'লবে সত্তা
কর্ম্মফলের মত। ৭।

কখন কেন ক'রবে কী কাজ
খতিয়ে সে-সব বুঝে দেখো,
সার্থকতা আসবে কিসে
বেশ ক'রে তা' বুঝে রেখো। ৮।

ধৃতি যাহার যে-পথে যায়
কর্ম্মও চলে সেই পথে,
ধৃতিদীপন তৃপ্তি তেমন
স্বস্তিও তেমন মনোরথে। ৯।

ক'রবে যেমন হবে তেমন
নিষ্ঠানিপুণ রাগে,
করার পথে থাকলে গলদ
আসবে কি তা' বাগে? ১০।

আগ্রহশীল সন্দীপনায়
কৃতিদীপ্তি জ্বলেই জ্বলে,
তা'তেই সার্থকতা এসে
বোধনবেগটি ফলেই ফলে। ১১।

এলোমেলো কৃতি যা'দের
ধৃতিও হয় তেমনি,
চলাফেরা কাজকর্ম্মে
সার্থকতাও সেমনি। ১২।

অবস্থার সুবিলোকনে
ব্যবস্থা যেই করে,
সেই করণই সার্থকতায়
শিষ্টাচারে ধরে। ১৩।

আগ্রহ যা'র যেমন থাকে
খোঁজেও তেমনি পথ
কর্ম্মও তা'র তেমনি হ'য়ে
ফলায় মনোরথ। ১৪।

যেমনতর ভাবনা যা'দের
কর্ম্ম যাদের যেমনতর,
সিদ্ধিও আসে পায়ে-পায়ে
তেমনতরই শিষ্ট দড়। ১৫।

শাসনদীপী কৃতি যাহা
ক'রো সে-সকল,
সাধনদীপ্ত উচ্ছলাতে
ক'রো তা' প্রবল। ১৬।

ব্যবহার

ক্রুদ্ধ ব্যবহার যেথায় যেমন,
শিষ্টাচারও ক'রবি তেমন। ১।

বিশ্বাস হারালে যেই—
দেখবে তোমার আশেপাশে
দরদী কেউ নেই। ২।

বিশ্বাস যাহার এলোমেলো
একব্রত হয় না সে,
দীপন দীপ্তি রয় না বোধে
নিষ্ঠা হারায় তরাসে। ৩।

সৎসন্দীপী সুব্যবহার
শিষ্ট যেথায়—দীপ্তিভরা,
উন্নতি তা'র দীপ্ত হ'য়ে
হয়েই থাকে তৃপ্তিঝরা। ৪।

ইষ্টতে যা'র সৎ-আলাপন
তদনুগ চলন-বলন,
হৃদয়ে ধরে দীপা ব্যবহার
অনেক শুভ করে বপন। ৫।

খাওয়া-পরায় শিষ্ট চলায়
যেমন তোরা এস্তামাল,
তেমনি ক'রে বোধবিচারে
লোকের মনেও হ' উতাল। ৬।

মনটি রে তোর ব্যাপন-দীপক
চলুক হ'য়ে নিত্যদিন,
আপন ক'রে নে সবারে
তুই কেন রে রইবি হীন ? ৭ ।

সুশিষ্ট তৎপরতায়
লোকের সাথে উঠো ব'সো,
আত্মিকতার অনুশাসনে
সুষ্ঠুভাবে থেকো, মিশো । ৮ ।

আপনার ব'লে নাও ভেবে নাও
পর ভেবেছিলে যা'দের তুমি,
শিষ্টাচারে মিষ্ট সেবায়
কোল দিয়ে নাও হৃদয় চুমি' । ৯ ।

বগ্‌বগানি' ঠকঠকানি
বেকুববুদ্ধি দে ছেড়ে
আপন ক'রে নে সবারে
সুষ্ঠু চালের দীপ ধ'রে । ১০ ।

শক্ত কথায় যা' ক'রবি তুই
শিষ্ট হয় কি তা ?
মাঝের থেকে খোয়াবি কেন
সিক্ত সততা * ! ১১ ।

---

* সিক্ত সততা=compassionate honesty

মিষ্টি বুলি বল্ ওরে তুই
মিষ্টি বুলি বল্,
শিস্টভাবে তৃপ্ত হ'য়ে
দীপ্ত পথে চল্। ১২।

মিস্ট তাকে বলিস্ কথা
শিষ্টদীপা তানে,
সেবাদীপ্তি দিয়ে আনিস্
স্বস্তি সবার প্রাণে। ১৩।

নিন্দা ক'রতে অনেক জান
ভাল করতে জান না কি ?
ভালর পথে চ'লো; ব'লো,
ক'রো ভাল, নইলে মেকী। ১৪।

ব্যবহার যেথায় আঘাত আনে—
বাক্ রেখো তুমি শিষ্ট,
সেবাদীপ্ত হ'য়ে চ'লো তুমি
চ'লো হ'য়ে তুমি মিস্ট। ১৫।

মিষ্টি ব্যাভার যদি না জানিস্
শিস্টাচারের উচ্ছলায়,
অনুকম্পা পাবি কোথায় ?—
বেচাল চলন দোল-দোলায়। ১৬।

নিজের দুঃখ নিজেই বোঝ
বোধদীপনী উর্জ্জনায়,
অন্যের অবস্থা তেমনি বুঝে
তৃপ্তি দিও উচ্ছলায়। ১৭।

কী ক'রলে কে সুখী হয়
ভেবে-দেখে বুঝে নিও,
তৃপ্তি দিয়ে তেমনি তা'কে
আপন ব'লে জানতে দিও। ১৮।

যা'কেই জীবনদ্যুতি ক'রে
ভাবলে উছল হবে তুমি,
ব্যবহারের বিড়ম্বনায়
সেটাই হ'ল দিগ্ধ ভূমি। ১৯।

অশিষ্ট ব্যবহার কিংবা
অসৎ উদ্দীপনায়—
অসৎ চলাই দৃপ্ত হবে
ঘৃণ্য তর্পণায়। ২০।

হিংসা, হরণ যা'-সব কিছু—
দ্রোহ তা'তে উছল হয়,
ফলে কিন্তু ঠিকই জেনো
হিংসা-দ্বেষের হয়ই জয়। ২১।

দরদী যে যেমনতর
পাওনই তা'র তেমনি ঘটে,
স্বভাব যাহার যেমনতর
শ্রেয়ই সে-জন তেমনি বটে। ২২।

ভজন-প্রীতির দ্যোতন নিয়ে
মান দিয়ে যা' যেমন যেথায়,
দেখবি ক্রমেই দীপন ক্রিয়ায়
আশিস্ পাবি শিষ্ট মাথায়। ২৩।

ভগবান ব'লে ডাকছ কত—
নিষ্ঠা-ধৃতি নাই তোমার,
তা'তেই কি আর সুফল ফলে
বিনা শিষ্ট সুব্যবহার? ২৪।

সেবাসিদ্ধ তৎপরতায়
বান্ধবতার শিষ্ট চালে—
কূট মানুষই দক্ষ দেখে
বুঝে নিও সুতাল হালে,
ভিজিয়ে তা'দের অন্তরটুকু
প্রীতিদীপ্ত আলাপনে—
সদ্‌দীপনায় মুগ্ধ ক'রে
ফুল্ল ক'রো হৃদয় টেনে। ২৫।

দুষ্ট-দুষ্টা হোক না যা'রা
ঘৃণ্য হ'লে তা'দের চলন,
আপ্যায়নার সংশ্রবে
তা'দের প্রাণেও আসে দীপন,
সৎ-ইচ্ছাটি জাগে ক্রমে
দমে-দমে ধাপে-ধাপে,
দেখিস্ হয়তো এমনি ক'রে
অনেক প'ড়বে সৎ-এর চাপে ;
ভাবায়-করায়-চলায়-ফেরায়
বলায় যেমন হবে রতি,
ক্রমে-ক্রমে তালে-তালে
সৎ-এ ফেরে তা'দের গতি। ২৬।

মিষ্টিভাবে শিষ্ট কথায়
দীপ্তিমাখা তৃপণায়
দরদভরা ব্যবহারে
শুনবি ব'লবি দীপনায়,
অন্তরখানা উপ্‌চে গিয়ে
তা'তেই যা'তে লাগে ঢেউ,
সৎ-এর পানে চ'লতে যেন
ব্যতিক্রমে যাস্ না কেউ ;
যেমন পারিস্ তেমনি বলিস্
করিস্ তেমনি ব্যবহার,
তা'র ফলেতে ফলুক স্বস্তি
দীপ্তিতে যাক্ অন্ধকার ;

তোর প্রতি যা'র প্রীতির গেরো—
এড়িয়ে যেতে চায় না কেউ ;
তেমনি হ'লে সৎ-চলনটি
শিষ্ট ক'রবে শতেক ঢেউ ;
তবেই জানিস্ দীপন রাগ তোর
শিষ্টাচারের মধ্যমে
এনে দেবে স্বস্তি তা'দের—
ঐ চলনের মাধ্যমে। ২৭ ।

নিষ্ঠা

নিষ্ঠা যেমন যা'র
গতিও তেমন তা'র। ১।

অনুসরণ যা'র যেমনতর
নিষ্ঠাও তা'র তেমনি দড়। ২।

নিষ্ঠার জোর যেথায় যেমন
সদ্‌গতিও শিষ্ট তেমন। ৩।

ভঙ্গুর নিষ্ঠা যা'দের যেমন
ভণ্ডুল হৃদয় তা'দের তেমন। ৪।

নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যে-জন
কৃতিদীপ্ত নয় সে কখন। ৫।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ—
উথলে উঠে হৃদয়খানা
ছড়ায় প্রীতির ফাগ। ৬।

দেখ্‌ ওরে তুই শোন্‌—
অস্খলিত নিষ্ঠা ছাড়া
ধৃতি হয় কখন? ৭।

নিষ্ঠাই যা'র নাই—
লাখ গুণ তা'র থাক না কেন
সারই তা'র বড়াই। ৮।

সুনিষ্ঠ যে নয়—
পদে-পদে বিকৃতি তায়
ক্রমেই করে ক্ষয়। ৯।

স্খলনহারা নিষ্ঠা যা'দের নাই—
তপ-জপ তা'রা যা'ই করুক না
ওড়েই দীপক ছাই। ১০।

ঠিক জানিস্ তুই, ঠিক জানিস্,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্টাচারে
সুক্রিয় হয়—তা' মানিস্। ১১।

ঠিক জানিস্ তুই ঠিক জানিস্—
নিষ্ঠানিপুণ রাগ বিনে কা'রো
হয় না কিছু, ঠিক মানিস্। ১২।

নিষ্ঠাভাঙ্গা মন নিয়ে তুই
যতই করিস যা'—
ব্যর্থ হ'য়ে বরবাদে যাবে,
করিস নাকো তা'। ১৩।

নিষ্ঠাভাঙ্গা মন যাহাদের
ভঙ্গুর তা'রা হবেই হবে,
বিশীর্ণ বেতাল চলনে তা'রা
বিনায়িত হ'য়েই রবে। ১৪।

আচার্য্যনিষ্ঠা যেথায় থাকে
অনুকম্পী কৃতি সহ,
উছল চলে তা'দের চলনা
হয় না তা'রা স্বহূর্ব্বহ। ১৫।

মন্ত্র-তন্ত্র—নিষ্ঠাহারা
ইষ্টদ্রোহী যেই হ'ল,
তেমনি আশিস্ কুসন্ধিৎসায়
অসৎ পথে বাঁক নিলো। ১৬।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
কৃতিচর্য্যা যেই তালে,
তেমনতরই মানসদীপ্তি
উছল তাহার হয় ভালে। ১৭।

নিষ্ঠা যদি শিষ্ট হ'য়ে
চ'লল না হৃদয়ে,
উচ্ছলতাও ভেঙ্গেচুরে
রইল যে কু-লয়ে। ১৮।

স্খলনহারা নিষ্ঠা যখন
বরণদীপ্তিতে চলে,
কৃতি তখন ধৃতির পথে
উছলে পড়ে ঢ'লে। ১৯।

নিষ্ঠা যা'দের কাটাছেঁড়া—
গুরুর দঙ্গল বাড়িয়ে চলে,
দীপনহারা শিষ্ট তালে
ঘূর্ণিপাকে তা'রাই দোলে। ২০।

টলায়মান যা'দের নিষ্ঠা
বোধও তা'দের তেমনি,
অসৎকে তা'রা সৎ-ই ভাবে
সৎকে উল্টো সেমনি। ২১।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ তোর
যা'তে যেমন ক্রিয়মাণ,
ব্যক্তিত্বও তোর তেমনি হ'য়ে
ভরদুনিয়ায় দীপ্তিমান। ২২।

ইষ্টনিষ্ঠা নেইকো যা'দের
চাহিদার প্রীতি অঢেল ঢালে—
নিবিষ্ট তারা নয় কখনও
প্রতিঘাত করে আপৎকালে। ২৩।

দাগাবাজী ছাড় আগে তুই
কৃতিচলন রেখে ঠিক,
অটুট নিষ্ঠায় শিষ্ট হ'য়ে
চল্ ওরে তুই ধৃতির দিক। ২৪।

ভণ্ডনিষ্ঠা খণ্ডই হয়
তোলে না মাথা শিষ্টতপায়,
বিকৃতিরই বাজার করে
জেনো তা'রই শিষ্টতায়। ২৫।

নিষ্ঠা যদি না-ই থাকে তোর
অটুট হ'য়ে সত্তাতে,
ঠিক জানিস্ তুই—শিষ্টচলন
হবে না তোর কোনমতে। ২৬।

অস্খলিত নিষ্ঠা যেমন
কৃতিদীপ্ত যাহার টান,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'লে
দুনিয়া বাঁচায় তেমনি প্রাণ। ২৭।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নাই তোর
ধর্ম্ম বুঝবি কী?
চলিস্ ফিরিস্ করিস্ কতই—
ছাইয়ে ঢালিস্ ঘি। ২৮।

সদ্‌গুরু তোমার হো'ক না যেমন
অটল থেকো নিষ্ঠায়,
তাঁ'কে ছেড়ে যা'ই কর না—
লুব্ধ হবে বিষ্ঠায়। ২৯।

নিষ্ঠানিটোল ভক্তি তোমার
যা'তে যেমন ভাঙ্গল,
শিষ্ট চলন তেমনি তোমার
অসৎ কালোয় ধ'রল। ৩০।

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট যে নয়
জানিস্ মানস-কন্দরে,
শিষ্ট নয় তা'র নিষ্ঠাচলন
ভ্রষ্ট সে-জন অন্তরে। ৩১।

নিষ্ঠা যেমন বোধও তেমন
ধৃতিও তেমনি রয়,
কৃতি তাহার উথলে উঠে
সার্থকতায় বয়। ৩২।

নিষ্ঠা যদি নিষ্ঠ না হয়
অস্খলিত অনুক্রিয়ায়,
তপশ্চর্য্যায় তেমন নিষ্ঠা
সার্থকতা দেয় না তায়। ৩৩।

আচার্য্য-ইষ্ট যা'রাই পায়
কপাল তা'দের নেহাৎ ভাল,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিচর্য্যায়
নিকেশ হয়ই তা'দের কালো ;
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
ভক্তিমাখা তা'দের সেবা—
বোধদীপনী অনুচর্য্যা
তা'দের সমান আছে কেবা ? ৩৪ ।

চরিত্র

প্রিয়র স্বার্থে শিষ্ট যা'রা,
নিষ্ঠানিপুণ হয়ই তা'রা। ১।

নিষ্ঠা যা'দের নাই—
লুব্ধ হ'লেও চলন বাঁকা,
দীপ্ত নয় বড়াই। ২।

প্রীতিদীপ্ত চলন যা'দের
নিষ্ঠাভরা উচ্ছলা,
হৃদয় তা'দের দীপ্তি নিয়ে
সার্থকে হয় উজ্জ্বলা। ৩।

দ্বিত্ব যা'দের মানস-আবেগ
নিষ্ঠা তা'দের নয় তাজা,
ঘূর্ণিপাকে ঘুরে তা'রা
হবেই কিন্তু ভাজা-ভাজা। ৪।

নিষ্ঠা যা'দের ব্যতিক্রমদুষ্ট
দিগ্ধ তা'দের বুদ্ধি,
অপভ্রমই দিগ্ধতা আনে
ব্যাহত করে সিদ্ধি। ৫।

নিষ্ঠা যাহার নাই—
যেমন-তেমন হোক না সে-জন
রয়না তা'র বড়াই,
নিষ্ঠাহারা অবাধ চলা
সৃষ্টে তা'র বালাই। ৬।

নিষ্ঠাঘাতক মন যাহাদের
শিষ্ট নয়কো কোন কালে,
হেথা-হোথায় বাদ দিয়ে তা'রা
ব্যতিক্রমে সদাই চলে। ৭।

ব্যতিক্রমী গুলবাজারে
মনের চলন দিশে হারায়,
যা' করে তা'য় ব্যর্থই হয়
নিষ্ঠায় আসে না সুপ্রত্যয়। ৮।

চুম্বকে যা'র নিষ্ঠা আছে
শিষ্ট তাদের অটল টানে,
তা'রাই কিন্তু শ্রেয় হ'য়ে
মাঙ্গলিক যা' ডেকে আনে। ৯।

নিষ্ঠা যদি থাকে তোমার
শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়,
ইষ্টনিদেশ-সম্বেদনায়
অদৃষ্ট তোমার উথলে যায়। ১০।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ যা'দের
প্রীতিদীপায় খেলে ঢেউ,
শিষ্ট তেমন মহান যারা
রুখতে তা'দের পারে না কেউ। ১১।

নিষ্ঠাবিহীন অন্তর যা'দের
তেমনতরই তা'রা হয়,
এক ছেড়ে তা'রা আর এক ধরে
বিকৃতিই তা'দের ক'রে ক্ষয়। ১২।

ব্যতিক্রমদগ্ধ তা'রাই তো হয়
নিষ্ঠা যা'দের রয় স্খলিত,
স্বার্থবুদ্ধি সুষ্ঠু ধাপে
ব্যক্তিত্বকে করে বিকৃত। ১৩।

নিষ্ঠা, স্পৃহা, কর্ত্তব্যজ্ঞান
যেথায় যেমন উচ্ছলায়,
ধৃতিকৃতিও তেমনতরই
মতিদীপ্ত—সচ্ছলায়। ১৪।

প্রীতি-সংহতি কেমন তোমার—
দরদীই বা কেমনতর—
ধৃতিদীপ্ত হৃদয় কেমন—
বোধিদীপ্তি কেমন দড়—
দৃষ্টি তোমার কেমন বিশাল—
ব্যক্তিত্বও হয় তেমনতর। ১৫।

দিয়ে যা'দের তৃপ্তি হয়
ভূতি * তা'দের দূরে নয়। ১৬।

পরাক্রমে প্রধান হ'য়েও
শিষ্টাচারে ধন্য,
এমনতর হ'লেই কিন্তু
হ'বি সুষ্ঠু গণ্য। ১৭।

কৃতিদীপ্ত নয়কো যে-জন
হুকুমদারী চলন যা'র,
দৃপ্ত তা'রই চলায়-ফেরায়
রয় না প্রীতির উপচার। ১৮।

চলন-বলন যেমন হবে
হৃদয় হবে তেমনি,
হৃদয় যা'দের শিষ্ট যেমন
সুষ্ঠুও হয় সেমনি। ১৯।

শিষ্টকর্ম্মা সুধী যে-জন—
সুষ্ঠু ব্যবহার,
প্রাণমাতানো আলাপনে
সার্থকতা তা'র। ২০।

---

* ভূতি=ঐশ্বর্য্য

পরের স্বার্থ দেখবে যত
শিষ্ট-সাধু তৎপরতায়,
সৎসন্দীপী শিষ্টভাবে
তোমার স্বার্থও ভ'রবে রে তা'য়। ২১।

আপন স্বার্থেই পটু যা'রা
পরের প্রতি লক্ষ্য নেই,
এমন জনার দুঃখই আসে
দুষ্ট ভাগ্য পায়ই সেই। ২২।

পাঁচজনের কাছে যা' শোন তুমি
চলায়-ফেরায় দেখতে পাও,
সবগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে
বোধিসত্ত্বে ঠিক দাঁড়াও। ২৩।

বোধ যা'দের শিষ্ট-চলায়
প্রীতি যা'দের হৃদয়ভরা,
জীবন তা'দের দক্ষ হ'য়ে
ধৃতিতে হয় উছলপারা। ২৪।

মানসদীপ্তি যেখানে যেমন
শিষ্ট-সুধী সুন্দরে,
অন্তরদীপ্তি সেথায় সেমনি
উচ্ছলিত কন্দরে। ২৫।

শিষ্ট চলার ব্যতিক্রমে
যা'রাই যেমন ব্যাহত হয়,
দীর্ণ হৃদয়-অন্তরে তা'রা
সৌষ্ঠবদীপ্ত কভুও নয়। ২৬।

কাম-কলুষে পাগল যা'রা
শিষ্ট শাসন মানে না,
বিহিতভাবে বিনায়নার
ধারও তা'রা ধারে না। ২৭।

স্বামিত্ব যা'দের দ্বিত্ব হয়
ব্যর্থ জীবন তা'রাই বয় ;
জীবননেশা একমুখী যা'র,
প্রীতিদীপ্ত হৃদয় তা'র। ২৮।

ব্যতিক্রমী অনুচলন
এদিক-ওদিক নাচিয়ে তোলে,
ধর্ম্ম তাহার পাপল বর্ম্মে
পাগলপারা হ'য়েই চলে। ২৯।

শিষ্ট-অশিষ্ট যেমন কৃতি
ধৃতিও তা'র তেমনি হয়,
শিষ্টকে যা'রা বাদ দিয়ে চলে—
অশিষ্টেরই পিছে ধায়। ৩০।

শান্তি যেখানে স্বস্তি আনে
শিষ্ট জানিস্ সেই মহান,
চরিত্রটার বিনায়নে
করেই কিন্তু স্বস্তি দান। ৩১।

রূপ, রস আর ব্যবহারের
শিষ্ট-সুধী সঙ্গতি
মানুষকে যখন উছল করে
নিয়ে দীপ্ত প্রতীতি,
ব্যক্তিত্ব সেথায় শিষ্ট চলায়
তৃপ্ত ক'রে প্রায়ই তোলে,
এড়িয়ে সকল বিকার-চলন
বোধদীপ্তিই উছল চলে। ৩২।

প্রীতিপূর্ণ প্রতিগ্রহ,
যাজন, দান ও যজন,
প্রীতিদীপ্ত অধ্যাপনা
তেমনি অধ্যয়ন,—
এমনতর শিষ্ট চলন
যাদের জীবনতপে,
কে দেখেছে, কে শুনেছে
ভ্রষ্ট তা'রা ভবে ? ৩৩।

ইষ্টার্থকে সুস্থ ক'রে
বিনায়িত সুক্রমণে
চলতে পারে যা'রা—

উছলই হয় ভাগ্য তা'দের,
পরিবেশের দীপ্তি নিয়ে
বহেই তাদের প্রীতিদীপ্ত ধারা। ৩৪।

লুব্ধ নেশায় ইষ্টত্যাগ—
বিষদিগ্ধ মন্দভাগ্। ৩৫।

যাচ্ছ কোথায়। চাচ্ছ কী?
বেঠিক চলায় ছাইয়ে ঘি। ৩৬।

দিব্য চলন যেমনি যা'দের
দীপ্ত তেমনি হৃদয় তা'দের। ৩৭।

প্রিয়র সেবায় স্বার্থদান—
নিছক তা'দের সুষ্ঠু প্রাণ। ৩৮।

ধরম যা'দের মরমভোর,
দুঃখেও স্বস্তি—শ্রেষ্ঠ ডোর। ৩৯।

হীনমন্যতা থাকে যা'দের,
স্বার্থভরা হৃদয় তা'দের। ৪০।

স্বভাব হয় যেমন—
চলাফেরা, করা, পারা
হয়ই তা'র তেমন। ৪১।

চরিত্রই তো ব'লে দেয়—
কেবা কেমন, কোথায় ধায়। ৪২।

চরিত্রটা যেমন রে তোর
বোধও কিন্তু সেইমত,
চলন-বলন-করণ-প্রভা
থাকেই তেমনি অনুগত। ৪৩।

সৎ-ত্বই হোক আর সতীত্বই হোক
শ্রেয়নিষ্ঠায় কায়াম না হ'লে—
ব্যক্তিত্ব ক্রমে বিপথ ধরে,
চ'লতে থাকে বিফল তালে। ৪৪।

চরিত্র যা'র যেমনতর
খাদ্যও হয় তেমনি,
চলন-ফেরন সেমনি তো হয়
ব্যক্তিত্বও হয় সেমনি। ৪৫।

স্বার্থসেবার অর্থ নিয়ে
চ'লবি যেমন তালে,
ব্যক্তিত্ব তোর তেমনি হবে
লেখাও তেমনি ভালে। ৪৬।

সংহতি নাই অন্তরে যা'র
বোধও যা'র বাঁকা,
কর্ম্মফল তা'র তেমনতর
অদৃষ্ট কি তা'র পাকা? ৪৭।

সঙ্গতিশীল নাই যদি হো'স্
বান্ধব পাবি কোথা ?
বান্ধববিহীন সত্তা যা'দের—
বোধবিচারই ভোঁতা। ৪৮।

শিষ্টতালে লোকসেবায়
দীপ্ত ক'রে সংহতি
যা'রাই তেমন সুধীকর্ম্মা—
তেমনি ভোগ্য লোকপ্রীতি। ৪৯।

লোকপ্রীতি, লোকচর্য্যা,
সৎচরিত্র যা'র,
শিষ্টদ্যুতির দীপ্তি নিয়ে
সুষ্ঠু জীবন তা'র। ৫০।

পরের তরে নাইকো দরদ
কর না কিছু কোন কালে,
অদৃষ্ট তোমার বেকুব হ'ল
থাকতেও দ্যুতি, নাইকো ভালে। ৫১।

মন্দ যা'দের মানসবৃত্তি
সৃষ্টিই করে অপঘাত,
যা'র ফলেতে জীবন হারায়—
নিকেশ করে কু-উৎপাত। ৫২।

শাসন মেনে চলাবলায়
সিদ্ধ যেমন হয়,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনি বাড়ে—
ওর বাইরে নয়। ৫৩।

জ্ঞান-গুণ যা'র অন্তরে রয়
বোধদীপালী উচ্ছলায়,
ব্যক্তিত্ব তা'র শিষ্টই থাকে—
নষ্ট হয় না কুচ্ছলায়। ৫৪।

আচার্য্য ছেড়ে অন্যগুরু
করায় যা'দের মন,
প্রবৃত্তি তা'দের লুব্ধ চপল
জেনোই অনুক্ষণ। ৫৫।

আচার্য্যনিষ্ঠা নাই যাহার
বিশ্বস্ত সে নয়কো নয়,
ব্যবহারের প্রয়োজনে
হ'য়েই থাকে তাহার ভয়। ৫৬।

বোধদীপ্ত আচার্য্যকে
কৃপা পেয়েও করে ত্যাগ—
মিথ্যাবাদী ব্রহ্মঘাতী
তা'রাই জেনো স্থদুর্ভাক্। ৫৭।

ধ'রে ক'রে স'য়ে তুমি
বইতে পার যেমন যত,
তাই-ই প্রমাণ—তোমার প্রাণে
অন্তর-বাইরে ধৈর্য্য কত। ৫৮।

সেবা

লোকের সেবা, শিষ্ট চলন—
নিয়েই আসে স্বর্গদীপন। ১।

অন্তরেরই আবেগ সহ
গুরুদীপ্ত হৃদয় দিয়ে
সেবা করিস্ সকলজনের—
প্রীতিশুদ্ধ ভাবটি নিয়ে। ২।

কৃষ্টিতপা সৌষ্ঠবেতে
শিষ্ট হ'য়ে তোরা
দে ক'রে দে সেবায় সবার
জীবন তুষ্টিভরা। ৩।

সেবা যেমন দিব্য যাহার
তৃপ্তিও তেমন ওঠে ফুটে,
তেমনতরই অনুচলন
নন্দনাও চলে তেমনি লুটে। ৪।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ ছাড়া
অনুরতি রয় না,
উছল অনুরতি বিনা
শিষ্ট সেবা হয় না। ৫।

ঐ আছে রে অন্ধ আতুর
বৃদ্ধ বাতুল যা'রা—
দাঁড়িয়ে দেখ, তাকিয়ে চল,
দীপ্ত হোক রে তা'রা। ৬।

তৃপ্ত কর হৃদয়টিকে
পালনশিষ্ট ধী-চলনে,
আপনপথে দিব্য ক'রে
যত্নে রাখ সে-সব জনে। ৭।

যা'কে তুমি ভালবাস
দরদভরা কর্ম্মে রত হ'য়ে,
শুশ্রূষারই দীপ্তিতে সে
প্রীতির পথে উঠবে উতাল হ'য়ে। ৮।

ধরিস্ পালিস্ যেমনতর
করিস্ চর্য্যা তাই ক'রে,
প্রীতিদীপ্ত তেমনি করিস্
অনুকম্পায় বুক ভ'রে। ৯।

দিলেই কিন্তু হয় না দান
যদি না হয় উছল প্রাণ। ১০।

দান করিস্ তুই তা'ই—
যেমন দানে নাইকো আপদ
বেভুল চলন নাই। ১১।

দান করিস্ তুই বুঝে-সুঝে
চলন-বলন বুঝে তা'র,
নইলে কিন্তু ঠ'কেই যাবি
জীবনে ঠকাই হবে সার। ১২।

হৃদয় দিয়ে দান করে যে
আশার দীপটি জ্বেলে রেখে,
বিস্মিত হয় তাহার হৃদয়
গ্রহীতার ভঙ্গুর চলন দেখে। ১৩।

দান ব'লে কি তা'ই দিবি তুই
সর্ব্বনাশে—অন্যায়ে ?—
শিষ্ট প্রীতির দীপ নিবায়ে
সর্ব্বনাশা বিস্ময়ে ! ১৪।

যে-দানে অস্বস্তি আনে
তা'তে কিন্তু হয়ই পাপ,
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ই সত্তা
তা'র এমনই দুষ্ট দাপ। ১৫।

যা'র চাহিদা তোমার প্রাণে
গোপন কিংবা দীপ্ত ধূয়ায়—
তা'কেই তুমি সাহায্য কর,—
স্বস্তি যেথায় তোমায় বাড়ায়। ১৬।

একটু যদি শিষ্ট করায়
উছল করে তোমায় কেউ,
আকুলপ্রাণে দীপ্ত করায়
উছল ক'রো দেওয়ার ঢেউ। ১৭।

বৃদ্ধিতে তোর উছল হ'য়ে
শিষ্টতপা সন্দীপে
তৃপ্তি দিয়ে হৃদয়গুলি
দীপ্ত কর্ না উদ্দীপে। ১৮।

নীতি

শাসন ক'রবে সেইখানে—
বোধ-বিবেচনা নাইকো যেথায়
ভণ্ডুল চলন যেইখানে। ১।

প'ড়লে অসৎ পাকে—
শিষ্ট চলায় নিষ্ঠা রাখিস্
ধৃতিদীপ্ত যাগে। ২।

দয়া ক'রো সেইখানে—
যে-দয়াতে পাপ আসে না
প্রহাল নাশে তৎক্ষণে। ৩।

বোধ-বিচারে তা'ই ভালো—
বিবেক চলনা হয় না কভু
ভবিষ্যতে যা'য় কালো। ৪।

মন্দ যেথায় হবে ভাল
শিষ্ট চলায় হবে সফল,
তাই তো রে তোর করণীয়—
ইষ্টার্থতে থেকে অটল। ৫।

কী ক'রলে ভাল হয়—
ভাব, বোঝ, কর তাই,
চলাফেরা তেমনি কর,
উন্নতির পথ এমন নাই। ৬।

হৃদয় তোমার দীপ্ত রাখ
　　সুষ্ঠু রেখে অন্তরে—
যেমন চালে চ'লবে তুমি
　　সেই চলনের রং ধ'রে। ৭।

ইষ্টনিদেশ যেমনতর—
　　মেনো, ক'রো তেমনি,
যশোদীপ্ত উন্নতিতে
　　তুমিও হবে সেমনি। ৮।

বোধিদীপ্তি সহায় ক'রে
　　শিষ্ট চলন বেছে নিও,
যে-চলনে সার্থকতা
　　প্রীতি ভ'রে সেইটি দিও। ৯।

বোধটাকে তোর বিনিয়ে নিয়ে
　　ঠিক ক'রে তোর দৃষ্টি,
চল্-না ওরে অমনতর—
　　ওতেই কিন্তু কৃষ্টি। ১০।

বিপদ-তারণ কৃষ্টিকে যদি
　　শিষ্ট ক'রে রাখতে চাও,
বোধদীপ্ত উচ্ছলাতে
　　বিপদ্ এড়িয়ে সেমনি ধাও। ১১।

জাঁকজমক তুই যা'ই না করিস্
ঠিক থাকিস্ তুই অন্তরে,
তেমনি ক'রেই চলিস্-ফিরিস্
তেমনি তা'রই দিক্ ধ'রে। ১২।

পাতলা চোখে দেখিস্ নাকো
কাউকে কিংবা কোন-কিছু,
বোধিদৃষ্টি ঘোলা হবে
আপদ্ কিন্তু র'বেই পিছু। ১৩।

চোখ দুটো রাখ প্রীতিঢোলা
বাক্য রাখিস্ মিষ্টি,
কৃতি রাখিস্ উৎসর্জ্জনী—
সংশ্রবে সৎসৃষ্টি। ১৪।

বোধ করিস্ তুই বিহিতভাবে
দেখবি বুঝবি যেমনি,
বিহিতভাবে ক'রবি যা'-সব
শিষ্ট হবে তেমনি। ১৫।

অজানা অবোধ যা'-সব কিছু
পাণ্ডা হবি সেগুলির,
অসৎপথে কি উন্নতি হয়?
বিধাতার লেখ্যা তাঁ'র তুলির। ১৬।

অসৎ কাজের দৌত্য ক'রে
যেমন যা'দের তৃপ্তি দেবে,
তৃপ্তি নয়কো সে-সব জেনো,—
অন্তরে সেটা দেখ ভেবে। ১৭।

বিপথ-চলার খোয়াব দেখে
সৎ-এর পথটি ছেড়ে দিও না,
অশিষ্ট তোমার মনোবৃত্তি
তোমায় কিন্তু ছাড়বে না। ১৮।

বিকৃতি আর বদ্‌ধারণা
উপেক্ষা ক'রো মঙ্গলে,
তা' না হ'লে কু-দশাতে
থাকবে প'ড়ে দঙ্গলে। ১৯।

মুক্তিই যদি চাস্ ওরে তুই—!
ভক্তি সেধে নে,
শক্তি পাবি হৃদয়ে তুই
স্খলন ধরিস্ নে। ২০।

ন্যায্য প্ররোচনা যদি
দিয়েও অসৎ দুষ্ট জন
আপৎকর্ম্ম ক'রতে যায়—
রক্ষা করিস্ তা'র জীবন। ২১।

যাহার কাছে পেতে চাও
যত্ন নিও তা'র,
প্রীতিদীপ্ত অনুবেদনা—
জেনো জীবন-সার। ২২।

টাকাই কিন্তু নয় সর্ব্বস্ব
মানুষগুলিক্ কর্ আপন,
দুঃখকষ্ট-আনন্দতে
সুষ্ঠু যা' সব কর্ বপন। ২৩।

টাকা উপায় ক'রবি কিরে
মানুষ উপায় কর্,
শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়
উচ্ছলাতে ধর্। ২৪।

দোষ ক'রলে, না ক'রলে গুণ—
বিবেচনা বজায় রেখে
চলাফেরা ক'রবে তেমন
অমনতর শিষ্ট তাকে। ২৫।

কী অবস্থায় ক'রবে কী বা
চ'লবে কেমনতর,
এঁচে সে-সব দেখে রাখ
কৃতিতে হও দড়। ২৬।

যেমন পথেই চলিস্ ও তুই—
জ্ঞানের দীপ্তি নিয়ে
পরখ ক'রে পথটি খুঁজে
চলিস্ হৃদয় দিয়ে। ২৭।

অশিষ্ট আর উৎপাতী যা'—
শিষ্টবোধের বিনায়নায়
হিসাব ক'রে বিহিত করিস্—
শিষ্টবোধির উচ্ছলায়। ২৮।

হিসাব ক'রে ভালর পথে
চ'লতে থাক্, চ'লতে থাক্,
মুক্ত হ'য়ে সৎপথে তুই
শুভদীপ্তি বজায় রাখ্। ২৯।

স্বতঃই শিষ্ট সজ্ঘ-সহ
দরদভরা বুক নিয়ে,
যেমন পারিস্ তেমনি চলিস্
অনুকম্পায় মন দিয়ে। ৩০।

ইষ্টতাপন-শাসন-তোষণ
মাথা পেতে তুই নিস্,
ধৃতি-সহ কৃতি নিয়ে
শিষ্টপথেই চলিস্। ৩১।

ইষ্ট তোমার হো'ন না যিনি—
শিষ্ট সাধায় মন রেখো,
কৃতিপথে যেমনটি পাও
সেইটি ধ'রেই চ'লো, থেকো। ৩২।

ইষ্টই যদি শাসক তোমার
সেই নিষ্ঠাতেই চ'লো,
স্বার্থ-হেতু অন্য কিছুর
সব চাহিদা ভুলো। ৩৩।

শাসিত যদি চাওই হ'তে
শিষ্ট উদ্দীপনায়,
শাসক যিনি তাঁ'র ঈপ্সিতে
চ'লো সম্বেদনায়। ৩৪।

গ্রাম কিংবা সমাজেতে
অসৎ-চলন দেখবে যেই,
শিষ্ট-তালে ধৃতিচলনে
সদ্‌দীপনায় আনবে সেই। ৩৫।

সমাজ-শাসন ব্যাহত হ'লে
ব্যতিক্রম তো হ'য়েই থাকে,
ধীরদীপনী বোধিদীপায়
সৎ-হালেতে এনোই তা'কে। ৩৬।

দিব্য চলায় চ'লতে থাকিস্
দিক্ ধ'রে তুই সেইদিকে,
তেমন ক'রে তেমন তালে
ধরণ-চলন সেই পাকে। ৩৭।

শাসনদীপা সন্দীপনায়
নিস্ বুঝে তুই হৃদয়টান,—
অন্তর তাহার কেমনতর
বুঝে করিস্ উছলপ্রাণ ;
ঐ চলনেই শাসনদীপ্তি
ছিট্‌কে গিয়ে থাকবে যা',
সেই জানিস্ তোর শিষ্ট আশিস্—
আনবে প্রাণে উচ্ছলতা। ৩৮।

জীবনবাদ

এস এস তুমি দয়াল আমায়
লোকজীবনের বর্দ্ধনায়। ১।

জীবনপথে গতি যেমন
হ'য়েও থাকে চলন তেমন। ২।

মানুষ-মাটি দিব্য যা'র,
দুনিয়াতে ভয় কি তা'র? ৩।

স্বস্তিতেই যদি থাকতে চাও,
কুপাক বুদ্ধি তাড়িয়ে দাও। ৪।

শিষ্ট হ'য়ে সৎকর্ম্মে
নিয়োগ কর মন,
উঠবে ক্রমে উছল হ'য়ে
দীপ্ত অনুক্ষণ। ৫।

তোমার জন্য যা' পেয়েছ
দিয়েছেন তা' তিনি,
তাঁর জন্য কী ক'রেছ—
রাখল কে তা' চিনি? ৬।

দীর্ণ যেথায় মানস-কীর্ত্তি
বেশ ক'রে তা'রে বুঝে দেখিস্,
তাল-বেতালে গতি যেমন
তেমনি শুভে বিনিয়ে নিস্। ৭।

জীবনদীপ্তি চাস্ যদি তুই
তা'কেই ও-তুই উছল কর্,
বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরে তা'য়
শিষ্টতপে তৃপ্ত কর্। ৮।

সত্তাতে রয় জীবনবাণী
চাহিদা রয় অন্তরে,
তা'কে যদি সুদীপ করিস্
তৃপ্তি র'বে বুক ভ'রে। ৯।

বয়স যেথায় শিষ্ট ধারায়
সুষ্ঠুভাবে চ'লে থাকে,
সেইতো জেনো—জীবনপথের
পুণ্য আশিস্ বলে তা'কে। ১০।

তোমার দিব্য উঠুক জেগে
শক্তি রেখে অন্তরে,
তেমনি ক'রেই উথল হোক তা'
ইষ্টনেশার ধূম ধ'রে। ১১।

অনুরাগের দীপ্তি নিয়ে
শক্তিটাকে ফুটিয়ে তোল্,
সেই ফোটানো জীবন রে তোর—
গা' না তা'রই শিষ্ট বোল্। ১২।

সব আমিরই তুমি আছে
নিয়ে সত্তা-সঙ্গতি,
প্রীতি তা'তে উছল হ'য়ে
আনেই আলোক-দীপভাতি। ১৩।

আত্মস্বার্থ ছেড়ে দিয়ে
ধৃতিতে রাখ মন,
তবেই দেখো, পাবে ক্রমে
স্বস্তি অনুক্ষণ। ১৪।

ধৃতিবিহীন ধর্ম্ম করিস্,—
ধ'রবে কে তোয় কোন্‌কালে ?
মরণতরণ ধৃতি নিয়ে
চল্ ওরে তুই সেই তালে। ১৫।

সুখী যদি চাস্ হ'তে তুই
মানস-চক্ষু খোঁজে রাখ্,
আপদ্-বিপদ্ এড়িয়ে যা'-সব
শিষ্ট প্রীতি নিয়ে থাক্। ১৬।

শক্তিই যদি চাস্ বুকে তুই
শিষ্ট পথে চল্,
ক্রমেই পাবি অন্তরে বল
হবেই জীবনদীপ উজল। ১৭।

স্থিতি, সংহতি আর
আত্ম-উৎসেচন—
সত্তায় যা'দের এ-সব আছে
দীপ্ত তা'দের মন। ১৮।

অনুরাগের সক্রিয় দীপ্তি
মূর্ত্ত যত ক্রমে-ক্রমে,
সত্তাও তেমনি গজিয়ে ওঠে
শিষ্টদীপী দমে-দমে। ১৯।

প্রকৃষ্টরূপে চলন যেমন
সত্তাস্বস্তি যেমনতর,
অমন চলায় যে-জন চলে
তাহার সত্তা তেমন দড়। ২০।

ইষ্টসেবায় শিষ্ট তালে
চ'লতে থাক্, চ'লতে থাক্,
জীবনদীপ্ত অন্তরগুলি
দীপ্তিপথে জ্ব'লতে থাক্। ২১।

মূর্খতা তোর এমনি জঠুর
নিজের ভাল বুঝলি না,
দীপ্তিমাখা প্রীতির টানে
আচার্য্যকে ধ'রলি না। ২২।

প্রীতির চর্য্যা ক'রে ওরে
মানুষ উপায় ক'রে চল্,
বাড়বে শক্তি, বাড়বে কৃতি,
বাড়বে বুকে অদম বল। ২৩।

মরণকে যে ডেকে আনে
স্তব্ধ ক'রে তা'র গতি,
জীবনদানায় ফুটিয়ে তোল—
অন্তরেতে রেখে প্রীতি। ২৪।

শিষ্ট কর আসন তোমার
সুষ্ঠু কর ব্যবহার,
সোজা পথে চ'লতে থেকো—
দীপ্ত হবে জীবন-সার। ২৫।

জীবন-চলনার দাঁড়াটি জানিস্—
স্খলনহারা চলা,
শিষ্ট হ'য়ে মিষ্টি ক'রে
সুষ্ঠু-শোভন বলা। ২৬।

ভালভাবে চলিস্ রে তুই
ভালভাবে থাকিস্
ভালভাবে রাখিস্ সবায়
ভাল তালেই ফিরিস্। ২৭।

কথা ও চলন দিব্য হ'লে
বৃত্তিও হয় ভব্য,
জীবনধারা উথলে ওঠে
সত্তাও হয় সভ্য। ২৮।

লোকের সাথে ভাল ব্যাভারে
প্রীতি চলুক উছল ধার,
দীপ্তিচলন-কৃতিসেবায়
ধৃতি নামুক মুষলধার। ২৯।

প্রীতিসহ শিষ্টাচারে
চ'লবি যতই হৃদয় নিয়ে,
প্রীতিদীপ্ত তাৎপর্য্যেতে
কৃতি উঠবে ফিনিক্ দিয়ে। ৩০।

যেমনতর বোধ নিয়ে তোর
মানসদীপ্তি উঠবে জেগে,
চলন-বলন তেমনি হবে
নন্দনারই দীপ্তিভোগে। ৩১।

সৎপথে যদি না-ই চলিস্ তুই
    কাঁদাকাটায় হবে কী ?
শিষ্ট-সুধী নিষ্ঠা নিয়ে
    চ'ললে কিন্তু বাড়েই ধী। ৩২।

দিব্য পথের যাত্রী হ'য়ে
    চল্ না ওরে চল্ না চল্,
বাড়ুক তোদের অন্তর-বল
    বাড়ুক তোদের গতি সচল। ৩৩।

উচ্ছলতা তা'কেই বলে—
    রঞ্জনায় যা'র সিদ্ধকাম,
উচ্ছলিত হৃদয়লোকে
    বান্ধবতায় রয় না বাম। ৩৪।

তৃতদীপা* যতই হবে
    জানা-অজানায় পাড়ি দিয়ে,
সহজদীপ্ত সম্বেদনায়
    ফুটবে বিহিত তৃপ্তি নিয়ে। ৩৫।

সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণের
    পাড়ি যতই পারবি দিতে,
স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে সে-সব
    তুলবে নিশান বিশাল ভূতে। ৩৬।

---

* তৃত = তৃ (তরণ) + ত।—Crossed, Analysis ও Synthesis ক'রে যা' হ'য়েছে।

শুভর পথে যা'ই কর না
পাড়ি দিয়ে চলাই চাই,
পাড়ি দিয়ে চ'ললে দেখো—
বাড়বে কত শুভর ঠাঁই। ৩৭।

দুর্ব্বিনীত কৃতিপথে
যে-কায়দায়ই চ'লতে থাক,
বুঝে রেখো, দুষ্ট পথে
বাড়তে তুমি পারবে নাকো। ৩৮।

শিষ্ট-সুষ্ঠু নিষ্ঠা তোদের
আহার-বিহার সৎ-এই র'লে
যায় কি রে জাত, যায় কি ধর্ম্ম?—
শুদ্ধাচারে থেকেই চলে। ৩৯।

সৎ-চলনার শিষ্ট দীপায়
স্বতঃই যা'রা চ'লতে পারে,
অন্তরেরই ধৃতিবোধনার
স্বভাবধৃতি তা'রাই ধরে। ৪০।

মেয়ের কোলেই মানুষ হয়
মেয়ের চোখে ঘুম,
মেয়ের মাইয়ে পেট ভরে তোর
তাই জীবনের ধুম। ৪১।

ডিম্বকোষ কিন্তু দেয় না জীবন
জীবনই দেয় শুক্রকীট,
শুক্রকীট যা'র যেমনতর
দীপ্তও তেমনি অস্তিপীঠ। ৪২।

উছল যদি হ'তেই তুমি চাও—
আচার্য্যনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে
তাঁ'রই সেবায় ধাও। ৪৩।

দীপ্তির সাথে তৃপ্তি পাবে—
নিষ্ঠানিপুণ হও,
কৃতির পূজায় বিভোর হ'য়ে
ধৃতির পথে ধাও। ৪৪।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যেখানে
অস্খলিত ন্যায্য চলন,
তখন থেকেই হয় রে সুরু
উচ্ছলতার দীপ্ত বলন। ৪৫।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যেখানে
অস্খলিত টান,
ঐ রাগেতেই জানিস্ তাহার
উছল দীপ্ত প্রাণ। ৪৬।

ইষ্টনেশায় নিষ্ঠ থেকে
শিষ্ট চলায় চ'লতে থাক্,
ক্রমেই বাড়বে বুকের বলটি
দীপ্ত হবে সুষ্ঠু ভাগ্। ৪৭।

সদ্‌-বৃত্তি অন্তরে যা'র
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে,
তা'দের হৃদয় একদীপ্ত
সেবাদীপী ভাব দিয়ে। ৪৮।

কেমনতর কীর্ত্তি নিয়ে
কোথায় কেমন হ'বি উছল,
নিষ্ঠানিপুণ অন্তরেতে
ঐ সম্বেগই হয় সবল। ৪৯।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যদি রয়
কৃতিসহ উচ্ছলনে,
শিষ্ট হবে শক্তি তোমার
দীপ্তিতপার সম্বেদনে। ৫০।

নিষ্ঠাহারা সত্তা যেমন
দ্যুতিহারা শক্তি ধরে,
তেমনতরই অশিষ্টতা
ক্ষেপণধাপে ভেঙ্গে পড়ে। ৫১।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যদি তোর
অন্তরেতে রইল না,
কৃতিদীপা সত্তা যে তোর
শিষ্ট ধারায় বইল না। ৫২।

নিপুণ নিষ্ঠায় উর্জ্জীতেজা
ইষ্টভক্তির উদ্যমে
শিষ্ট যে-জন সন্দীপনায়—
পড়ে না দ্বিধার কু-ভ্রমে। ৫৩।

নিষ্ঠানিপুণ কৃতিধারা
সত্তায় যদি চলেই রে,
অটুট চলায় বোধি-সহ
চ'লবি ঠিকই জানিস্ যে। ৫৪।

স্বস্তিপথই গম্য তোমার
গতির গীতি-গানে,
ক্রমেই উথলে উঠবে তুমি
দীপ্তি নিয়ে প্রাণে। ৫৫।

আয় না ওরে জীবনপাখী!
সেমনি তালে ধ'রে তাল,
শিষ্ট তোমার আন্তরিক ঢেউ—
স্তব্ধ হ'য়ে থাকুক কাল। ৫৬।

আকাশপানে তাকালে তোমার
অনেক রকম নাচনদোলায়
জীবনতপের ধাপে-ধাপে
তেমনতরই লহর তোলায়। ৫৭।

চাঁদের কোলে ব'সে ও-তুই
মাঙ্গলিক নজর রাখ্,
ফুটে উঠুক ভর-দুনিয়ার
স্বস্তিমাখা হৃদয়-বাক্। ৫৮।

আয় ওরে তুই, ওরে জীবন!
চলনদীপ্ত দিক্ ধ'রে,
সিক্ত নূতন জীবনচালে
নাচনচলার রং ধরে। ৫৯।

জীবনপথে চ'লছ তুমি
পা নাচিয়ে সুখের ধাপে,
দেখছ নাকি—যাচ্ছ কোথায়
হাসিকান্নার ধাপে-ধাপে! ৬০।

দীপ্তি যখন তৃপ্তি পায়
দোলদীপনী উচ্ছলায়,
ধৃতিদীপ্ত চপলদীপ্তি
নেচে ওঠে মেঘমালায়। ৬১।

আয় ওরে তুই আমার কাছে
আকাশভরা ছায়াপথে,
বিশ্বনেতার ধৃতির চাপে
চল্ উঠে চল্ জীবনরথে,—
আমার পথে রূপনাচনে
রেখে বুকে প্রীতির দাপ,
দীপনাচনে ধিয়া-ধিয়ায়
উড়িয়ে দিয়ে সকল চাপ। ৬২।

জীবন যদি দিব্য হ'য়ে
নীল আকাশে ফুটল না,
হৃদয়তাপের ধিয়া-নাচনে
সকল খেলায় খেল্‌ল না,—
আকাশচাওয়া স্থফল যে তোর
শিষ্ট তালে উঠবে কি?
যে-নাচনে নাচাও তোমায়—
দিব্য হ'য়ে ফুটবে কি? ৬৩।

জীবনের যশ যেমন রে তোর
তেমনি রে তোর চলন সেথায়,
স্থখের নাচন তেমনি জানিস্
সেমনি তালে তোরে নাচায়,
চোখের আলো তেমনি তালে
নাচিয়ে তোকে সেমনি চালায়,
বুকের তেমনি নাচন-চলন
নাচায় তেমনি নাচধারায়। ৬৪।

ওরে লোভী, ওরে পাগল,
ভেঙ্গেচুরে সত্তা নিটোল—
স্বার্থগানে মত্ত হ'লি
কিছুই ফিরে দেখলি না,
স্বার্থটাকে শিষ্ট ক'রে
সৎনাচনে নাচলি না ? ৬৫ ।

অকৃতজ্ঞ হ'স্ না ও-তুই
অশিষ্টাচারী হ'বিই না,
শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়
করিস্ সবার নন্দনা,
তৃপ্তি পাবি অন্তরে ও-তুই
তৃপ্ত হবে হৃদয়খান,
প্রীতি-উচ্ছল দীপ্তি নিয়ে
দীপ্ত রাখিস্ সবার প্রাণ। ৬৬ ।

জীবন-চলনা কী হালে চলে—
বেশ বুঝে নে চলায়-ফেরায়,
সুশাসনে শিষ্ট মনে
রক্ষা করিস্ সুষ্ঠু দোলায়,
দেখেশুনে বোধ ও জ্ঞানে
শিষ্ট হ'য়ে চল্,
এমন কৃতি বাড়িয়েই থাকে
সত্তার দিগ্‌বল। ৬৭ ।

সমাধানহারা নিজ গতি হ'লে
　　বুঝবে কী ক'রে অন্যের গতি ?—
মাতৃপূজা কি ব্যর্থ হ'ল না ?
　　হ'ল না সন্তান ব্যর্থমতি ?
মাতৃপূজাকে করিয়া ব্যর্থ
　　হয় না কি সন্তান ব্যর্থমতি ?
আপনারে যদি না বুঝিয়া লও
　　কেমনে বুঝিবে জগদ্‌গতি ? ৬৮ ।

বোধটাকে তুই বিনিয়ে নিয়ে
　　প্রাজ্ঞ পথে চলন রাখ্‌,
শিষ্ট শাসন যা' দেখিস্‌ তুই
　　উছল হ'য়ে উঠতে থাক ;
জীবনটা তোর নয়কো বিফল ;
　　নয়কো শীর্ণ, জীর্ণও নয়,
বিনায়নী তৎপরতায়
　　কৃতিতপই গাহুক জয়। ৬৯ ।

ভাব যেখানে যেমনতর
　　লুব্ধ হ'য়ে ফেরে,
মানসবৃত্তি তেমনতরই
　　স্বস্তিটাকে হরে ;
ভাবদীপ্ত চলন যেমন
　　তেমনি তাহার গতি,
স্বাস্থ্যও তেমনি চলৎশীল
　　তেমনতরই ধৃতি। ৭০ ।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

রোগবালাইয়ের ব্যতিক্রমে
বিধি যেমন বলে—
তাই ক'রে যা' ধৃতিযোগে,
দুঃখ—তা' না হ'লে। ১।

যেমন জিনিষ খাবে তুমি
চলা-বলায় যেমনতর,
স্বভাবও তোমার তেমনি হবে
তা'তেই তুমি হবে দড়। ২।

মাছ-মাংস আহার করা
নয়কো ভাল কোনদিন,
ক্ষুণ্ণই হয় আয়ু তা'তে
প্রবৃত্তিও হবেই হীন। ৩।

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ডে "স্বাস্থ্য ও সদাচার" বিভাগের ৬২ নং ছড়াটি শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করেছেন—

রবি, গুরু, পৌর্ণমাসী আর চতুর্দ্দশী,
অমাবস্যা, সংক্রান্তি কিংবা একাদশী—
এ ক'টা দিন অন্ততঃ থাকিস্
পাতলা-পুতলি খেয়ে,
ব্যতিক্রমে পয়মালে যায়
ঘৃষ্ট আঘাত পেয়ে। ৪।

বিবাহ

বিবাহবিহীন পুরুষ হ'লে
বংশত্ব তা'র কোথায় রয় ?
স্বস্তিহারা প্রায়ই তা'রা
দায়িত্বশীল কমই হয়। ১।

বর্ণশ্রেয় স্বামীর ঘরে
ইতরা পত্নীও অনেক ভাল,
ধৃতি তা'দের উছল চলে
নিয়ে শিষ্ট দীপন আলো ;
স্বামীর বর্ণের খাদ্য-আচার
তেমনি চলাই উচিত ঠিক,
নয়তো কিন্তু বর্ণঘাতী—
সমাজ গড়ায় সেমনি দিক্। ২।

একটি মেয়ের দ্বিত্ব-পুরুষ—
ফানুস্ হ'য়েই চ'লতে থাকে,
অদৃষ্ট তা'র দ্বিত্ব-দীপক
ঘোরে-ফেরে অমনি তাকে। ৩।

লাখ প্রলোভনে সতী যেমন
অটল অচল হ'য়েই রয়,
স্বামীদীপ্ত সৎকৃতি সে
সহজভাবে তেমনি বয়। ৪।

শ্বশুরবাড়ীর ঘর করে না
এমনতর মেয়ে যা'রা—
কৃতিদীপা হয় কি তা'রা ?—
চরিত্রও হয় ব্যর্থ-ভরা। ৫ ।

প্রবৃত্তি

আত্মস্বার্থ কটু যেমন,
উন্নতিতে পতিত তেমন। ১।

নিষ্ঠাবিহীন প্রাণ—
কোথায় তাহার পূজার দীপ্তি?
প্রবৃত্তিতেই টান। ২।

ইষ্টনেশা নাই যেখানে
স্বার্থদীপী অনুচলন,
লক্ষ্য তা'দের বিপথে চলে
অধঃপাতেই হয় বলন। ৩।

দৈন্য হ'য়ে পণ্য নেওয়া
নয় কি সেটা মানসব্যাধি?
তেমনতরই চলন-বলন
সেটাও তা'ই দুষ্ট ব্যাধি। ৪।

নেবার বেলায় প্রীতি যেমন
স্বার্থধৃতি যেইখানে,
দেওয়া সেথায় থাকবে কোথা?
স্বস্তি পাবে কোন্ প্রাণে? ৫।

লুব্ধ হওয়া নয়কো ভাল
বোধদীপনী তাল নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
যা' পারিস্ কর বোধ দিয়ে। ৬।

দেবার বেলায় নাই কিছু তোর
নেবার লোভটি অন্তরে,
পাবি কোথায়? কে দেবে তোর ?—
অসৎ বুদ্ধি কন্দরে। ৭।

সেই প্রবৃত্তি ভাল জানিস্
আয়ু বৃদ্ধি যা'য়,
নয়তো দেখিস্ সে-প্রবৃত্তি
ফেলবে বেঘোর দায়। ৮।

কামদীপ্ত পুরুষ হ'লে
বিকৃতির পথে চলেই প্রায়
অমনি ক'রে হারিয়ে ফেলে
জনপালনী শিষ্ট দায়। ৯।

কাম যেখানে নয়কো শিষ্ট
নয়কো বিহিত, নয়কো সৎ,
প্রীতি-বিনায়নে চ'লে
দীপ্ত করিস্ নিষ্ঠাপথ। ১০।

কামকামনায় যদি দেখিস্
নষ্ট ব্যবহার,
সাবধানে তুই চলিস্-ফিরিস্
রাখিস্ নজর তা'র। ১১।

কাম যেখানে কুটিল হ'য়ে
প্রীতির বাহানা বয়—
সর্ব্বনাশটি দরদভরা
মিটির চোখে চায়। ১২।

কাম যেখানে কলুষ হ'য়ে
কুৎসিত কৃতির দিকে ধায়,
শিষ্ট হ'য়ে দীপ্ত প্রীতিত্
ধরিস্ তা'রে উচ্ছলায়। ১৩।

কামজিৎ যদি হ'তেই পার
শিষ্টাচারী সদ্‌বিভায়,
বিনায়নী তৎপরতায়
উছলদীপ্তি পাবেই তা'য়। ১৪।

লাম্পট্য-বুদ্ধিও যদি
শিষ্টাচারী সদ্‌দীপনায়
প্রয়োগ ক'রে সার্থক হও,—
আশিস্ পাবে কানায়-কানায়। ১৫।

কামকামনার উচ্ছলতা
ছাড়ে না সহজে সত্তাকে,
শিষ্টভাবে ইষ্টপূজায়
সুষ্ঠু হ'য়ে থাক সুখে। ১৬।

কামদীপ্ত হৃদয় যা'দের,
সুষ্ঠু কামই ঔষধ তা'দের। ১৭।

কামকামনার সুষ্ঠু চলন
দীপ্তি আনে অন্তরে,
অসৎ যতই হোক- না মিষ্ট
অস্তি তাহার গহ্বরে। ১৮।

কাম যেখানে বিপথগামী
দুই, তিন, চার, যা'ই না হোক,
সত্তাকে তা' ভণ্ডুল করে
নষ্টই করে জীবনরোখ। ১৯।

কামক্লিন্ন হৃদয় যা'দের
লুব্ধ তা'রা কামের বশে,
কামকামনার উদ্দীপনায়
অশিষ্টতা ঘিরে বসে। ২০।

কামদীপনী কৃতি নিয়ে
চলে যে-জন উছল প্রাণে,
কুটিল কামে বেচাল ক'রে
টানবে তা'রে উত্তাল টানে। ২১।

শ্রেষ্ঠ-পুরুষ শ্রেয়নারীর
কুৎসিত আচরণ হয় যেথায়,
জাতির ভিতর কুৎসিত ধৃতি
ক্রমে-ক্রমে তা'রাই বাড়ায়। ২২।

কাম যেখানে চলৎশীল—
ব্যতিক্রমে চ'লে থাকে,
শিষ্ট নেশার বিশিষ্টতায়
ধ'রে রাখাই শ্রেয় তা'কে,
নয়তো জেনো ব্যতিক্রমে
বেভুল চলায় চ'লতে থেকে
নষ্ট হবে জাতি-বংশ
কৃশ হবে, যাবে বেঁকে। ২৩।

শুদ্ধকামের স্বস্তিচলন
যেমনতর হোক না যা'র,
প্রীতিদীপক নিষ্ঠাচলন
দীপ্তই হ'য়ে থাকে তা'র;
প্রীতিবিহীন কামকামনা
ব্যভিচারের ব্যতিক্রম—
তা'তে কিন্তু হয় না ভাল
দীর্ণই হয় জীবনদম। ২৪।

কামতুষ্টা মেয়ের প্রতি
শিষ্ট দরদ অভিভাবকের—
ঐ পথটি প্রথম খাঁটি
প্রীতিদীপ্ত বিনায়নের,
কিংবা কোন শিষ্টপুরুষ
প্রীতির দীপ্তি নিয়ে
সহুচ্ছলায় তৃপ্ত করে
প্রীতিনিয়মন দিয়ে,—
সেটাও বটে অনেক ভাল,
দীপন রাগের দীপ্তিতে
ইষ্টনিয়ে নিষ্ঠাবিভোর
উচ্ছলই হয় তৃপ্তিতে;
সব নেশারই এমন আবেগ
উছল চলায় চ'লেই থাকে,
নিষ্ঠানিপুণ তাঁ'তে হ'লে
রুদ্ধজীবন পড়ে না পাঁকে। ২৫।

অপরাধ যদি ক'রেই থাক
সেটা নয়কো সমীচীন,
নিষ্ঠানিপুণ ক্ষমায় এনো
স্বস্তি রহুক তোমায় লীন। ২৬।

অন্যায় কিংবা অপঘাত যা'
লোকবেদনা সৃষ্টি করে,
ঐ বেদনাই বেফাঁসে চ'লে
সত্তাকে কিন্তু চেপেই ধরে। ২৭।

বোধ যদি তোর খারাপ থাকে
স্বার্থভরা মন,
যতই বিভু দেন না কেন
যায় কি অনটন? ২৮।

ভাবভরা তোর কুৎসা কেবল
সবল ন'স্ তুই কোনকালে,
শক্তি তা'তে বাড়বে কোথায়?
চ'লবে জীবন ওই তালে? ২৯।

প্রজ্ঞা

মানসহ্যুতি যেমনি হোক তোর—
শিষ্ট নেশায় গুরুপূজায়
দেখিস্ ক্রমে কী তালে তোর
বোধদীপ্তি কেমন গজায়। ১।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সাধনদীপ্ত যেমন হ'বি,
তেমনি রে তোর বাড়বে ধৃতি
বোধদীপনা তেমনি পাবি। ২।

ক্রম যদি তোর বোধে না আসে
সারবে কি ভ্রম কোনকালে ?
মিথ্যা ভ্রমে দগ্ধ হ'বি
বোধ হারাবি পলে-পলে। ৩।

যে-বোধ তোমার মজুত আছে
বিহিত বিশেষ যেমন তা',
তা'র বিনায়নে বুদ্ধ হ'লে
প্রবুদ্ধ হবে বিজ্ঞতা। ৪।

বুঝিস্, কিন্তু জানিস্ নাকো—
এ কেমন তোর রীতি ?
মূর্খ চলন এমন হ'লে
ব্যর্থই হয় ধৃতি। ৫।

বিন্যাস-বিনায়িত বোধি যা'র
সজাগ সুদীপ্ত অন্তরে,
পর্য্যায়ী তা'র অনুচলন
মেধা বোধি-কন্দরে। ৬।

বোধের সাথে বিবেচনা যা'র
মূর্খ সঙ্গতি নিয়ে চলে
শুভদীপনী অদৃষ্ট হ'লেও
প্রায়ই কিন্তু কুফল ফলে। ৭।

বোধদীপনী তৎপরতায়
আগে জেনে নে,
করা-ধরা বোধে মিললে
তবে তো জ্ঞানে। ৮।

অন্যের বোধসঙ্গতিতে
শিষ্ট বোধি যদি না হ'ল,
তেমন বোধের বুদ্ধি কোথায় ?—
বেচাল চালে নিকেশ হ'ল। ৯।

তোমার বোধি-সন্দীপনায়
অন্যে বুদ্ধ যেই হ'ল না,
অমনি বুঝো, বোধসঙ্গতির
তেমন স্থলে মিল হ'ল না। ১০।

নিষ্ঠা ছাড়া হয় কি বোধ?
জ্ঞান সেখানে রুদ্ধ থাকে,
জীবন সেথায় বিকৃত হ'য়ে
হারিয়ে ফেলে শুভটাকে। ১১।

বোধের কথা ক'বি যেমন
দেখবি ক'রে যেমনতর,
জ্ঞানও আসবে তেমনিভাবে
বোধও হ'য়ে উঠবে দড়। ১২।

কী ক'রলেই বা কী হয়
কেনই বা হয় সেটা—
এইগুলি সব বিনিয়ে চলিস্,
জ্ঞানের লক্ষণ এটা। ১৩।

আচরণজ্ঞানী আচার্য্য ধরিস্—
তিনিই জ্ঞান-দীপ্তি,
তাঁকে ছেড়ে লাখ ধরিস্ না—
হবে না কভু তৃপ্তি। ১৪।

ইষ্টনিষ্ঠা যেমন যাহার
বোধিজ্ঞানও তেমনি,
নিষ্ঠাবিহীন যা'রা তা'দের
বোধবিপাকও সেমনি। ১৫।

ভাবটি তোমার রইবে যেমন
ব্যাভারও হবে সেই পথে,
বোধ-ব্যাভারের সঙ্গতিতে
জ্ঞানও আসবে সেই মতে। ১৬।

সুধৃতি-সমীক্ষ বুদ্ধি যা'দের
জ্ঞানদীপ্তি তা'দেরই হয়,
চলন-ফেরন সবই শিষ্ট
কৃতি গাহে তা'দের জয়। ১৭।

বোধিদীপ্তি বাড়ায় কিন্তু
ক্রমেই দিব্য জ্ঞান,
প্রীতিপ্রসূ অন্তরের টান
উথলে তোলে ধ্যান। ১৮।

গুণেই কিন্তু বাড়ায় জ্ঞান
জ্ঞানে বাড়ায় বুদ্ধি,
শিষ্টবুদ্ধি হ'লেই জানিস্
ক্রমেই আসে সিদ্ধি। ১৯।

গুরুর পূজা যা ক'রে তুই
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,
ক্রমেই দেখিস্ প্রাজ্ঞরাগে,
উঠবে রে জ্ঞান সু-সজাগে। ২০।

বোধিদীপ্ত না হ'লে তোর
জ্ঞানে হবে কী ?
হাতে-পাতে যা'ই করিস্ না
ছাইয়ে ঢালা ঘি। ২১।

জ্ঞান কিন্তু ম্যান্ম্যানে নয়—
আয়ত্ত তা'রে ক'রতেই হয়,
যা'র ফলেতে জ্ঞানবোধনা
ক্রমে-ক্রমে উছল হয়। ২২।

প্রীতি নাইকো যা'তে তোমার
জ্ঞান হবে তা'য় কিসে ?
বেঘোর পথে চ'লবি-ফিরবি
পাবি কি তা'র দিশে ? ২৩।

বিনায়কের যা' আগ্রহ
চিত্তদীপী উছল টান,
ঐ রকমে চ'ললে পরে
সহজে হ'বি জ্ঞানবান্। ২৪।

নয়নদীপা মানসচক্ষে
যেমনতর যা' দেখিস্,
সেগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে
সত্তা কী তা'র তা' বুঝিস্,

এমনি ক'রেই জ্ঞানের আলো
শিষ্ট পথে সুষ্ঠু ধায়,
বিজ্ঞতা তোর অমনি আসে
ধীর চলনে পায়ে-পায়,
ওতে জ্ঞানটি যেমন হবে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে—
সিদ্ধ হবে সে-সব জ্ঞানে
অমনতর ধী-চলনে। ২৫ ।

আদর্শ

তত্ত্বদর্শী যে-আচার্য্য
তিনিই কিন্তু তা'ই,
তত্ত্বসাধায় সিদ্ধ তিনিই
সুষ্ঠু অমন নাই। ১।

ধর্ম্মধ্বজী গুরু যে-জন
ইষ্টনিষ্ঠা নাইকো যা'র,
শিষ্ট নয়কো তাহার চলন
ধৃতিকৃতি ব্যর্থ তা'র। ২।

তাঁ'র আরতিই নেমে এসে
আচার্য্যকে দক্ষ করে,
সিদ্ধকাম যে হ'তে চায়—
বিনিষ্ঠতায় তাঁ'কে ধরে। ৩।

রসুলপূজা ক'রলে তোদের
জাত যাবে তা' ব'লল কে?
রসুলও তোদের সেই অবতার
সেটাও তোরা ভুললি যে! ৪।

শিষ্ট সুধী দীপ্ত যিনি
তিনিই কিন্তু ইষ্ট,
ধৃতিভজন কৃতিদীপন
চরিত্রে তাঁ'র স্পষ্ট। ৫।

ইষ্ট যে নয়—তৃপ্তি কোথায় ?—
জীবনদীপ্তি বয় কি ?
এমনতর যে-জন গুরু
সদ্‌গুরুত্বে রয় কি ? ৬ ।

সাধনা

ভজনধারা যেমনতর
ফলও ফলে তেমনতর। ১।

সাধনা তবে কেমন?—
বোধবিকাশী আয়ত্তটি
দীপ্ত যেথায় যেমন। ২।

ভজন তবে কোথায়?—
আশ্রয়, দান, সেবানুরাগ
উঠল ফুটে যেথায়। ৩।

ভক্তিই তোর শক্তি আনে
বোধ আনে তোর জয়,
ভক্তি ও বোধ ছাড়িস্ নাকো
হ'বিই নাকো ক্ষয়। ৪।

ভুক্ত যদি না হও তা'য়
ভক্ত হবে কিসে?
ভুক্তিই * কিন্তু ভক্তি আনে
ঠিক ক'রে দেয় দিশে। ৫।

---

* ভুক্তি = Possession, অন্তর্গত, inclusion.

অস্খলিত অটুট ভুক্তিই
ভক্তি-উদ্দীপক,
ভুক্তিহারা ভক্তি জেনো
হয় নাকো ব্যাপক। ৬।

বোধদীপ্তি ঠিক ক'রে নে
ইষ্টনেশায় অটল থেকে,
সৎ-এর কৃতি চল্‌ নিয়ে চল্‌
অসৎ যা'-সব দূরে রেখে। ৭।

সৃষ্টির আদি যিনি সবের
তিনিই সবার স্বামী,
রাধারাণী মূর্ত্ত করেন
সত্তা জীবনগামী। ৮।

ভৃতির টানে দীপ্ত হ'য়ে
শিষ্ট তালে যা' করিস্‌—
যাগযজ্ঞ সেই তো প্রধান
প্রীতিদীপী যা' তা'ই-ই ধরিস্‌। ৯।

ধৃতিবিহীন ধর্ম্ম করা—
কৃতিবিহীন কর্ম্ম,
ধৃতি-কৃতি নাইকো যেথা—
বিফল ধর্ম্ম-কর্ম্ম। ১০।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম যা'ই করিস্ না
আচার্য্য ছাড়া নাই গতি,
নিদেশ পেলে' তেমনি চলিস্
পাবিই অনেক তৃপ্তি। ১১।

আচার্য্যগুরুই যদি হ'ন—
শিষ্ট নিষ্ঠা সদাই রাখিস্
তিনি ব্যত্যয়ী কভুও ন'ন। ১২।

আচার্য্যগুরু ত্যাগ করে যেই
আত্মোন্নতির প্রলোভনে,
শিষ্টতেজা অন্তঃকরণ
এলোমেলো রয় ব্যাপনে। ১৩।

আচার্য্য ছেড়ে আচার্য্য ধ'রলি
মূর্খতাতে দিলি পা,
জ্ঞানের বুকে মারলি ছুরি
লাভ হ'ল তোর ধৃষ্টতা। ১৪।

আচার্য্য-ইষ্টে ত্যাগ ক'রে তুমি
লক্ষ স্বর্গে যাও না কেন,
ফাঁকা বুকের বাঁকা বোধে
ব্যর্থ সকল সাধনা জেনো। ১৫।

কত মন্ত্রই ক'রলি গ্রহণ
কত হালেই জপলি তা',
সত্তাতে কি ফুটছে সে·সব?
ফুটলো কোথায় সত্ত্বতা? ১৬।

ব্যাহত যা'র মানসদীপ্তি
বিকৃত যা'র চলন—
ইষ্টাসনে সদ্‌গুরু ছাড়া
হয় কি শিষ্ট মন? ১৭।

সদ্‌গুরুকে করলে ত্যাগ
সেই পথে বয় মন্দরাগ। ১৮।

সদ্‌গুরু ত্যাগ করিস্ নাকো—
জাহান্নমের চক্ষু দেখে,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্ট চলায়
চ'লতে থাক্-না তাঁকেই রেখে। ১৯।

গুরুত্যাগে শিষ্টতপা
হ'বিই এটা কে শেখালো?
ঐ পথেতে চ'লে-ফিরে
সত্তাজ্ঞানটি সব হারালো। ২০।

আচার্য্য-গুরু ত্যাগ করে যে
সত্ত পাপেই ধরে তা'য়,
নিরয় পথের বিকট চলন
ঘোরেই তাহার পায়-পায়। ২১।

যে-সে মন্ত্রই তন্ত্র যা'র
যন্ত্রেরও নাই ঠিক,
এমনতর-গুরু যে-জন
ঠিক নাই তা'র দিক্। ২২।

বহুগুরুর শিষ্য যা'রা
একে নিষ্ঠা নাই,
দুরদৃষ্ট আসেই তা'দের
ছাড়ে কি বালাই? ২৩।

পাথর-শিলায় যেমন পূজা
যেমনতর প্রাণের টান,
সেই পথেতে সিদ্ধি তেমন,—
এতে কিন্তু নাইকো আন্। ২৪।

যে যাহাকে যেমনি ভজে
মেলেও তেমনি তা'র,
ভজনহারা যে-জন—তাহার
ব্যর্থ সকল সার। ২৫।

হাজার রকম সাধনা কর
লাখ কর না বন্দনা,
ইষ্টচর্য্যা প্রীতি বিনা
হবেই নাকো উর্জ্জনা। ২৬।

সব তপেরই একটি পথ—
আচার্য্যনিষ্ঠ অনুসরণ,
তেমনি ক'রেই বোধটি গজায়
ধরেও বোধে করে যেমন। ২৭।

তাঁকেই বুঝিস্ অন্তরে তুই—
ঐ হ'ল তোর দিশা,
হিসেব করে চলিস্-ফিরিস্
ছাড়িস্ নে তাঁ'র তৃষা। ২৮।

গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে
ভাবছ মনে, সবই হ'ল?
তা' নয় কিন্তু, তা'তো নয়ই—
নিষ্ঠাসহ যদি না পাল। ২৯।

দীক্ষা যদি শিষ্টভাবে
নিষ্ঠানিপুণ নাই হ'ল,
কিসে তোমার কেমন হবে?—
বুঝে-সুঝে ঠিক চ'লো। ৩০।

আচার্য্যনিষ্ঠা যাহার যেমন
গতিও তাহার তেমনি,
বিকৃতি তা'র ধিক্কার দিয়ে
দগ্ধও করে সেমনি। ৩১।

আচার্য্যের তুমি দায় হ'য়ো না
তাঁর সব দায় তুমিই ধর,
ধ'রে ক'রে সিদ্ধ চলায়
ব্যক্তিত্ব তোমার হবেই দড়। ৩২।

যেখানে তুমি যাও না কেন
থাক না যেখানে,
আচার্য্যগুরুর নিদেশগুলি
সেবো প্রাণপণে। ৩৩।

আচার্য্যচর্য্যা অন্তরে তোর
যেমন হবে তীব্রতর,
অসৎ তেমনি সৎ-চলনে
সদুদ্দেশেই হবে দড়। ৩৪।

আচার্য্যগুরুতে নিষ্ঠা যা'দের
শিষ্ট যেমনিতর,
উন্নতি হয় তেমনতরই
কৃতিও তেমনি দড়। ৩৫।

আচার্য্যগুরুর নিদেশ যা' নয়
করিস্ না তা' কোনকালে,
আসবে না তা'য় বিপথ কালো
তোর সত্তায় অঢেল চালে। ৩৬।

নিষ্ঠাবিহীন সাধক যে-জন
সাধনদীপ্তি নাইকো তা'র,
এলোমেলো যা'-তা' নিয়ে
করেই শুধু জীবন ভার। ৩৭।

নিষ্ঠানিপুণ রাগের সাথে
একাগ্রতা যদি নাই এল,
সাধ্য যা' তা' সাধবি কিসে—?
সাধন-ভজন সব গেল। ৩৮।

একনিষ্ঠ অনুরাগ হ'লে
যোগ আসে তা'য় তবে,
নিষ্ঠাহারা বি-যোগ হ'লে
কোন্ জ্ঞান হয় কবে? ৩৯।

নিষ্ঠা যেথায় ভক্তি সেথায়—
ভজন-সাধন স্বতঃদীপ্ত,
জ্ঞান ও প্রীতির সংহতিতে
বোধও সেথায় শুভদীপ্ত। ৪০।

ইষ্ট যে-জন তাঁ'র চাহিদাই
জীবনব্রতই হোক রে তোর,
সব বাঁধনই ছিঁড়ে-ফিরে
তাঁরই সেবায় পড়ুক ডোর। ৪১।

শ্রেয়কে যা'রা মেনে থাকে
শিষ্টভাবে জীবনচলায়—
কৃতি তা'দের আপনি আসে,
অশুভ যা' থাকেই ধূলায়। ৪২।

ইষ্টনেশার আকুল টানে
শিষ্ট অনুচলন
সকল দিকেই সুষ্ঠু হ'য়ে
আনে উচ্ছলন। ৪৩।

ইষ্ট-অর্ঘ্য শিষ্ট আগ্রহে
আকুল দীপ্ত যেই মুখে,
তেমনতরই কৃতি হ'লে
প্রাপ্তিও হয় সেইদিকে। ৪৪।

শিষ্ট নেশায় স্খলন যা'দের
রয় না যেথায় ইষ্টটান,
তা'দের সাধা—বিপথ ঘোরা,
সন্দীপী নয় নিষ্ঠাতান। ৪৫।

নিষ্ঠানিপুণ ক্রিয়া-সহ
সদ্-আচারেই যাহার গতি,
এমনতর হোক না যে-জন
সৎই তাহার ইষ্টে রতি। ৪৬।

বিহিতভাবে ক'রবে নাকো
 প্রার্থনায় কিন্তু পটু,
এতে কিন্তু হবে না কাজ
 ফল পাবে তা'য় কটু। ৪৭।

ভড়ং ধর যেমন-তেমন—
 প্রীতিতৃপ্ত বন্দনা
হ'লেই আসবে উর্জ্জী-চলন,
 দীপ্ত হবে বর্দ্ধনা। ৪৮।

ধ্যান-পূজা তুই যা'ই করিস্ না
 নিষ্ঠাহারা হ'লে তা',
জ্ঞানবোধনা টুটে গিয়ে
 নষ্ট হয় তা'র সততা। ৪৯।

নিষ্ঠাহারা বাজে ভজন
 যেথায় যেমন উচ্ছলা,
হীনদীপনী কলকৌশলে
 হয় কি তাহার সূচ্ছলা *। ৫০।

মজুক না মন যে-নাচনে
 বচনদীপ্ত কাজ নিয়ে,
ভজন-পূজন তেমনি তোমার
 সেমনি পথের দিক্ দিয়ে। ৫১।

---

* সূচ্ছলা = সু + উচ্ছলা।

সাধনা কিন্তু সেধে যাওয়া
বন্দনা কিন্তু তা'তেই হয়,
বন্দনাতে রঞ্জনা আসে
শিষ্ট চলায় রয় না ভয়। ৫২।

শাসনদীপ্ত চরিত্র যার
কৃতিচলনে চলে,
সাধন তাহার শক্ত হ'য়ে
দীপক টানেই দোলে। ৫৩।

লোক-দেখানো যজ্ঞ করিস্—
সত্তাস্বার্থ দেখিস্ কৈ ?
সেগুলি যেই ক'রলি নষ্ট—
চ'লল দুঃখ তাথৈ থৈ। ৫৪।

বেতাল বেভুল বিকৃত চলন
নাইকো একে শিষ্ট গতি,
জীবনবেগটি হারায় তা'দের
অন্তরেরই মানস-জ্যোতি। ৫৫।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতেও
ইষ্টে অটুট থাকে যেই,
শিস্ট-সাধু তা'রাই তো হয়
তাদের বাড়া মানুষ নেই। ৫৬।

তাড়ন-পীড়ন-প্রদীপনায়
আচার্য্যের যা' অবদান—
শিষ্টভাবে সুষ্ঠু ক'রে
বোধিকে ক'রো শক্তিমান,
স্বস্তি তোমার দীপ্তি নিয়ে
ক'রবে প্রীতি-আলিঙ্গন,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
ক'রোই তাঁকে আবাহন। ৫৭ ।

যখনই যা' ইষ্টনিদেশ
তৎক্ষণাৎই তা'ই ধর,
বোধবিচারে মিলিয়ে তা'কে
তড়িৎ-ঘড়িৎ তা'ই কর,
অমনতরই কৃতিদীপায়
দেখবে তোমার ক্রমে-ক্রমে,
সার্থকতায় বৃদ্ধি পেয়ে
বাড়বে গতি দমে-দমে। ৫৮ ।

ভুলই থাকুক, ভ্রমই থাক,
কসুর যতই হোক-না ঢের,
চেষ্টা রাখিস্ শিষ্টভাবে
সিদ্ধদীপী সমাধানের ;
হাতেকলমে ধ'রবি সে-সব
শিষ্টাচারে যেমন পারিস্,
ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবি—
বোধবিচারকে কেমন ধরিস্। ৫৯ ।

অবহেলা যেথায় নিষ্ঠা টোটে
কৃতিও দীপ্ত তেমনি,
শ্লথ চলন হ'লেই কিন্তু
নষ্ট স্পষ্ট সেমনি ;
হাজার বছর তপ ক'রে তুই
চ'ললি রে ও যেমনতর,
ফলও হ'ল সেই দিকেতে
না হ'ল শিষ্ট না হ'ল দড়। ৬০।

কোথায়ও তুই যাস্ নে ওরে
আচার্য্যগুরু ত্যাগ ক'রে,
মন্দদীপা অন্তর তা'তে
লুব্ধ হ'য়ে যায় ভ'রে ;
গুরুকে ধ'রে তাঁর নির্দ্দেশে
যেমন যেথায় ক'রতে হয়,
তেমনি ক'রেই চলিস্ ক'রে
অন্তরে যদি চাস্ বিজয়। ৬১।

ইষ্ট-আচার্য্য যা'দের গুরু—
ত্যাজ্য ন'ন-কো কোনকালে,
অশেষ কৃতির উদ্‌যাপনায়
ইষ্টার্থ উছল তা'দের ভালে,
তাঁরই নিদেশ মানে তা'রা
যেখানে তিনি বলেন যেমন,
যোগদীপনায় সার্থক তাদের
উদ্দীপনী শিষ্ট চলন। ৬২।

যত বড় যেই হোক না
　　আচার্য্যগুরু ক'রলে ত্যাগ
মানসদীপ্তির বিরাগ চলায়
　　হবেই সে যে মন্দভাগ,
এ কথাটি ঠিক জেনে তুই
　　আচার্য্যগুরুকে নিছক বরিস্,
কৃতিতপা শিষ্ট চলায়
　　সার্থকতায় ক্রমেই উঠিস্। ৬৩।

গুরু ক'রে কী হবে তোর
　　নিষ্ঠা যদি নাই থাকে,
নিষ্ঠাহারা গুরুভক্তি
　　শিষ্ট নয়কো কোন তাকে।
তাক্ যদি তুই নাই জানিস্ রে
　　বিহিত কুশল-কৌশলে,
পারবি বা কী, হবেই বা কী?
　　অজ্ঞতাতেই র'বি ঝুলে। ৬৪।

লাখ গুরু তুই পালটে যা না—
　　সদ্‌গুরুকে ছাড়লি যেই—
বৃত্তি যে তোর কঠোর হ'য়ে
　　অসৎ বাঁকে ধ'রল সেই,
লক্ষদিনের অটুট সাধন
　　কুপ্রবৃত্তির দংশনে
ক'রবে সাবাড়, পাবি না আবার
　　ধন্য হ'তে স্পর্শনে ;

মন্ত্র-তন্ত্র যা'ই করিস্ না
প্রীতি-ধৃতি ছাড়লি যেই,
কৃতিও যে রে সেই পথেতে
মোচড় ফিরে চ'লল সেই। ৬৫।

ইষ্ট-সকাশে যে-সব কথা
শুনলে তোমার বোধন দিয়ে,
তেমনি ক'রো, তেমনি চ'লো,
তেমনি সেধো শিষ্ট হ'য়ে;
দুরদৃষ্ট ধ'রবে তোমায়
নইলে কিন্তু—বুঝে দেখো,
জাহান্নমের যা'চ্ছ পথে
নিষ্ঠা-সহ—স্মরণ রেখো। ৬৬।

ইষ্টচর্য্যায় প্রাণ ঢেলে দাও
শিষ্ট-দীপন উর্জ্জনায়,
স্বতঃই সাধনা অমনি হ'লে
গ'জিয়ে উঠবে বর্দ্ধনায়;
চ'লতে থাক সুচল চলায়
প্রীতিভরা অন্তরে
দেখতে পাবে ক্রমে-ক্রমে
দীপ্তি—হৃদয়-কন্দরে। ৬৭।

সাহস দাও গো দয়াল ! তুমি,
      শক্তি দাও আর স্বস্তি দাও,
হৃদয় আমার উথলে উঠুক
      তোমার দিকে হোক উধাও ;
বড় হ'তে চাইনি প্রভু !
      বড়তে উছল ক'রতে চাই,
তোমার দয়ায় দীপ্ত হ'য়ে
      তৃপ্ত হোক সব দেখতে চাই।

আশীর্ব্বাণী

পূজ্যপাদ বড়দার শুভ চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উপলক্ষে

বড় খোকা!
আজ তোমার জন্মদিন,
শুভক্ষণে
তুমি আমাদের বংশে এসে
আমাদিগকে
সার্থক ক'রে তুলেছ,
লোকজীবনে তুমি
নিষ্ঠাসন্দীপনী আলোক হ'য়ে থাক—
যা'তে অন্যের বেদনায়
তুমি তা'দের
ব্যথাহারী হ'তে পার,
দেখো—
যা'তে লোকজীবন
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপ্ত
একসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
সবাই সবার দরদী হ'য়ে ওঠে,
আর, অভাব-অভিযোগ
যা'ই হোক না কেন—
তুমি কৃতিমান্ দরদী হ'য়ে উঠে
যা'তে প্রত্যেকেই
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে
তা'ই ক'রো,

আর, তা'ই-ই
তোমার সম্পদ্ হ'য়ে উঠুক,
আমিও তা'ই চাই ;
তোমার জীবনদীপ্তি
সবার অন্তঃকরণকে
আলোকিত ক'রে তুলুক,
দর্শন
শিষ্টসুন্দর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের সহিত
যা'তে কৃতিজগতে
সার্থকতায় সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে—
তেমনি ক'রে তা'ই ক'রো,—
যে কৃতি-মুর্চ্ছনা
দেশের প্রত্যেককে
শিষ্টসুন্দর সংহতিশীল
ও প্রীতিপূর্ণ ক'রে
জীবনকে
জ্যোতিঃ-উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে—
বোধি-দীপালীর দীপ্ত আলোকে
কৃতির পুণ্য পরিবেষণে,
বুঝে রেখো—
সার্থকতা তো সেখানেই তোমার ;
তুমি ভ্রাতৃবৎসল হও,
ভগিনীবৎসল হও,
ক্ষমতার ক্ষেমপ্রভায়
পরিজন-বাৎসল্যে
তোমার হৃদয়
উচ্ছল হ'য়ে চলুক—

স্মিত সমীক্ষা নিয়ে,
তোমার জীবন
মানুষকে যেন
শিষ্টসুন্দর
কৃতিদীপ্ত ক'রে তোলে,
সার্থক ক'রে তোলে,
কৃতি-মূর্চ্ছনায় সকলকে
শুভসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
উজ্জ্বল ক'রে তোলে ;
পরমপিতার কাছে প্রার্থনা—
তোমার মা
সুদীর্ঘ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকুক,
তুমি যেন
সুদীর্ঘ জীবন পেয়ে
সবা'কে
সৌষ্ঠবসৌন্দর্য্যে
স্মিত ক'রে তুলতে পার—
তাঁ'র আশিস্-উচ্ছল
সন্দীপনী তাৎপর্য্যে,
তুমি তা'ই-ই ক'রো—
কৃতিদীপ্ত অনুকম্পা নিয়ে
প্রত্যেকের প্রতি,
প্রকৃতির মঙ্গল-আশিস্
যেন তোমাকে
শুভ-সন্দীপনায়
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
সবাই সার্থক হোক

তোমাকে দিয়ে,
আর, তাদের ভিতরে
সার্থকতা এনে
তুমিও সার্থক হ'য়ে ওঠ,
পরমপিতার আশিস্-উদ্দীপনা
প্রীতি-প্রদীপনায়
মাঙ্গলিক দীপলাস্যে
সব যা'-কিছুকে
সবাইকে
সার্থক ক'রে তুলুক,
আর, তা'তে তুমিও
সার্থকতায়
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠ;
এই আমার আশিস্।

—তোমার বাবা

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২০শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৭১

আশীর্ব্বাণী

৺বিজয়া-উপলক্ষে

মা !

সেই আশ্বিনের

আবার আবির্ভাব হ'ল,

দেবীপক্ষের

উচ্ছল ঊর্ম্মি-বিকিরণায়

দীপ্তি-অভিসারে

প্রকৃতির ধৃতি-তৎপরতায়

সবাই যেন

'মা ! মা !' ব'লে

উচ্ছল হ'য়ে উঠছে,

আনন্দ-উদ্বেলনী তৎপরতায়

সবাই ব'লছে—

'মা আবার এল',

মায়ের আগমনী তৎপরতা

মানুষকে

উদ্দাম উর্জ্জী ক'রে তুলছে ;

সবাই যে মাকেই চায়,

মা ছাড়া আর

গতিই বা কী আছে কা'র !

সে

অভাবকে

আপূরণী তৎপরতায়

নিঃশেষ ক'রে
উচ্ছল দীপনায়
উন্মাদ উদ্দীপনায়
আসবে ;
মা আবার আসবে—
এই ভাবের অভিনন্দনে
সবাই
সজাগ সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠে চ'লেছে,
মা আসবে—
এই চিন্তা,
এই মনন-তৎপরতা
মানুষকে দীপ্ত ক'রে
অনর্গল কৃতি-দীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তুলেছে,
বোধনের
বোধপ্রবণ-তৎপরতায়
প্রত্যেকেই অপেক্ষা ক'রছে—
মা ! এস ;
আনন্দবিধুর
বেদনা-তৎপরতায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
আশা-সন্দীপনী উচ্ছলতায়
প্রত্যেকে
শিষ্ট ও সুন্দর বোধি-তৎপরতায়
মাকে পেতে চায়,
মাকে উপভোগ করতে চায়—
ঐ আনন্দময়ী

উচ্ছল সন্দীপ্তির
উদ্দীপনী আকুলতা নিয়ে ;
মা আমার !
তুমি এস,
আমাদের মাথায় হাত দিয়ে
কোলে-কাঁখে নিয়ে
আবার একটু আদর কর,
চুম্বন-চরিত্রের
বিভবদীপনী উচ্ছলতায়
সবাইকে বিশাল ক'রে তোল,
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
তুমি জাগ্রত থাক,
তুমি দীপ্ত হ'য়ে চল,
প্রীতি-কঙ্কণ-তৎপরতায়
তোমার হাতের শিঞ্জিনী-শব্দে
নূপুরের উদ্দীপনী নিক্কণে
সবাই নেচে উঠুক,
সবাই তোমাকে জড়িয়ে ধরুক,
তৃপ্তি
একটা বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে
কৃতি-উচ্ছ্বাসে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বোধ-বরাভয়
প্রত্যেক অন্তরে
শিষ্টসুন্দর তৎপরতায়
সুপুঞ্জ তাৎপর্য্যে
বোধনার বোধদীপ্তিতে

উদ্বেলনী তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
একটা নির্ভুল গতি নিয়ে ;
মায়ের আদরই তো সব,
সে-ই তো পিতৃপক্ষের আবাহক ;
তাই, বড় আশা—
সবার অন্তঃকরণে
তুমি জাগ,
পিতৃপক্ষকে
উচ্ছল ক'রে তোল,
সবাই বাঁচুক,
সবাই থাকুক,
সবাই উদ্দীপ্ত হোক—
একটা নিরেট আনন্দে
প্রত্যেককে জীয়ন্ত ক'রে তুলে ;
যা'র মা আছে—
তা'র কি অভাব আছে মা !
অভাবও যে
ভাবঘন হ'য়ে
উচ্ছল সন্দীপ্তিতে
স্মিতমুখর তৎপরতায়
আগমনীর মাতৃসুরে
সব যা'-কিছুকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকে ;
মা আমার !
তুমি থাক,
সন্তানের

অমোঘ উদ্দীপনী তৎপরতা
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
কৃতি হ'য়ে উঠুক,
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
জ্ঞানবিভোর তৎপরতায়
ব্যক্তিত্বকে সার্থক ক'রে
সব যা'-কিছুকে
বিহিত তৎপরতায়
আলিঙ্গন ক'রে
সে জানুক সব,
সে করুক সব,
সে বুঝুক সব ;
অভাব-অনটন
দুঃখ-কষ্ট
যা'-কিছু আছে সব
পরিপূর্ণতাকে ডেকে আনুক—
শিষ্ট তৎপরতায়—
তা'দিগকে কৃতিমুখর ক'রে,
প্রত্যেকের অন্তঃকরণ
বোধিদীপনী দীপ্তিতে
দীপ্ত ক'রে তুলে
অনটন-অবহেলাকে
দূর ক'রে দিয়ে
শিষ্টসুন্দর ভ্রাতৃত্বের
প্রীতি-বন্ধনে
তোমারই চরণবেদীতে
সকলে সমবেত হোক,

ধরুক, করুক,
আর উচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
তুমি থাক,
সর্ব্বাঙ্গে তুমি থাক,
সমস্ত মনে তুমি থাক,
সমস্ত পদক্ষেপে
তোমারই চলন
চতুর তৎপরতায়
শিষ্ট সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
বোধনার বোধি
প্রত্যেকে বোধ ক'রে
সংহতির বিশাল তাৎপর্য্যে
অচ্ছেদ্যভাবে
তৎপর হ'য়ে চলুক,
তোমার একটু আদর
সবাইকে
এমনি ক'রেই
অমোঘ ক'রে তুলুক—
কৃতিদীপনী আলোক-লাস্যে,
রোগ-শোক-দুঃখ-দরিদ্রতা
যা'-কিছু আছে—
সব মিস্‌মার হ'য়ে যাক,
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক সবাই মা !
ঘরে-ঘরে
ব্যাপ্তির বিশাল উর্জ্জনায়
সবাই তোমাকে উপভোগ করুক,

তা'দের মা আছে,

নিরন্তর

নিয়ত শিষ্ট নিয়তির

আবাহন-আকুল

উচ্ছল দীপনা যেখানে—

সেখানে

মা কা'রো

চক্ষুর দীপ্তির বাইরে নয়কো,

এস,

মা আমার !

একবার নাও,

একবার ধর,

মাতৃহারা আমরা যেন কেউ না হই।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৩০শে আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৭১

আশীর্ব্বাণী

নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে

জীবনের দুন্দুভি চলনে
বাতাসের
আর্দ্রীভূত
উচ্ছল অনুদীপনী তাৎপর্য্যে
সত্তার
সমীহ-সন্দীপী উৎসারণার
উদাত্ত আহ্বানে
ক্রমান্বয়ী তৎপরতায়
শিষ্টসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
সৃষ্টির সৃজন প্রগতি
উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
দুনিয়াকে সুসজ্জিত ক'রে
ধীরে-ধীরে
সেগুলির স্বতঃব্যক্তিত্ব
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল,—
একটা
পারস্পরিক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
লোল-লালিমার
দীপ্তি-ঈক্ষণে
উত্তাল হ'য়ে চ'লতে লাগল,
সৃজনের
আর্দ্রীভূত উৎসাহ
ক্রম পদক্ষেপে

ক্রমিক তাৎপর্য্যে
শ্রমদীপন
উৎসাহ-সন্দীপনায়
ছড়িয়ে যেতে লাগল
ছুনিয়ার 'পর,
স্বার্থ ও সঙ্গতির
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠল
ছুনিয়ার
সুবেশ-সন্দীপী
ধৃতিদীপনী তাৎপর্য্যে,
প্রীতি-সঙ্গতির পরম আকর্ষণ
নানা রকমারি তাৎপর্য্যে
সবগুলিকে
সংহত ক'রে রাখল'
এই ছুনিয়ার বুকেই,
বৃদ্ধি ও সিদ্ধ-সন্দীপনায়
সঙ্গতির শুভ আহ্বানে
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠে
তাৎপর্য্যের সুসৌষ্ঠবে
সংহত হ'য়ে
সকলের ভিতর-দিয়েই
সবাই
খিন্নতা বা ক্ষুণ্নতাকে
নিরোধ ক'রে
যে যেমন পারে—

উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
এই বাঁচাবাড়ার তাৎপর্য্যটি
উপভোগ ক'রে
শিষ্ট সন্দীপনায়
বিনায়িত প্রীতিসন্দীপনা
ক্রমেই
তাৎপর্য্যশীল
শুভসন্দীপী দীপক-রাগদ্যোতনায়
উচ্ছল সচলে
চলৎশীল হ'য়ে
চ'লতে লাগল,
আর, তা'
যেখানে যত গাঢ়
যত সুন্দর
যত দীপ্ত—
তৃপ্তিও সেখানে তেমনি ;
তাই বলি,
ঐ প্রীতিসঙ্গতিকে হারিও না,
বাঁচাবাড়ার
উৎসারণী তাৎপর্য্যে
প্রীতিসঙ্গতিকে
পরিবেশন কর,—
যা'তে সবাই
পুষ্ট ও প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ,
দুনিয়ায় জাতি আছে,
কিন্তু এখনও তারা
দৃঢ়তাৎপর্য্য-বিচ্ছিন্ন,

তাই বলি,—
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপ্ত
প্রীতি-উচ্ছল উদ্দীপনায়
যত পার—
যেমন ক'রে হো'ক—
সবাইকে
প্রীতি-সংহত ক'রে তোল,
তোমার দরদে
দরদী হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার স্বার্থে
শিষ্ট হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে
সুষ্ঠু হ'য়ে উঠুক সবাই,
কৃতিদীপনী উচ্ছল অনুবেদনায়
সুকৃত ক'রে তোল সবাইকে,
সবাই তোমার হো'ক
সবারই তুমি হও,
স্বস্তি
সিদ্ধ হস্তে
ব্যক্তিত্বের জয়গান করুক—
সুন্দরের শুভনন্দনায় ;
দয়াল আমার !
তুমি সবাইকে
এমন আশীর্ব্বাদ কর—
তোমার দিব্য-প্রীতি
সবাইকে
এমনতর উচ্ছল ক'রে তুলুক—

যাতে কেউ
বেদনানিপিষ্ট না হয়,
সার্থক হ'য়ে উঠুক
প্রত্যেকের সত্তা—
তা'র সব পরিবেশ নিয়ে,
এই সাত্বত জয়গান
মানুষের অন্তরে
দিব্য-দীপ্তির সৃষ্টি ক'রে
প্রীতি-উৎসারণায়
সুসংবদ্ধ হ'য়ে থাকুক—
প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে,
অস্তিত্ব ও স্বভাব-অনুপাতিক,
দরদের ধন্য বার্ত্তা নিয়ে,
সাবধানের সুদক্ষ তাৎপর্য্যে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭২

আশীর্ব্বাণী

বিবাহ-উপলক্ষে

আমি চাই—

তোমরা শিষ্ট হও,

সার্থক হও,

শুভদীপ্তি

তোমাদের পথপ্রদর্শন করুক,

ইষ্টনিষ্ঠা

অস্খলিত হ'য়ে

তোমাদের অন্তঃকরণকে বিনায়িত করুক,

ধৃতিদীপা

তোমাদের সহায় হোন,

আর, সার্থকতা

তোমাদের চারিত্রিক অনুচলনে

উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,

স্বস্তি ও শান্তি

শিষ্টাচারের আরতি নিয়ে

তোমাদিগকে শৌর্য্যশীল ক'রে তুলুক,

বীর্য্যবান্ ক'রে তুলুক ;

পরাক্রম-অধ্যুষিত দীপন-তৎপরতা

এই মিলনকে

সার্থক ক'রে তুলুক,

—আমার এই-ই প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, সোমবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭২

আশীর্ব্বাণী

৺বিজয়া-উপলক্ষে

অনেক মনীষী ব'লে থাকেন—
মা! তুমি আসবে;
তুমি এস মা!
না এলে—
লোকসংহতি
তোমার সন্তান-সংহতি
সৌষ্ঠবসমন্বিত হবে না,
মা-ই জানে—
তা'র সন্তানগণকে
কেমন ক'রে বিনায়িত ক'রলে
তা'রা সৌষ্ঠবসমন্বিত হয়—
তা' কর্ম্মে,
জ্ঞানে,
বোধদীপ্তিতে,
আর, সে-বোধের আলো দিয়ে
সে সবার ভিতর দেখতে পায়—
কোথায় তুমি
কেমনতর
উচ্ছল ও উজ্জ্বল হ'য়ে র'য়েছ;
যা'রা মাতৃভাবে উচ্ছল,
ভক্তিতে উজ্জ্বল—
তা'রাই কিন্তু
লোকদীপ্তিকে বিনায়িত ক'রে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে

তোমারই ধরিত্রীর
ধারণধৃতিকে
ঊর্জ্জিত ক'রে দেয় ;
আর, এই মায়ের মমতাই
সুদীপ্ত হ'য়ে
প্রত্যেকের হৃদয়কে
ঋতিদীপা ক'রে
পরস্পর পরস্পরকে
আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে থাকে—
তা'র জীবনীয় যা'-কিছুকে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে,
দেবদীপ্তির আলোক-মূর্চ্ছনায়,
মাতৃত্বের মমত্ব-উচ্ছলায়,
আর, তা'ই নিয়েই
সন্তানের জীবনকে
শিষ্ট ক'রে তোলে,
উচ্ছল ক'রে তোলে,
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, এই উদ্দীপনী মাতৃমন্ত্রই
পিতার উচ্ছাস-কৃতি গেয়ে-গেয়েই
সংহত হ'য়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ ;
তাই মা !
মা ছাড়া যে আর
কা'রো উপায় নেই,
মা'র কোল ছাড়া
পিতৃত্বের পালনদীপ্তি কি
ফুটে ওঠে মা ?

তোমারই মমতার
মৰ্ম্মদীপনী মাতৃমন্ত্রে
পিতার পৈতৃক প্রভুত্ব,—
যে-প্রভুত্বে
মানুষ উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
বিশাল হ'য়ে
প্রত্যেককে বিনায়িত ক'রে
সুদীপ্ত ক'রে তোলে
এবং পরস্পর পরস্পারের
সুখের কারণ হ'য়ে ওঠে ;
মা আমার !
আমাদের সবারই মা তুমি,
যে জানে—
সে তোমার দিকে তো
তাকিয়ে থাকেই,
আর, যা'রা না জানে,
না বোঝে—
তা'দেরও কিন্তু
তোমার অঙ্ক ছাড়া উপায় নেই আর ;
ধরণীর ধৃতি-মূর্চ্ছনা
তোমারই মূৰ্ত্ত উচ্ছ্বাস নয় কি ?
আলিঙ্গন-উৎসর্জ্জনা কি
তোমারই সোহাগ নয়কো ?
মুক্ত সন্দীপনী তাৎপর্য্য
মানুষকে
অসৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে

সৎসন্দীপনায়
উচ্ছলই ক'রে তোলে,
তা' কি নয় মা ?
আর, তোমার প্রাণের বাৎসল্য-সন্দীপনা
তেমনি ক'রেই,
মানুষকে,
তুনিয়াকে
সুদীপ্ত ক'রে
সুসংহত ক'রে
উচ্ছল উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
তৎপর ক'রে তোলে,
মমতা,
বোধদীপ্তি,
জ্ঞানবোধনা
ক্রমেই তা'দের সত্তাকে
ঘনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে
উচ্ছল ক'রে
স্বস্তির পথে টেনে নিয়ে যায়,
ব'লে দেয়—
মা তোমার
ঐ একটু এগিয়েই আছেন ;
তাই মা !
তুমি এস,
তুমি ধর,
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
জীবন-প্রভাকে

অকাট্য ক'রে তোল—
সৌষ্ঠবসমন্বিত উচ্ছলতায়
সাবলীল ক'রে তোল—
সৌন্দর্য্যের শুভ সন্দীপনায় ;
মা !
যা'রা মায়ের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে—
মা কি তা'দের ছেড়ে যায় ?
পালিয়ে যায় ?
লুকিয়ে থাকে ?
মা কি তা' ক'রতে পারে ?
তা'র অন্তরদীপালী
তা'তে যে ম্লানই হ'য়ে যায় ;
তাই মা !
তুমি এস,
সবাই তোমাকে দেখুক,
মানস-মন্দিরে ভাবুক,
আনন্দ-সন্দীপনায় চলুক,—
দীপ্ত তাৎপর্য্যে ;
সুখী হোক সবাই,
সবাই সবাইকে
সুখী করুক,
আর, এই সুখ-তাৎপর্য্যের
সুষ্ঠু সন্দীপনাতেই
মায়ের অধিষ্ঠিতি।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৯শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৭২

আশীর্ব্বাণী

পূজ্যপাদ বড়দার শুভ পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উপলক্ষে

বড় খোকা !
　　পরমপিতা তোমাকে
　　　　উচ্ছল ক'রে তুলুন,
লোকপ্রীতি
　　তোমার অন্তঃকরণকে
　　　　উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক,
তুমি
　　লোকের আনন্দদীপ হ'য়ে
　　　তা'দের অন্তঃকরণকে
　　　　আলোকিত ক'রে তোল,
তোমার নিষ্ঠা
　　দিব্য-অনুধাবনায়
　　　　জ্যোতিষ্মান্ হ'য়ে উঠুক,
লোকজীবনে
　　তৃপ্তিকে
　　　　অব্যর্থ ক'রে তুলুক,
মানুষের জীবনদীপ্তিকে
　　　　চির-প্রাঞ্জল ক'রে তুলুক,
　　সক্রিয় প্রার্থনার
　　　　উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
তুমি ও তোমার
　　সম্বেদনী সঙ্গের প্রত্যেকে
　　　　যেন চিরজীবী হ'য়ে থাক ;

দীপ্ত হও,
তৃপ্তি দাও,
আনন্দ-উচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
শিষ্ট-সুন্দর ক'রে তোল,
উচ্ছলতার
উজ্জ্বল
অপার
অবাধ
সুদীপ্ত উদ্দীপনায়
প্রত্যেককে সার্থক ক'রে তোল,
কেউ যেন
উন্নতির অবাধ উদ্দীপনায়
ব্যর্থ না হয়,
পরমপিতার কাছে প্রার্থনা—
সকলকে সার্থক ক'রে তুলে
সেই স্বার্থের অর্থ নিয়ে
সমস্ত ব্যর্থতাকে
বিদাহিত তাৎপর্য্যে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
তা'দের ভোগদীপনায়
জীবন-প্রহরণায়
সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলে
তুমিও
তেমনি তাৎপর্য্যে
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে থাক—
জীবন ও আয়ুর

সুসন্দীপ্ত সমন্বয়ে ;
পরমপিতা
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলুন,
তুমি বেঁচে থাক,
চিরায়ু
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলুক,
কৃতি
তোমাকে সার্থক ক'রে—
সুদীপ্ত সুসৌন্দর্য্যে
তৃপ্তির প্রভাতী সঙ্গীতে
উচ্ছলতায়
সবাইকে সিক্ত ক'রে তুলুক,
পরমপিতার
আশিস্‌দীপ্ত দীপালি-দুন্দুভি
প্রীতি-সঙ্গতিতে
সবাইকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে
সুসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে তুলুক,
কেউ যেন
বোধব্যর্থ না হয়,
পরমপিতার কাছে
আমার এই প্রার্থনা
তিনি সার্থক ক'রে তুলুন ;
তোমার মা, ভাইবোন,
আত্মীয়স্বজন—
যেখানে যাঁ'রা আছেন,
তাঁ'রাই
স্বস্তিদীপা

দীপ্ত জীবন পেয়ে
চিরায়ুত্ব লাভ করুন ;
পরমপিতার কাছে
এই আমার প্রার্থনা।

—তোমার বাবা

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৭২

আশীর্ব্বাণী

ধৃতিদীপা-পত্রিকার জন্য

ধৃতিদীপা
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
জীবনদীপ্তি
মানুষকে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
তৃপ্তির অমর গীতি
সবাইকে দীপ্ত ক'রে তুলুক।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৭২

আশীর্ব্বাণী

নববর্ষ পুরুষোত্তম-স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে

নবীনের নবতরঙ্গ
সন্দীপনী উচ্ছলার
ধৃতিবিভোর তৎপরতায়
লালিমাদীপ্তির—
নবীন দীপ্তির
ধৃতি-বিকিরণে
ব্যোমকে উচ্ছল ক'রে তুলে
সব যা'-কিছুকে
আলোদীপন ক'রে তুলল,
সঙ্গে-সঙ্গে ফুটে উঠল
তা'র আবহাওয়া—
চলনের অনিবার্য্য পদক্ষেপ,—
যে-পদক্ষেপের ভিতর-দিয়ে
সত্তার ধৃতিকে
বিধায়িত ক'রে
জগৎখানা
উচ্ছল হ'য়ে উঠল—
উচ্ছল প্রাণের
দিগ্‌দীপনী তৎপরতায় ;
তাই বলি—
ওঠ,
ধর,
তৎপরতার তীর্থকে

সার্থক ক'রে তোল,
সমস্ত জীবনটাকে
অর্থান্বিত ক'রে
সার্থকতাকে
শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে
উচ্ছল দীপন-তৎপরতায়
দীপ্ত ক'রে তোল,
এই দীপ্তি
সবার ভিতর চারিয়ে গিয়ে
ক্রমদীপনী তৎপরতায়
ছুনিয়ার জীবনগুলিকেও
তেমনি তাৎপর্য্যে
বিনায়িত ক'রে তুলুক,
অন্তরের
অতুলনীয় দীপ্তি নিয়ে
তোমার অন্তরের সূর্য্যবেদীকে
দীপ্ত ক'রে তোল,
প্রত্যেকটি ব্যক্তি
তা'দের ব্যতিক্রমগুলি ভুলে গিয়ে
পারস্পরিক সংহতি-তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
প্রণয়তৃপনী শুভদীপনায়,
সবাই সবার হো'ক,
প্রত্যেকে
প্রতিদীপ্ত হো'ক
সবার,

সার্থক হ'য়ে উঠুক
দুনিয়াখানা,
প্রত্যেকের জীবন
ধন্য হ'য়ে উঠুক,
উচ্ছল ঊর্জ্জনা
জীবনকে দীপ্ত ক'রে
নানারকমের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে
সঙ্গতিশীল ক'রে তুলে
সবকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলুক,
প্রার্থনা কর পরমপিতার কাছে—
তোমাদের দৃষ্টিই যেন
তাঁ'র দিকে
সুবদ্ধ হ'য়ে থাকে,
আর, সেই সুবদ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে যাক
দুনিয়ার সমস্ত যা'-কিছু
তা'দের ভিতরে,
আর, যা'র যে রকম—
ঐ রকমে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠুক;
দয়াল আমার!
পরমপিতা আমার!
সবাইকে
দীপ্ত ক'রে তোল,
তৃপ্ত ক'রে তোল,
শুদ্ধ ক'রে
পরিপূরিত ক'রে

প্রীতিদীপনী
প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
সবাই ভাল থাক,
ভাল কর,
ভাল চল,
আর, ভরদুনিয়াটা
ভালয় বিভোর হ'য়ে উঠুক,
'অশিষ্ট যা'—
অন্যায্য যা'—
তা'
জীবন-তাৎপর্য্যের শুভচলনে
প্রত্যেকের চলনগুলিকে
অমনতরই উচ্ছল ক'রে তুলুক—
শুভের দিকে,
সুন্দরের দিকে,
সুঠাম তাৎপর্য্যের
বিনায়িত তৎপরতায় ;
দয়াল !
আর তাই যেন তোমার
পূজায় লাগে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

ব্যবসা-উপলক্ষে

নিজে
শিষ্ট ও সুন্দর হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যেকটি মানুষ
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
তোমার দীপ্ত তাপস উদ্যমে,
লোকের যা'তে ভাল হয়—
আপ্রাণ দৃষ্টি ও চেষ্টা নিয়ে
তা'তে অবজ্ঞা ক'রো না;
এমনি ক'রেই
বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠ সবার কাছে—
সন্দীপ্ত সম্পদের শুভ-তাৎপর্য্যে,
বিশ্বেশ্বর
বিশাল দীপ্তিতে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলুন।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৫ই মে, ১৯৬৬

আশীর্ব্বাণী

বিবাহ-উপলক্ষে

সত্তার কর্ত্তৃত্ব যেখানে শিষ্ট—
যাঁ'তে
নিজের সত্তাকে
একদম বিলিয়ে দেওয়া হয়—
স্বামিত্ব তো সেখানেই,
আর, এই স্বামিত্ব
স্বর্গীয় হ'য়ে ওঠে তখনই—
যখনই সর্ব্বান্তঃকরণে
মানুষ তাঁকেই
'আমার' ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকে;
তাই, স্বামিত্বের দীপ্তি
তখনই ফুটে ওঠে—
সমস্ত পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যখন উভয়ে উভয়কে
অজচ্ছলভাবে
আপনার ক'রে নেয়,
দেবতার আশীর্ব্বাদ
তখন দীপ্ত হ'য়ে ওঠে জীবনে,
আর, তা' যখন তৃপ্তি-উচ্ছল—
স্বর্গ
সেখানেই আশীর্ব্বাদ ক'রে থাকে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

একটি কারখানার উদ্বোধন-উপলক্ষে,

জীবন যখনই উচ্ছল হ'য়ে ওঠে
বোধিদীপ্তির জ্বলন্ত আলোকে,—
সে তখনই দেখতে পায়
তা'র সম্মুখ এবং ভবিষ্যৎ ;
পরমপিতায় প্রীতি-নিষ্ঠাই
ধৃতি-উৎসব নিয়ে
যেখানে যেমনতর
সেগুলিকে দীপ্ত ক'রে তোলে—
মানুষের বোধদীপালির তাৎপর্য্যে ;
বিবেক তোমার জাগুক,
বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হোক,
দূরদৃষ্টি সুবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
সত্তা উঠুক সার্থকতার গান গেয়ে,
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ
শীর্ষ-দীপালির তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হয়ে
মানুষের অন্তঃকরণে দীপ্ত হ'য়ে থাকুক
তেমনি ক'রে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৮ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে শুভ ৭৯তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে

উন্নতি
উচ্ছল হ'য়ে
তোমাদিগকে দীপ্ত ক'রে তুলুক,
সে-দীপ্তি
প্রতিটি সত্তাকে
সুষ্ঠু ক'রে তুলুক—
উচ্ছল আলিঙ্গনে
শুভ-সন্দীপী ক'রে ;
দয়াল তোমাদের অন্তঃকরণকে
সুদীপ্ত ক'রে তুলুন,
উন্নত ক'রে তুলুন,
উচ্ছল ক'রে তুলুন,
শিষ্টসন্দীপী তাৎপর্য্যে
তোমাদের ঈপ্সিতসহ
শুভ-সন্দীপনায়
পরমপুরুষে অর্ঘ্য
নন্দিত ক'রে তুলুক ;
প্রত্যেকটি হৃদয়কে,
দয়ালের মাঙ্গলিক ঈপ্সা
তোমাদিগকে
পরিবেশ-সমীক্ষায়
উর্চ্ছল ক'রে তুলুক ;
আমার প্রার্থনা তাঁ'র কাছে এই-ই।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৩শে আগষ্ট ১৯৬৬

আশীর্ব্বাণী

পাটনায় জন্মোৎসব-উপলক্ষে

দারোয়াকে
সার্থক ক'রে তোল
গঙ্গার গোমুখী-উচ্ছ্বাস হ'তে—
বিশ্ববিদ্যালয়ের
তাপস উচ্ছল সন্দীপনী তাৎপর্য্যে,
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ
আদিত্য-তৎপরতায়,
স্বস্তিসম্বর্দ্ধনায়
সবকে উচ্ছল ক'রে তোল,
জীবন স্বস্তিময় হ'য়ে উঠুক,
আর, এই স্বস্তিই হ'চ্ছে
জীবনের পরম দীপ্তি—
যা'
যা'-কিছুকে
সুদীপ্ত তৎপরতায়
শিষ্ট ক'রে তুলে
প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে
স্বস্তিসম্বোধনায়
বিশাসিত ক'রে রাখে ;
সম্বর্দ্ধনার
স্বস্তিদীপনী তাৎপর্য্যই
তা'ই।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৭ই-আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

United celebration committee-র

উদ্যোগে দমদমে জনসভা-উপলক্ষে

উচ্ছল ক'রে তোল সবাইকে,
শিষ্ট কর,
সুন্দর ক'রে তোল সবাইকে,
প্রীতি-সঙ্গতি
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক
সবার ভিতরে,
সবাই তোমার আপনার হোক,
তুমিও সবার আপনার হও,
পরিতৃপ্ত এই উচ্ছলতা
সুদীপ্ত ক'রে তুলুক
প্রত্যেককে—
হৃষ্ট অন্তরের তৃপ্তি-উৎসর্জ্জনায় ;
ভক্তি হোক
মুক্তি হোক
আর দিব্য দ্যোতনাই হোক—
সবই
সবার অন্তরের ভিতর-দিয়ে
সুবহ তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,

সবার হও তুমি,
তোমার হোক সবাই,

পরমপিতার কাছে
এই তো প্রার্থনা,—
যে-প্রার্থনার
প্রদীপ্তি-উচ্ছলতা
দীপ্ত ক'রে তুলে
নন্দন-তৎপরতায়
নিবিষ্ট অন্তরে
দেবদ্যুতির উদ্দীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে
শিষ্টতার শুভদীপ্তিতে
মুগ্ধ ক'রে তোলে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৬

আশীর্ব্বাণী

৺বিজয়া-উপলক্ষে

উচ্ছল উদ্বেদনা
দুনিয়ার সব যা'-কিছুতেই
দীপ্ত হ'য়ে উঠল,
শিষ্ট সমীক্ষা
প্রত্যেকের হৃদয়ে
ব'লে উঠল—
ঐ মা এলেন,
যে-পূজার ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু সব
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,—
সে-পূজার অমোঘ উচ্ছলার
উদ্বেদনী তৎপরতায়
দীপ্ত হ'য়ে উঠল প্রত্যেকে ;
আলো নেই
অন্ধকার নেই,
আছে মাতৃদীপ্ত উচ্ছল
উদ্বেলনী তৎপরতা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
দুনিয়ার যা'-কিছু
উদ্বেল হ'য়ে
তৎপরতায়
দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,

সিক্ত হ'য়ে ওঠে,
নন্দিত হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
উচ্ছল করে;—

যে-উচ্ছলতা
প্রতিটি অণু-পরমাণুকে
প্রাণনদীপ্ত ক'রে
নন্দন-তাৎপর্য্যে
শক্তির স্মিত-সুন্দর ক্রম-উদ্বর্ত্তনে
মহান হ'য়ে উঠল,—
তা' ছোটতেই হোক,
আর বৃহত্তরেই হোক ;

মা'র প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিপ্রত্যেককে
ভরপুর ক'রে তুলতে লাগল—
কৃতিদীপ্ত সুদীপ্ত ক'রে,

এই সুদীপ্তি—
এই ষট্‌প্রদীপ
সব-কিছুকে এমনই
স্মিত অগ্নিদীপ্ত ক'রে তুলল,
যা'তে পৃথিবীর যা'-কিছু
উচ্ছল হ'য়ে
শৌর্য্যদীপ্তিতে
শিষ্ট তাৎপর্য্যে
কৃতি-উদ্বেল তৎপরতায়
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ;

তাই,

ওঠ,
জাগ,
জেগে থাক,
যে-জাগরণ
সব যা'-কিছুকে
সজাগ ক'রে তুলে
শিষ্ট ক'রে তুলে
দীপ্ত ক'রে তুলে
কৃতি-প্রতুল ক'রে তোলে ;
মা এলেন,
তিনি এলেন বটে—
যা'-কিছুর মূর্ত্তি-উচ্ছল
দীপ্তি-উচ্ছল
কৃতি-দীপন তাৎপর্য্যে
সবকে বিনায়িত ক'রতে ক'রতে ;
মা !
তুমি আমার,
আমি তোমার,
অন্তরের যা'-কিছু নিয়ে
তোমাতেই আবির্ভূত হ'য়েছি,
এই আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
ভর ত্বনিয়াতে
ছড়িয়ে পড়ুক,—
সবকে স্থন্দর ক'রে তুলে,
শিষ্ট ক'রে তুলে,
সুদীপ্ত ক'রে তুলে,

সত্য-শিব-সুন্দরের
উৎসর্জ্জনী মাধুর্য্যে—
আমাদের অন্তরকে
উচ্ছল ক'রে
মাতৃমুগ্ধ ক'রে ;
তুমি থাক,
এমনি থাক—
সেমনি তাৎপর্য্যে,
মা আমার!
মুগ্ধ-মধুর
দীপ্ত-মুখর
উদাত্ত কৃতি-তৎপরতা
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৬ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

পূজ্যপাদ বড়দার ৫৬তম জন্মতিথি-উপলক্ষে

খোকা !
জীবনের চঞ্চল উচ্ছ্বাস
হৃদয়ের অকূট * তাৎপর্য্য
জীবনের উদ্বেল উল্লাস
বৃদ্ধ বিকৃতির
সুন্দর দীপালি
উচ্ছল দীপনায় দীপ্ত হ'য়ে
সাত্যকি-তাৎপর্য্যে
বৃদ্ধ তৎপরতায়
শিষ্ট হ'য়ে
প্রদীপনী শিষ্ট দীপনায়
ক্রমে-ক্রমে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে লাগল—
যে-উচ্ছলতা
স্বতঃ-সন্দীপনী তৎপরতায়
দীপ্ত উচ্ছ্বসায়
জীবন যজ্ঞকে
ক্রম-তাৎপর্য্যের সুষ্ঠু সৌন্দর্য্যে
দীপ্ত ক'রে তোলে,
বেতাল তাৎপর্য্যে
উচ্ছলের অধিদীপ্ত

---

* অকূট = কুটিলতারহিত

মুখ্য মরুতের *
বিদীপ্ত চেতনায়
সবই
আরো হ'তে আরোতর
জীবন উচ্ছ্বাসে
আরো-আরোর পথে
দীপ্ত হ'য়ে চলে ;
তুমি ওঠ,
জাগ,
তোমার সত্তার
স্মিতদীপ্ত বিসিক্ত তৎপরতা
তোমার উচ্ছ্বাসে
উদ্দীপনী কৃতিযাগে
ক্রম-তাৎপর্য্যে
নিষ্ঠানিঃশেষ জীবনযজ্ঞে
ক্রম সন্দীপনী বিদীপনার
মহান দীপালি
ক্রমদীপ্ত উচ্ছল সামর্থ্যে
নিজেকে দীপ্ত ক'রে
স্রোতমুখ্য তৎপরতায়
সব দুনিয়াকে
মুগ্ধ ক'রে তুলুক ;
তুমি ওঠ,
তুমি জাগ,
জীবন-তৎপরতায়

* মুখ্য মরুত = মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত প্রধান প্রাণবায়ু

উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—
শিষ্টমধুর সুন্দরের
সপ্তর্ষিমণ্ডলে ;
বাঁচ, বাড়,
বাঁচাবাড়ার ওপার থেকে *
তুমি শিষ্ট হ'য়ে
সেমনি তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে থাক,
জীবনদ্যোতনা
দীপ্তসুন্দর হোমবিভায়
তোমাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক ;
তুমি বাঁচ,
তুমি থাক,
তুমি চিরকাল
সত্তার সৌধ-তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
উচ্ছল হ'য়ে থাক—
সুকৃতির সুন্দর মহিমায়,
আর, দুনিয়াটা
ভর্গশীল উচ্ছলার
দীপ্ত তাৎপর্য্যে
দীপ্ত হ'য়ে
তোমারই অন্তর-অক্ষিতে

---

* বাঁচাবাড়ার ওপার থেকে=যেখানে বাঁচাও নেই, অবাঁচাও নেই।
স্থির অরুন্ধতী নক্ষত্রের মত।

সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
তুমি বাঁচ,
তুমি থাক,
তুমি ওঠ,
তুমি তেমনি ক'রেই
সচল হ'য়ে চল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

চন্দননগর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সম্মেলন-উপলক্ষে

সুখী হও,
উচ্ছল হ'য়ে চল,
দীপ্তসুন্দর তাৎপর্য্যে
সমস্ত মানুষকে
উচ্ছল ক'রে তোল,
পরস্পর পরস্পরের
উদ্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
মুখর হ'য়ে উঠুক,
তৎপরতার মহান দীপ্তি
প্রত্যেককে
উচ্ছলতায় উদ্বেল ক'রে তুলুক,
আর, স্বস্তিসুন্দর তপোদীপনা
যেন প্রত্যেককে
বিভান্বিত ক'রে তোলে ;
পরমপিতার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা—
তোমরা কেউ বিকৃত হ'য়ো না,
উচ্ছল উচ্ছ্বাসে
মানুষকে শিষ্ট ক'রে তোল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

পূর্ব্ব চকচকা (জলপাইগুড়ি) সৎসঙ্গ-কেন্দ্রের
বাৎসরিক উৎসব-উপলক্ষে

সৌষ্ঠবসুন্দর তৃপ্তিভরা হৃদয় নিয়ে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
পরিচর্য্যার উচ্ছল তৎপরতায়
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
জীবন-তাৎপর্য্যের মহান পূজায়
একটুও বিকৃত হ'য়ো না,
তৃপ্ত হ'য়ে চল,
দীপ্ত তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
প্রীতিদীপ্ত সার্থকতা
সম্যক্ সন্দীপনায়
শিষ্ট দীপালীর দীপ্ত হৃদয়ে
প্রত্যেককে
দেবদীপ্ত ক'রে তুলুক,
পরস্পর পরস্পরের
জীবন-ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠুক,
আর, সার্থকতা
তোমাদের অন্তঃকরণে
উচ্ছল হ'য়ে
সবাইকে সার্থক ক'রে তুলুক।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

নাকালী (২৪ পরগণা) সৎসঙ্গীদের উদ্যোগে
সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন-উপলক্ষে

কাউকে বঞ্চিত ক'রো না,
কাউকে বিব্রত ক'রো না,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
বিশিষ্ট ব্যবস্থা কর—
শিষ্ট তৎপরতায়,
পূজনীয় তাৎপর্য্যে
যা'র যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
দরদী হও, সকলের জন্য সকলে,
প্রাণপণে তা'দিগকে
সিদ্ধ তৎপর ক'রে তোল,
তা'রা মুগ্ধ হোক, দীপ্ত হোক,
তা'দের অন্তঃকরণ
প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
সবাইকে ভাল কর,
ভাল ক'রে ধর
উচ্ছল সন্দীপ্ত তৎপরতায়
সবাইকে দীপ্ত ক'রে তোল,
সবাই সকলের বন্ধু হোক—
সাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে
আমার প্রার্থনা
সবার কাছে তাই—
সকলেই সকলের।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩

আশীর্ব্বাণী

নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ ও ১১৬তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে

জীবনের তাতল সৈকতে
উচ্ছল দেবতার
শিষ্ট সুন্দর
তাপসদীপ্তির ভিতর-দিয়ে
সমস্ত আকাশ
তা'র বেলাভূমির যা'-কিছু সব নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
যে-উচ্ছলতা
জীবনের প্রতি পদক্ষেপে
শিষ্ট তৎপরতায়
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
সৌন্দর্য্যদীপ্তিতে মহিমান্বিত ক'রে
যে যেমন
তেমনি তাৎপর্য্যে
তা'কে বিনায়িত ক'রে চ'লল ;—
আর তাই-ই
দীপ্তির শিষ্ট তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে
ভাস্বর ক'রে তুলল—
তা' আঁধারেই হোক,
আর আলোতেই হোক ;
তাই বলি—
জীবন-তাৎপর্য্যকে

বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলো না,
তা'কে দীপ্ত ক'রে তোল,
সৌজন্য-সমীক্ষু ক'রে তোল,
সব যা'-কিছুকে
তা'র বিশেষত্বে বিস্তৃত ক'রে তোল ;
আর, উচ্ছল নন্দনার
দীপ্ত তাৎপর্য্যকে
তৃপ্তিসুন্দর ক'রে তোল—
শিষ্টশোভন দ্যোতনায়,
গ্রহণদীপ্ত সৌন্দর্য্যের
সুষ্ঠু উদ্দীপনায় ;
দীপ্তমধুর সৌন্দর্য্যের
দীপালী আলোকে
যা'-কিছু প্রত্যেককে
উচ্ছল ক'রে তোল,
দীপ্ত ক'রে তোল,
মুক্ত ক'রে তোল ;
সৌন্দর্য্যের দীপক দীপ্তিতে
প্রত্যেকের সব যা'-কিছুকে
তৃপ্ত ক'রে
মহান তাৎপর্য্যে
নারায়ণী দীপন দ্যুতিতে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে চল,
আর, এমনি ক'রেই
প্রত্যেক মানুষ
মনুষ্যত্বে মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক,
সবাইকে শিষ্ট ক'রে তুলুক ;

মুগ্ধ তৎপরতার
মহান দীপ্তিতে
সৌষ্ঠবসমন্বিত ক'রে
প্রত্যেকে প্রত্যেককে
ধৃতি-তাৎপর্য্যের খনি ক'রে তোল,
ভাল হও, সুখী হও,
সবাইকে সুন্দর ক'রে তোল,
সবাইকে
শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে
দীপ্ত তৃপণায়
মুগ্ধ ক'রে চল,
কেউ যেন
তোমার কোন
ব্যতিক্রমী বিক্রমমাধুর্য্যে
মূর্চ্ছান্বিত না হয় ;
সবাই সবার হও,
তৃপ্তিগীতি ভরদুনিয়ায় ভ'রে যাক,
আর, ধৃতিদেবতা
তোমাকে তেমনি ক'রে
নারায়ণী তাৎপর্য্যে উচ্ছল ক'রে তুলুন ;
ভাল হও, সুখী হও,
সুন্দরের দীপ্ত নারায়ণ
মুগ্ধ সন্দীপনায়
প্রতিটি পদক্ষেপে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুন।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৪

আশীর্ব্বাণী

৺বিজয়া-দশমী ও ১১৮তম ঋত্বিক্‌-অধিবেশন-উপলক্ষে

জীবনের দীপ্ত বেদ
ফুটন্ত উচ্ছলায়
শিষ্ট হ'য়ে উঠে
প্রতি দীপ্ত দীপালী-দীপনে
সেই দেবী-দীপ্ত উচ্ছল তাৎপর্য্যে
সবার জীবন
দিব্য পরাবর-বিভায়
উদ্ভাসিত ক'রে তুলল,
জীবন-ভিক্ষু—
হৃদয়ের কৃতি-তৎপরতায়
শিষ্ট দিব্য অনুবেদনায়
বুদ্ধ তৃপ্ত উদ্দীপী সম্বেগে
উচ্ছল হ'য়ে উঠল,
হৃদয়ের অন্তর-দীপালী
তা'র অন্তরের শিষ্ট তাৎপর্য্যে
দীপ্ত হ'য়ে উঠল,
আর, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল
ভগবানের
বিভূতি-বৈভব—
উদ্দাম উদ্দীপনী তৎপরতায়
দীপ্ত তাৎপর্য্যে ;
ওঠ,
জাগ,

দেখ,
খুঁজে দেখ,
তাকিয়ে দেখ,—
যে-দেখা
তোমার অন্তঃকরণকে
দিব্যসুন্দর তাৎপর্য্যে
উদ্দীপিত ক'রে
প্রতি অন্তঃকরণে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তুমি দেখ,
ওঠ,
চ'লতে থাক,
আর, সেই পথে চ'লতে থাক—
যে-পথ তোমাকে
উচ্ছল ক'রে তোলে
সচ্ছল তৎপরতায়।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৫শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৪

আশীর্ব্বাণী

পূজনীয় কাজলদার এম. এস. পরীক্ষায় সাফল্যলাভ-উপলক্ষে

কাজল !

মানুষের জীবনতথ্যগুলি
সুবিনায়িত তৎপরতায়
স্ফোটনদীপ্তিতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
সেই উচ্ছল তৎপরতায়
তুমিও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সার্থক হও,
কৃপাদীপ্ত হও,
সব যা'-কিছুকে
সৌষ্ঠব তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
উচ্ছল তৎপরতায়
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
তোমার কৃতিতপ সার্থক হোক,
দীপ্ত কৃতি-উর্জ্জনায়
তোমার প্রতি পদক্ষেপ
যেন সুদীপ্ত হ'য়ে
দীপালীর মুগ্ধ তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই উজ্জ্বলতার
প্রতি পদক্ষেপে
তুমি সকলেরই অন্তরেতে

ক্রিয়াদীপ্ত তৎপরতায়
দুনিয়াকে উচ্ছল ক'রে তোল ;
সার্থক দীপ্তি
শুভ সন্দীপনায় দীপ্ত হ'য়ে
সকলকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
তুমি সার্থক হও,
দীপ্তি-উচ্ছলা শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে
তোমার অন্তঃকরণ, পরিবেশ
ও প্রতিপ্রত্যেককে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক ;
সার্থক হও,
সার্থক কর,
আর, ঐ সার্থক দীপালী
তোমাকে চারদিকের
দুনিয়ার সব-কিছুতে
শিষ্টদীপ্ত ক'রে তুলে
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক ;
পরমপিতার কাছে
আমার এই-ই প্রার্থনা।

—তোমার বাবা

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ২৬শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৭৪

আশীর্ব্বাণী

পরম পূজ্যপাদ বড়দার শুভ ৫৭তম জন্মতিথি-উপলক্ষে

বড় খোকা!
জীবনের
প্রাতঃদীপ্ত উচ্ছল উর্জ্জনায়
অন্তরের উদাত্ত দীপালী
অস্তিত্বের শিষ্ট তাৎপর্য্যে
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তুমি তোমার মায়ের
শিষ্ট পোষণায়
সিক্তদীপী তাৎপর্য্যে
সুষ্ঠু হ'য়ে
ছুনিয়াকে দীপ্ত ক'রে তোল;
তুমি তা'ই হও—
যা'তে অনন্তের দিব্য বোধনা
সব হৃদয়কে
উচ্ছল ক'রে দেয়,
প্রীতিসিক্ত তাৎপর্য্যে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল
তোমার এবং তোমার পরিবেশের জীবনকে
যা'-কিছু সব নিয়ে;
সিক্ত হও,
দীপ্ত হও,
শিষ্ট হও,
সুধাদীপ্তির উদ্বেল তৎপরতায়

সমস্ত দুনিয়াকে
উজ্জ্বল ক'রে তোল,
তৃপ্ত ক'রে তোল,
আর, তোমার অন্তর-বাহিরের
সুপ্ত তাৎপর্য্য
তৃপ্ত চলনে
সব যা'-কিছুকে
সুখদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
মাতৃদীপিকা
প্রতিপদক্ষেপেই
যেন তোমায়
বিদীপ্ত ক'রে তোলে ;
মাতৃদীপী সুপ্ত তাৎপর্য্য
কৃতিবীর্য্য ক'রে
প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
অন্তরের তৃপ্ত অনুকম্পা
তোমাকে
অমৃত সিঞ্চনে
শিষ্ট মহাসম্বেগে
অভিষিক্ত ও অভিদীপ্ত ক'রে
সমস্ত দুনিয়াকে
দীপ্ত ক'রে
শিষ্ট ক'রে
শুদ্ধ ক'রে
সব যা'-কিছুকে
ঋদ্ধিমান ক'রে তুলুক,
মাতৃজীবন তোমার

দিব্য হ'য়ে উঠুক,
সকল উদ্বেগ
সকল দীপ্তি
বিদ্যুদ্দ্যুতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক
প্রতিপদক্ষেপে ;
তোমার নিষ্ঠা, সেবা
ও লোকপালী পরিচর্য্যার
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপ্ত অনুচলনে
আমি পরিতৃপ্ত ;
আনন্দ-উচ্ছল তৎপরতায়
তুমি দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
যা'র অভিনিবেশ
আমাকে আরো আরোতর
উচ্ছলদীপ্ত ক'রে তোলে ;
আমার প্রার্থনা পরমপিতার কাছে—
তুমি
তোমার পদক্ষেপকে
এমনি তাৎপর্য্যশীল ক'রে তোল,
মাতৃপূজা প্রতিপদক্ষেপে
যেন তোমাকে
স্বর্গদীপ্ত ক'রে তোলে ;
পরমপিতার কাছে
আমার এই-ই প্রার্থনা।

—তোমার বাবা

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৭৪

আশীর্ব্বাণী

নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে

জীবনের দ্রাবিড়-সন্ধান *
উচ্ছল তৎপরতায়
গুপ্ত-সন্দীপনী * প্রবর্ত্তনায়
উচ্ছ্বসিত জীবন-নন্দনায়
সুষ্ঠু উদ্দীপী
জীবত্রাণ-তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে লাগল,
অমনি সাথে-সাথে
হৃদয়ের জীবমুখ্য তৎপরতা
জীবনের সুদীপ্ত তারকার *
দীপ্ত মহত্ত্বের
শ্যেনদীপ্ত * তাৎপর্য্যের ঐশ্বর্য্যকে
উচ্ছল স্রবণায়
নিজের মূর্ত্তন * অভিসার নিয়ে
ফুটন্ত ক'রে তুলল—
উচ্ছল বহুদীপ্ত সুভদ্রার *
দিব্য অধিপতির
উজ্জীবনী তাৎপর্য্যে ;
সব যা'-কিছু

---

* দ্রাবিড় = দ্রু (গমনে) + ইড় + ষ্ণ—গতিমুখর। গুপ্ত-সন্দীপনী = গুপ্তকে যা' সন্দীপ্ত ক'রে তোলে। তারকা = Astral Body. শ্যেনদীপ্ত = তীক্ষ্ণ সতর্কতার সাথে বিকশিত। মূর্ত্তন = মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া। সুভদ্রা = শোভন মঙ্গল যাতে আছে।

প্রতিপদক্ষেপে
পারস্পরিক
অভিদীপী তাৎপর্য্যে
বৃত্ত*-বরণীয়
দেব-দৈবের
সুপর্য্য * সন্নিধানে
প্রত্যেকটি জীবনকে
উচ্ছল ক'রে তুলল,
ধ'রল তেমনি তাৎপর্য্য নিয়ে
যা'র ভিতরে অধিকৃত হ'য়ে
দেবোজ্জ্বল মহান তাৎপর্য্যের
সার্থকতা
প্রত্যেক যা'-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তুলল ;
তুমি ওঠ,
তুমি জাগ,
তুমি সেই সুমিত্র * তৎপরতায়
সব যা'-কিছুকে
বিদীপ্ত ক'রে তোল ;
ধর,
কর,
দেব-তাৎপর্য্যে
সবগুলিকে

---

* বৃত্ত = বৃত্তের মত সবদিক দিয়ে। সুপর্য্য = শোভন পর্য্যায়ক্রমে।
সুমিত্র = শোভন মিত্রতাসম্পন্ন।

উৎসিক্ত ক'রে নাও,
আর, জীবনের সার্থকতা—
যা'-কিছু মুহ্যমান আছে—
সবগুলিকে সার্থক ক'রে তুলুক
জীবনের সুদক্ষ তৎপর উচ্ছ্বাসে,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সন্দীপনী তৎপরতায়
যেন সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই ওঠ,
জাগ,
সেই মহান বিদীপনার দিকে
এগিয়ে চল,
সব যা'-কিছুর
ফুটন্ত অনুবেদনায়
সব জীবনকে
প্রদীপ্ত ক'রে তু'লে
সার্থক ক'রে তোল ;
তাই-ই তো সার্থকতা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৭৫

আশীর্ব্বাণী

৺বিজয়া-উপলক্ষে

জীবনের দীপ্ত অনুবেদ
যখনই
অন্তরকে শিষ্ট ক'রে তোলে,
আপনার সকল বোধদীপ্তি
যখনই সিক্ত হ'য়ে ওঠে
দীপ্ত বেদ-তৎপরতায়
শ্রীদীপ্ত উদ্বেজনায়,—
সব যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে নিয়ে,
সত্তাদেবতা তখন চারিদ্বিকে
নিজেকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয় ;
জীবনে সিক্ত হ'য়ে সে যখন
সকলকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে চলে,
তখন সে ঐ তৎপরতাতেই
সব যা'-কিছুকে
অভিদীপ্ত ক'রে তোলে ;
প্রতিটি অন্তঃকরণ
তা'র সুষ্ঠু পরিচর্য্যায়
পরিবেশের সব-কিছুকে
উচ্ছল ক'রে তোলে,
আর তখনই
উত্তাল ক'রে তোলে
সকলের শিষ্টসুন্দর
কৃতি-তৎপরতাকে,

জীবন
এমনি ক'রেই ফুটে ওঠে ;
অসৎ-দলনী
অসুর-নাশিনী
আত্মম্ভরি-দম্ভবিজয়িনী মহিষমর্দ্দিনীর
সন্তান তোমরা,—
অসৎকে বিদলিত ক'রে
আসুরিক বীর্য্যের অবসান ক'রে
দেব-বিকিরণায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,
উত্তাল হ'য়ে ওঠ ;
জাগ,
দীপ্ত হও,
তোমার যা'-কিছু আছে
সেগুলিকে
শিষ্ট অনুবেদনায়
অজচ্ছল ক'রে তোল,
জেগে উঠুক উচ্ছল-দীপালী,
আর তা'
সব যা'-কিছুকে উদ্দীপ্ত ক'রে
অমৃত-উৎসারণী
ক'রে তুলুক।

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ১লা অক্টোবর, মঙ্গলবার, ১৯৬৮

আশীর্ব্বাণী

পরম পূজ্যপাদ বড়দার শুভ ৫৮তম জন্মতিথি-উপলক্ষে

বড় খোকা !
অন্তরে তোমার
ইষ্টদীপ্ত
সুন্দর-শিষ্ট অনুসরণ—
যা' সবাইকে
সুষ্ঠু-সুন্দর
কৃতিদীপ্ত ক'রে তুলেছে
নারায়ণের দীপ্যবিভায়—
তা'
আরো উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
তোমার আয়ুদীপ্তি—
হৃদয়ের মুগ্ধ-তাৎপর্য্য—
যা' অন্তঃকরণকে
সিক্তদীপ্ত অনুচলনে
উত্তাল ক'রে তুলে
ভরদুনিয়াকে
সুষ্ঠু-সুন্দর
দিব্য তৎপরতার
দীপ্তি-সৌন্দর্য্যে
লোককল্যাণের
দীপ্তবিভায়
মুগ্ধ ক'রে তোলে—

তা'
তোমার প্রতি পদক্ষেপে
সব অন্তঃকরণকে
মুগ্ধ ক'রে তুলুক ;
তুমি দাঁড়াও,
ওঠ,
যা' ক'রলে জগৎ
সৌষ্ঠব-সুন্দর তাৎপর্য্যে
উত্তাল হ'য়ে ওঠে,
সব যা'-কিছুকে
জীবদীপ্ত ক'রে তোলে,
তাই কর,
তেমনি কর,
তবেই তো সার্থকতা ;
তুমি সুদীর্ঘায়ু হও,
জীবনের দিব্য উচ্ছ্বাস
যা' মানুষকে
দীপ্ত ক'রে দেয়,
অন্তরকে
সচ্ছল ক'রে তোলে,
তা'কে
তৃপ্ত তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল ক'রে তোল ;
দীর্ঘায়ুর দীপ্ত সুক্রিয়তা
প্রতি পদক্ষেপে যেন
তোমার সুদীপ্ত তৎপরতাকে
প্রতুল ক'রে তোলে ;

তুমি
'তাঁরই' পুণ্যপ্রভায়
সব যা'-কিছুকে
অভিদীপ্ত ক'রে
সবাইকে
মুগ্ধ ক'রে তোল।

—তোমার বাবা

সৎসঙ্গ, দেওঘর, ৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৫

সূচীপত্র

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

জীবনবাদ

১। ধর্ম্ম—বাস্তব জীবনীয় উচ্ছলতা।

২। মন্ত্রগুরু জীবনে অত্যজ্য।

৩। ভগবানে অকাট্য নিষ্ঠাই জীবনকে শিষ্ট করার উপায়।

৪। কুশলকৌশলী ও শয়তানী তৎপরতা।

৫। আত্মীয়তা ক'রতে হ'লে।

৬। বন্ধুত্বের ক্ষেত্র।

৭। নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের জেল্লা বাইরেও ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে।

৮। সত্তাশৌর্য্য-সন্দীপনা সমস্ত তাৎপর্য্যকে দীপ্ত ক'রে তোলে।

৯। পূর্ব্বতনদের ভুলে শ্রেয়সন্দীপ্ত হ'তে গেলে সংহতি ভাঙ্গে।

১০। টাকা-পয়সার ভুখা না হ'য়ে মানুষের ভুখা হ'লে লক্ষ্মীলাভ হবে।

১১। বিকৃতি-অভিদীপ্ত যা'রা তা'দের সুকৃতিলুব্ধ ক'রে তোল।

১২। প্রতিটি মানুষ প্রত্যেকের দরদী হ'য়ে উঠুক।

১৩। জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোল যাতে সবাইকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পার।

সাধনা

১। নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ যেমন, গতি ও কৃতিও তেমন।

২। ভক্তি ও ভালবাসার উচ্ছলন-দীপ্তি।

৩। ব্যতিক্রমতুষ্ট অধ্যাত্ম চলন।

৪। আধ্যাত্মিক সাধনা ও তা'র সার্থকতা।

৫। স্মৃতিকে দীপ্ত করার পন্থা।

৬। ইষ্টনিষ্ঠার সাত্বত ভূমিতে সত্তাকে সংহত ক'রে চল।

৭। প্রার্থনা সার্থক হয় কখন?

৮। বাজারী সাধু, বাজারী শিষ্য, গুরুত্যাগী ও সুনিষ্ঠ শিষ্য।

কর্ম্ম

১। সার্থক চলা।

২। সৎপ্রস্তুতিকে অবজ্ঞা ক'রো না।

৩। অর্থলোলুপ না হ'য়ে কার্য্য সমাধান শ্রেয়।

৪। সুকরণীয় শিষ্ট হ'লে বা না হ'লে।

৫। শুভদীপ্ত চলনকে বিকৃত ক'রো না।

৬। কুৎসিত ব্যবহার ও সুকৃতির সম্বেদনা।

৭। ক্ষেতের প্রসাদ ও বেগার পদ্ধতি।

শিক্ষা

১। বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য।

২। জ্ঞান সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে কখন?

৩। বাস্তব জ্ঞানগৌরব লাভ ক'রতে হ'লে।

৪। বোধবিদ্যার তাৎপর্য্য।

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

সেবা

১। প্রয়োজনে পরিচর্য্যার সার্থকতা।
২। হিসেবহীন দানে বিপদ।
৩। দেওয়া-শূন্য নেওয়া অশুভ।
৪। অন্যকে দিয়ে সুখী কর, সুখী হবে নিজেও।
৫। ক্ষমা কর কিন্তু ক্ষতি ক'রো না।
৬। বিপর্য্যস্ত না হ'য়ে এমন চল যা'তে দাঁড়াতে পার।
৭। গোপনে কেউ কিছু তোমাকে ব'ললে।

চরিত্র

১। যেমন বোধ-বুদ্ধি তেমন চলা-বলা।
২। নকলের ব্যর্থতা।
৩। অর্থ সার্থক ক'রে তোলে না কোথায়।
৪। মারাত্মক আত্মম্ভরিতা।
৫। স্বস্তিই শান্তি হ'য়ে অপেক্ষা করে কখন।
৬। যেমন করা বৃত্তির ও ব্যক্তির উপঢৌকনও তেমন।
৭। দায়িত্বহীন বান্ধব।
৮। লালসাদীপ্ত-কামতপ্ত-প্রীতি-পরায়ণের নিয়ন্ত্রণে।
৯। কামপ্রীতি কামেরই সেবা করে।
১০। চুরি ক'রে পাওয়া মিথ্যা!
১১। চৌর্য্যবুদ্ধি মানুষের প্রকৃতিকে বিকৃতই করে।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

১। সাত্বত আহার অভ্যাস।
২। আহার্য্য যেন জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোলে।
৩। কামরোগ নিরাময়ের তুক্।

রাজনীতি

১। ব্যতিক্রমদুষ্ট সংহতিতে বিকৃতি।
২। অশিষ্ট সংহতিতে বিকৃতি।
৩। আমরা দেশের কেমন রূপ চাই।
৪। দেশবিভাগের মারাত্মক কুফল।
৫। দেশকে উচ্ছল ক'রতে হ'লে উন্নতিকে সাহায্য কর।
৬। দেশের সুবিনায়নায় রীতি-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব।
৭। দেশের সর্ব্বনাশে বিকৃত বিবাহ।
৮। দেশের অবনতিতে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা।
৯। সমাজের সাধুদীপনায় বর্ণানুগ সমাজসঙ্গতি।
১০। দুষ্টমনাদের শিষ্ট ক'রতে হ'লে।
১১। নিজের নিরাপত্তার জন্য অন্যকে সাহায্য কর।
১২। বিচ্ছেদই বিনষ্টির মূল।
১৩। Politics-এর (রাজনীতির) আসল কৌশল।
১৪। ধর্ম্মহীন mission (প্রচার) বিকৃতিই নিয়ে আসে।

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী — পৃষ্ঠা

জীবনবাদ

অ

অকিঞ্চিৎকর মানুষ হ'লেও … … ৩

আ

আসল কথা যদি শ্রেয় সন্দীপনাই চাও … ৫

জ

জীবন-উৎস যিনি … … ৩

জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোল … … ৯

ট

টাকাপয়সার ভুখা হ'তে যেও না … … ৬

ত

তমসাবিদারী দীপ্ত উচ্ছল তৎপরতা … … ৮

তোমার অন্তঃহৃদয়দীপ্ত সহজ সাধনা … ১

ন

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ যদি থাকে … … ৪

প

প্রীতিমুখর সন্দেশদীপ্ত হৃদয়ে … … ৪

ব

বন্ধুত্ব কর তাদের সাথে … … ৪

বোধদীপ্ত সাত্ত্বিক উন্নতি … … ৩

ভ

ভগবানে ফাঁকিবাজি নাই … … ৪

ম

মেয়েই হোক পুরুষই হোক … … ৭

স

সত্তাশৌর্য্য সন্দীপনা যদি থাকে … … ৫

সূচী পৃষ্ঠা

সাধনা

অ

অধ্যাত্ম চলনের সাথে ১১

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত ... ১৪

আ

আধ্যাত্মিক সাধনা মানে ১১

এ

একটা নক্ষত্রও যদি ১২

ত

তোমার অন্তরে যা' ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি ... ১২

ন

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ ১১

প

প্রীতি-অনুকম্পা, সমীহ পরিচর্য্যা ১১

য

যা' সাধু-দীপ্ত নয় ১৩

কর্ম্ম

অ

অর্থলোলুপ হ'তে যেও না ১৬

ক

কুৎসিত ব্যবহার যতই দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে ... ১৭

দ

দালান-ইমারতই কর ১৮

সূচী পৃষ্ঠা

ন

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ নিয়ে … … ১৬

য

যা' তোমার ক'রতে হবে … … ১৭

যে-কোন বিষয়েই হোক না … … ১৬

যেখানে তোমার সুকরণীয় শিষ্ট … … ১৭

শিক্ষা

ব

বাস্তব যা' তা'র সংহতিকে … … ২১

বোধ ও দূরদৃষ্টি তোমার … … ২২

বোধদীপ্ত ঊর্জ্জনা-অনুক্রমণ যেখানে … ২১

ল

লেখ, পড়, কর, লেখাপড়া শেখ … … ২১

সেবা

ক

ক্ষমা কর শিষ্ট তাৎপর্য্য নিয়ে … … ২৪

গ

গোপনে যে তোমাকে যা' ব'লতে চায় … ২৫

ত

তোমার নেওয়া যদি … … ২৩

দ

দান যদি হিসেব ক'রে না দেওয়া যায় … ২৩

সূচী			পৃষ্ঠা
প			
প্রয়োজন যদি থাকে	…	…	২৩
প্রীতিদীপ্ত দেওয়ার অন্তঃকরণে	…	…	২৩
ব			
বিপর্য্যস্ত হ'য়ো না …	…	…	২৪

চরিত্র

অ			
অনুতপ্ত যদি না হও	…	…	২৭
অন্তরে যা'দের কামপ্রীতি	…	…	২৮
চ			
চৌর্য্যবুদ্ধি যদি অন্তরে থাকে	…	…	২৯
দ			
দুনিয়ায় তুমি যেখানে যেমনতর কর		…	২৭
ন			
নকল ক'রে যা' চালাচ্ছ	…	…	২৬
ব			
বোধ ও বুদ্ধি যেমনতর	…	…	২৬
য			
যা' তোমার নয় …	…	…	২৮
যা'রা অর্থ ও স্বার্থ চেয়ে	…	…	২৭
যে-আত্মম্ভরিতা জীবন-সৌষ্ঠবকে নষ্ট করে		…	২৬
যেখানে নিষ্ঠানিপুণ প্রাজ্ঞ পরিচেতনা নাই		…	২৬
ল			
লালসাদীপ্ত প্রীতি যেখানে	…	…	২৮

সূচী পৃষ্ঠা

স্বাস্থ্য ও সদাচার

অ

অভ্যাস কর তা'ই খেতে ৩০

জ

জীবন নষ্ট ক'রো না ৩০

ম

মানসরোগনিয়ামক ! ৩০

রাজনীতি

অ

অশিষ্ট সংহতি যা'দের যেমন ৩২

আ

আমরা দেশবিভাগ চাই না ৩২

ক

Communist-ই হো'ক আর ৩৮

ত

তোমার নিরাপত্তাকে সুধীদীপ্ত শীঘ্রতায় ... ৩৬

দ

দেশবিভাগ ক'রতে যেও না ৩২

দেশের অবনতির প্রথম পদক্ষেপই হ'চ্ছে ... ৩৪

প

প্রীতি-সংরক্ষণী তাৎপর্য্যকে ৩৮

ব

বর্ণানুগ সমাজসঙ্গতি যতদিন ৩৪

সূচী			পৃষ্ঠা
বিকৃত বিবাহই হ'চ্ছে দেশের সর্ব্বনাশের		...	৩৩
ব্যক্তিগত ও সমবেত সন্দীপনায়	...	...	৪০

য

যদি ভাল চাও	...	... ...	৩৩

র

রীতিনিয়ন্ত্রণই হ'চ্ছে স্বস্তির সম্বেদনা	...	৩৩

শ

শুধু শাস্তিতেই যে তুষ্টমনারা	...	...	৩৫

স

সংহতি যা'দের ব্যতিক্রমহুষ্ট	...	...	৩২
সুনিষ্ঠা ও সদাচার স্বস্তিরই স্বতঃ-পাদক্ষেপ		...	৩৭